লেখকের ([illegible]) গ্রন্থ

নবীন তপস্বিনী

নাটক।

"ভর্ত্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং ।"

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর

প্রণীত।

ষষ্ঠ সংস্করণ।

(এই সংস্করণের নবীনতপস্বিনী শরৎচন্দ্র মি
স্বাক্ষর ব্যতীত লইবেন না।)

গ্রন্থকারের পুত্রগণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা।

নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

Printed by Gopal Chandra Dey,
At The New Sanskrit Press, 14, Goa Bagan Street,
Calcutta.

উৎসর্গ।

অসেচনক শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিম চন্দ্র

চট্টোপাধ্যায় বি, এ,

একাত্মবরেষু।

সোদর সদৃশ বঙ্কিম !

তুমি আমাকে ভালবাস বলেই হউক, অথবা তোমার সকলি ভাল দেখা স্বভাব-সিদ্ধ বলেই হউক, তুমি শিশুকালাবধি আমার রচনায় আমোদিত হও। আমার "নবীন তপস্বিনী" প্রকৃত তপস্বিনী —বসন ভূষণ বিহীন—সুতরাং জনসমাজে যদি "নবীন তপস্বিনী" সমাদর হয় তাহা সাহিত্যানুরাগী মহোদয়গণের সহৃদয়তার গুণেই হইবে। কিন্তু "নবীন তপস্বিনী" সুরূপা হউন আর কুরূপা হউন, তোমার কাছে অনাদরের সম্ভাবনা নাই; অতএব, প্রিয়দর্শন ! সরলা অবলাটী তোমার হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত রহিলাম ইতি।

অভিন্ন হৃদয়

শ্রীদীনবন্ধু মিত্র।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ।

রমণীমোহন,	রাজা।
জলধর,	মন্ত্রী।
বিনায়ক,	সহকারী মন্ত্রী।
মাধব,	রাজার বয়স্য।
বিদ্যাভূষণ,	সভাপণ্ডিত।
রতিকান্ত,	সদাগর।
বিজয়,	তপস্বিনীর পুত্র।

গুরুপুত্র, পণ্ডিতগণ, প্রজাগণ ঘটকগণ, বাহক চতুষ্টয়, ইত্যাদি।

কামিনীগণ।

মালতী,	রতিকান্ত সদাগরের স্ত্রী।
মল্লিকা,	বিনায়কের স্ত্রী এবং মালতীর মামাতো ভগিনী।
জগদম্বা,	জলধরের স্ত্রী।
সুরমা,	বিদ্যাভূষণের স্ত্রী।
কামিনী,	বিদ্যাভূষণের কন্যা।
তপস্বিনী।	
শ্যামা,	তপস্বিনীর সহচরী।

পাঁচটী বালিকা।

নবীন তপস্বিনী

নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রতিকান্ত সদাগরের বাড়ী।

এক দিক্ হইতে মালতী অপর দিক্ হইতে মল্লিকার প্রবেশ।

মালতী। কি লো মল্লিকে, হাসি যে গালে ধরে না।

মল্লিকা। ও ভাই, বড় রঙ্গের কথা শুনে এলেম, মহারাজ নাকি বিয়ে কর্‌বেন।

মাল। মাইরি? মিছে কথা।

মল্লি। মাইরি মালতি, তোর মাতা খাই।

মাল। ছোট রাণী মলে রাজার এত শোক করা কেবলই মৌখিক,—আর বিয়ে কর্‌বেন না, অরণ্যে যাবেন, তীর্থ কর্‌বেন, তপস্বী হবেন,—কলি কথার কথা।

মল্লি। আহা! দিদি, আমরাই মরি ভাতার ভাতার করে, ওরা কি আমাদের মনে করে, ওদের মত বেইমান্ আর কি আছে? যখন কাছে থাকেন, তখন স্বর্গে তোলেন; বল্‌তে কি, তখন ভাই, বোধ হয়, মিন্‌সে বুঝি আমায় বই আর জানে না, আমি মলে মিন্‌সে বুঝি সম-

রণে যাবে। মরে বাঁচার ওষুদ পাই তবে মরে দেখি, আবার বিয়ে করে কি না।

মাল। আহা! বড় রাণী এখন থাকলে সুখ হতো।

মল্লি। হ্যাঁ ভাই, ছোট রাণী কি যথার্থই বিষ খাইয়েছিল?

মাল। না বোন, কারো মিছে দোষ দেব না; বড় রাণী বিষ খেয়ে মরেন নি। ছোট রাণী, মহারাজা, আর রাজার মা বড় রাণীকে বড় যন্ত্রণা দিয়েচেন। ছোট রাণীর সতীন, সে কল্লে নিন্দে নেই; এমন পোড়ার-মুখো শ্বাশুড়ী ভাই কখন দেখিনি; রাজা যদি কোন দিন সক্ করে বড় রাণীর ঘরে যেতেন, বুড়ো মাগী রায়-বাগিনীর মত এসে পড়্তো।

মল্লি। রাজরাণীই হন, আর রাজকন্যাই হন, ভাতারের সুখ না থাক্‌লে কোন সুখ ভাল লাগে না।

সোনা দানা দুদের বাটী।
দুও মেগের ওঁচলা মাটী॥

মাল। আহা! বোন, তাই কি তিনি ভাল খাওয়া পরা পেতেন, রাজরাণী ছিলেন বটে, কিন্তু কখন ভাল কাপড় পর্‌তে পান নি, পেট্‌টা ভরে খেতে পান নি, বেয়ারাম হলে চিকিৎসা হতো না, পিপাসায় একটু জল দেয় এমন একটী দাসী ছিল না; শ্বাশুড়ী যে যন্ত্রণা দিয়েচেন, বড় রাণীর বিনা চক্ষের জলে একটী দিনও যায় নি।

মল্লি। তবে ঐ বুড়ো মাগীই বড় রাণীকে মেরেচে—না?

মাল। না লো না, বড় রাণীকে কেউ মারে নি; কিন্তু ছোট রাণী যদি কবিরাজকে হাত কত্তে পাত্তেন, তা হলে বড় রাণীকে বিষ খাওয়া-তেন, তার আর কোন সন্দ নাই।

মল্লি। তবে বড় রাণী কেমন করে মলেন?

মাল। ও ভাই, শুন্‌বি, মহারাজ যদিও ছোট রাণী আর মায়ের ভয়েতে বড় রাণীর ঘরে যেতে পাত্তেন না, কিন্তু সুযোগ পেলে কখন কখন তাঁর ঘরে যেতেন, কপালক্রমে বড় রাণীর পেট হলো; বড় রাণীর

পেট হয়েচে শুনে শ্বাশুড়ী মাগী যেন আগুন হয়ে উট্‌লো, বিরন্ত বাগিনীর মত গজ্‌রাতে লাগ্‌লো।

মল্লি। আহা! কি গুণের শ্বাশুড়ী গো, ইচ্ছে করে পাদব-জল খাই।

মাল। তার পর ভাই, মাগী রাষ্ট করে দিলে, বড় রাণীর কু চরিত্র ঘটেচে। আহা! বড় রাণীর খেদের কথা মনে হলে আজও চক্ষে জল আসে। শ্বাশুড়ীর মুখে এই কথা শুনে তাঁর মাতায় যেন বজ্রাঘাত হলো, হাপূর-নয়নে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন।

মল্লি। ভাল, মহারাজ কেন বল্লেন না তিনি গোপনে গোপনে বড় রাণীর ঘরে যেতেন।

মাল। মহারাজ মানুষ হলে বল্‌তেন; তা উনি তো মানুষ নন, উনি ছোট রাণীর "রামবল্লভ"; প্রথমে বড় রাণীকে সান্ত্বনা কল্লেন যে এমন আহ্লাদের বিষয় নিয়ে খেদ করা উচিত নয়; তার পর যাই ছোট রাণী কল টিপে দিলে, ওম্‌নি সব ভুলে গেলেন, স্ত্রীহত্যা কত্তে বস্‌লেন; মায়ের কাছে ভয়েতে স্বীকার কল্লেন, বড় রাণীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ছিল না।

মল্লি। বলিস্ কি, মাইরি? এমন কথা তো কখন শুনি নি; সাদে বলি, পুরুষ এক জাত সতন্তর,—

মধু-পান কত্তে পারি।
মাচির কামড় সইতে নারি॥

বিস্তর বিস্তর ভাতার দেখিচি, এমন ভাতার ভাই, কখন দেখি নি।— বড় রাণী কি কল্লেন?

মাল। আহা! ভাই, ভাতারের মুখে বড় কথা শুন্‌লে গলায় দড়ী দিতে ইচ্ছে করে, এতে কি প্রাণ বাঁচে; বড় রাণী স্বামীর মুখে অখ্যাতি শুন্‌বামাত্র জলে ডুবে মলেন।

মল্লি। আহা! আহা! ও যাতনার ঐ ওষুদ;—আমর গা টা কাঁটা দিয়ে উট্‌চে; মহারাজ স্ত্রীহত্যা কল্লেন?

মাল। মহারাজ প্রথম প্রথম বড় অসুখী হয়েছিলেন; রাজসিংহাসনে বসে থাকৃতেন, আর দুই চক্ষু দিয়ে দর্ দর্ করে জল পড়্তো; বাড়ীর ভিতর কোন খেদ কত্তে পাত্তেন না।

মল্লি। আর ঘেন্নার কথা বলিস্ নে, পোড়া কপাল অমন খেদের; বলে—

মাচ মরেচে বেরাল কাঁদে শান্ত কল্লে বকে।
ব্যাঙ্গের শোকে সাঁতার-পানি হেরি সাপের চকে॥

মাল। রাজা ভাই, কেমন এক রকম মানুষ; বড় রাণীকে মনে মনে ভাল বাস্তেন, কিন্তু ছোট রাণী ওট্ বল্লে উট্তেন, বস্ বল্লে বস্তেন; ছোট রাণীর মুখ ভারি দেখ্লে কেঁপে মত্তেন।

মল্লি। ছোট রাণী না কি রাজারে কি খাইয়েছিল?

মাল। তুই ভাই, ও কথা তুলিস্ নে, কে কোথা হতে শুন্বে, গরিবের প্রাণ নিয়ে টানাটানি হবে।

মল্লি। উঃ, মগের মুল্লুক আর কি? প্রাণ আর টান্তে হয় না।

মাল। ও কথা যাক্, মেয়ে স্থির হয়েচে?

মল্লি। রাজার আবার মেয়ের ভাবনা কি, পথ থাক্লে তোমার আমার ইচ্ছে হয়।

মাল। পোড়ার মুখ আর কি,—তুই যেমন মেয়ে।

মল্লি। তা কি ভাই, কপালের কথা বলা যায়; তুই যদি রাজার নজোরে পড়িস্; এই তো দেখ্তে দেখ্তে মন্ত্রীর নজোরে পড়েচিস্।

মাল। পোড়া কপাল আর কি,—আর শুনিচিস্ জগদম্বা আবার আমার সঙ্গে ঝক্ড়া করে, বলে, আমি নাকি তার ভাতারকে মন্ত্রণা দিচ্চি।

মল্লি। আহা, তাঁর ভাতারের যে রূপ, পাড়ার মেয়েরা কাজেই পাগল হয়। পেট এম্নি বেড়েচে, নাই চুল্কোবার যো নেই, হাত তত দূর যায় না; বর্ণটী তো তেলকালী, তাতে আবার এক একখানি দাদ হয়েচে; চেহারার চটক্ দেখে কে? ঠোঁট দুখানি যেমন কাল

তেমনি মোটা, কসের কাছটী শাদা, আর অল্প অল্প লাল; চক্ষু দুটী যেমন ছোট তেমনি খোল্লো, তাতে আবার আড়্‌নয়নে চাওয়া হয়। তুমি যদি ভাই, রাগ না কর, তোমার বাড়ী ওরে এক দিন আনি, এনে জলখ্যাংরা খাইয়ে বিদেয় করি।

মাল। তা না কল্লেও ক্ষান্ত হবে না।

রতিকান্তের প্রবেশ।

রতি। তোমরা কি পরামর্শ কর, কি হয়, তার ভাব ভক্তি বুঝ্‌তে পারি না।

মাল। আমরা অবলা, পরামর্শ অবার কি কর্‌বো। তুমি সর্ব্বদাই অস্থির হয়ে বেড়াও কেন?

রতি। যার জ্বালা সেই জানে, সদাগরি কত্তে হয় ত বুঝ্‌তে পারি; পান খেয়ে ঠোঁট রাঙ্গা করা আর ঝাপ্‌টাকাটা সহজ কর্ম্ম।

মল্লি। সদাগর মহাশয়, আপনি দিন কত বাড়ী থাকুন, মালতীকে বাণিজ্য কত্তে পাঠান; দেখ্‌তে দেখ্‌তে আপনার ঘর টাকায় পরিপূর্ণ করে দেবে।

রতি। মল্লিকে, তুই আর জ্বালাস্‌ নে ভাই; তোর ভাতার মচ্চে লিখে লিখে, তুই টিপ কেটে আঁচল ধরে ইয়ারকি দিতে এইচিস্‌।

মল্লি। আমার ভাতার আমায় এমনি ইয়ারকি দিতে বলেচে।

রতি। তবে দাও।

বিনায়কের প্রবেশ।

মল্লি। (বিনায়কের নিকটে গিয়া) তুমি আমায় টিপ কেটে ইয়ারকি দিতে বল নি? সদাগর মহাশয় টিপ দেখে রাগ কচ্চেন।

বিনা। দেখ, তোমার বোনাই যেন টিপ চেটে খান না।

রতি। বিনায়ক, তুমিও ওদের দিকে হলে।

মাল। স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্যই স্ত্রীতে বেশবিন্যাস করে।

রতি। তবে পাড়া বেড়াতে টিপ কেন?

মল্লি। সদাগর মহাশয়, মালতীকে ঘরে চাবি দিয়ে রাখ্‌বেন, নইলে কোন্ দিন আপনার হাতে টুকুনি দিবে।

রতি। তোমরা যে রত্ন, চাবি দিলেও যা, না দিলেও তা।

মাল। তুমিও যেমন, মল্লিকে তোমায় ক্ষ্যাপাচ্চে।

রতি। আমি ত আর ক্ষেপ্‌চি নে।

মল্লি। ক্ষ্যাপো আর না ক্ষ্যাপো, আমি বলে কয়ে খালাস।

রতি। তুই বাড়ী যা, তোর ভাতার ডাকৃতে এয়েচে।

মল্লি। বুঝিচি, ক্ষেপ্‌বের সময় হয়েচে; আমি চল্লেম, মালতী, ঘাটে যাবার সময় ডেকে যাস্।—এস ভাই, আমরা বাড়ী যাই।

[বিনায়ক ও মল্লিকার প্রস্থান।

মাল। তুমি যার তার কথায় কাণ দাও কেন?

রতি। আমার মনটা বড় উচাটন হয়েচে, শুন্‌চি আমায় ত্বরায় বিদেশে যেতে হবে।

মাল। তা হলে আমি তোমার সঙ্গে যাব, আমি আর একা থাকৃতে পার্‌বো না; তোমায় না দেখ্‌তে পেলে আমার প্রাণ যে করে তা আমিই জানি।

রতি। "পথে নারী বিবর্জ্জিতা,"—তা কি নিয়ে যেতে পারি; কপালে ভোগ থাকে ত একাই ভুগ্‌তে হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজার উদ্যান।

জলধরের প্রবেশ।

জল। মালতী এই রমণীয় উদ্যানে জলক্রীড়া করিতে আসে; আমি ত্রিভঙ্গ হয়ে এই খানে দাঁড়াই, শিস্ দিতে থাকি; বংশীধ্বনি বিবেচনা করে সেই রমণীমণি রাধা বিনোদিনী আমার নিকটে আস্‌বেন।—(শিস্ দেওন)—বংশীধারীর মত আর কিছু থাক্ না থাক্ বর্ণটী আছে। এই ত রূপ; এতেই জগদম্বার গৌরব কত, এমন স্বামী যেন আর কারো হয় নি: এ কথা এক দিকে সত্য বটে। আমার যেমন রূপ, আমার জগদম্বারও ততোধিক;—কোকিলগঞ্জিনী, স্বরে? না বর্ণে: বয়সে গাছ পাতর নাই, কিন্তু আজো কেউ পদ্মচক্ষু দেখ্‌তে পেলে না, কেন, তিনি কি অতি লজ্জাশীলা? তা নয়, চোয়াল দুখানি এম্‌নি উঁচু, নয়নযুগল নয়নগোচর হয় না, যদি চিত হয়ে কাঁদেন, বাছার চক্ষের জল চক্ষে থাকে, গড়াতে পায় না, এমনি খোল; আহা! যখন হাঁসেন, যেন মুলোর দোকান খুলে বসেন; নাক দেখ্‌লে সূর্পণখা লজ্জা পায়; আর কাজেই গজেন্দ্র-গামিনী, কারণ দুই পায়েতেই গোদ আছে; কথা কন আর অমৃতবর্ষণ হতে থাকে, অর্থাৎ যে কাছে থাকে তার সকল গায় থুতু লাগে। যেমন দেবা তেম্‌নি দেবী, যেমন জগন্নাথ তেম্‌নি সুভদ্রা, যেমন জলধর তেম্‌নি জগদম্বা। (শিস্ দেওন)—মাতলী আজ কি আস্‌বে না? আহা! মালতী যদি আমার মাগ হতো, তা হলে যে কি কত্তেম তা কি বল্‌বো। মালতীর নামে একটী কবিতা করি,—(চিন্তা)—হয়েচে

মালতী মালতী মালতী ফুল।
মজালে মজালে মজালে কুল॥

(পরিক্রমণ ও দূরে অবলোকন) আঃ! কোথায় ভাব্‌চি মালতী, এ দেখ্‌চি কি না বিদ্যাভূষণ।

বিদ্যাভূষণের প্রবেশ।

বিদ্যা। মন্ত্রিবর, রাজবাড়ীর সমাচার কি?

জল। নিম-রাজি হয়েচেন।

বিদ্যা। তবে পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহে আর অমত নাই?

জল। মহাশয়, রাজার মত কখন্ থাকে, কখন্ থাকে না, তার নিশ্চয় কি? রাজা, আদুরে ছেলে, আর দ্বিতীয় পক্ষের মাগ, এ তিনই সমান, কখন্ কি চায় তার ঠিকানা নেই, আর চেয়ে না পেলে পৃথিবী রসাতলে যায়।

বিদ্যা। বলি তবে, কোন্ পাত্রীটী স্থির হলো?

জল। যাঁহারা পাত্রী দেখিতে অনুমতি পেয়েছিলেন, তাঁহারা সকলে একমত হয়ে বলেচেন,আপনার কামিনী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী,সুলক্ষণে পরিপূর্ণা এবং সর্ব্বোৎকৃষ্টা; সুতরাং যদ্যপি আর বিবাহ করায় অমত না হয়, তবে আপনার কামিনীই রাজমহিষী হবেন।

বিদ্যা। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ।—আমার কন্যাই হউক, আর অপর কোন বালিকাই হউক, মহারাজের সহধর্ম্মিণী-গ্রহণে অমত করা কোন রূপে কর্ত্তব্য নয়; বয়স্ এমন অধিক হয় নাই; বিশেষতঃ একাদিক্রমে দ্বাবিংশতি পুরুষ রাজ্য করিয়া আসিতেছেন, এক্ষণে রাজবংশ এক-কালে লোপ হয়, বড় আক্ষেপের বিষয়।

জল। ছোট রাণীর মৃত্যু হওয়া অবধি রাজার বড় রাণীর শোক প্রবল হয়েচে। শোকের ফোয়ারার মুখে ছোট রাণী পাতর হয়ে বসে ছিলেন; এক্ষণে পাতর্‌খানি সরে গিয়েচে, শোক একেবারে উথ্‌লে উটেচে। বিবাহের নাম কল্লেই বড় রাণীর নাম করে কাঁদ্‌তে থাকেন।

বিদ্যা। কন্যাটী আমার পরম-সুন্দরী, জননী আমার সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী; মনে ভয় করে, রাজরাণী হলে পাছে হাটের হাড়িনী হন; কারণ

বড় রাণী যদিও রাজমহিষী ছিলেন, এক পয়সাও জলখাবার খেতে পেতেন না।

জল। মহাশয়ের সে পক্ষে কোন ভাবনা নাই, কামিনী বিশ্ববিমোহিনী; মহারাজ যদি আবার দুইটী রাণী করেন, আপনার কামিনীই একচেটে কর্‌বেন।

বিদ্যা। সে ভরসাটী আমারও আছে; বিশেষ, ব্রাহ্মণী স্বামিদমন-জ্ঞান জানেন; কন্যাকে সে জ্ঞান দান কল্লে রাজা অন্তঃপুরে মেষ হয়ে থাক্‌বেন।

জল। তবে বোধ করি, আপনি কেবল রাজসভায় সভাপণ্ডিত, ব্রাহ্মণীর কাছে 'আতপচাল দেখ্‌লে মুখ চুল্‌কোয়'।

বিদ্যা। ব্রাহ্মণীর শেমুষীটী সাতিশয় প্রখরা, আমারে সকল বিষয়ে পরাভূত করেচেন; আমি মহারাজের সমক্ষে সিংহনাদ করি, কিন্তু ভবনে গমন করি, আর পঠিত মাটী মস্তকে পড়ে, আমি কোন কথা কাটিতে পারি না, কেবল মোসাহেবদের মত 'আজ্ঞা হ্যাঁ, আজ্ঞা হ্যাঁ' বলে যাই। আক্ষেপের কথা বল্‌বো কি, রাজার বয়স্ অধিক হয়েচে বলে ব্রাহ্মণী কন্যা-দানে অসম্মতা, বলেন, ধনের লোভে কখনই মেয়ে প্রবীণ রাজাকে দিতে পার্‌বো না।

জল। মহাশয়, এ কথা আমার রাজার নিকটে জানান উচিত, কারণ রাজা অনেক অনুরোধে বিয়ে কত্তে চাচ্চেন, তাতে যদি ব্রাহ্মণী কান্নাকাটি করেন, তবে রাজার রাগ হতে পারে।

বিদ্যা। না মন্ত্রিবর, এ কথা তুমি কাকেও বলো না; আমি বিনতি করে পারি, গলায় বস্ত্র দিয়ে পারি, পাদপদ্ম ধারণ করে পারি, ব্রাহ্মণীর মত কর্‌বো; বিশেষ, বিবাহের স্থিরতা হলে আর কি কোন গোল উপস্থিত হয়?

জল। মহাশয়, জানেন না, শিরোমণি মহাশয় যে বারে তৃতীয় পক্ষে বিবাহ করেন, তাতে কি বিপদ্ না ঘটেছিল; ছাঁদ্লাতলায় শ্বাশুড়ী মাগী চীৎকারধ্বনি কত্তে লাগ্‌লো; বরকে কন্যে বাবা বলে ডাক্‌তে লাগ্‌লো; তার পর তিন শত টাকা বয়স্ অধিকের জরিবানা দিলে বিবাহ হলো; বরের বাঁ পায়ে একখান দাদ্ ছিল বলে তার জন্য পঁচিশ টাকা নিলে।

বিদ্যা। রাজার ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই, কোন বিষয়ে ভাবনা কত্তে হবে না। আমি ব্রাহ্মণীর সহিত কথোপকথন করে আপনাকে কল্য জানাব।

[বিদ্যাভূষণের প্রস্থান।

জল। ছিনে জোঁক, কাঁটালের আটা, আর ভট্টাচার্য্য বামণ, অল্পে ছাড়ে না; আপদ্‌ গেল, আমি আশা কচ্চি মালতীর, এলো কি না বিদ্যাভূষণ। (শিস্ দেওন)

মন উচাটন, মালতী কারণ, কই দরশন,

পাই গো তার।

(নেপথ্যে মলের শব্দ)

মলেতে মল্লার, বেহাগ বাহার, বাজে চমৎকার,

বাঁচি নে আর।

মালতী ও মল্লিকার প্রবেশ।

এই ত আমার মনঃপিঞ্জরের হিরেমন এলো, এখন কেন কবিতাটী বলি না।

মালতী মালতী মালতী ফুল।

মজালে মজালে মজালে কুল॥

মল্লি। আ মরি, আ মরি, যমেরি ভুল।

জল। মল্লিকে, তোমাকে আর বলবো কি

মল্লিকামুকুলে ভাতি গুঞ্জন্ মত্তমধুব্রতঃ।

আমি মধুব্রত, চতুষ্পদ,—না ষট্পদ।

মল্লি। সত্যের দ্বারে আগড় নাই, যথার্থ পরিচয় দিয়েচেন।

জল। মালতীর মুখে কথা নাই।

মল্লি। মৌনং সম্মতিলক্ষণং।

মাল। মর্ মর্।—মন্ত্রিমহাশয়, আপনি রাজমন্ত্রী; রাজার অধিকারে যত মেয়ে আছে, তাদের সতীত্ব রক্ষা কর্‌বেন; আপনার পরনারীর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত নয়। আপনি যদি ঘাটের পথে আমাদের এরূপ বিরক্ত করেন, আমরা রাজবাটীতে জানাব।

জল। মালতি, যার নামে নালিশ কর্‌বে, তারি কাছে বিচার. রাজা আর কিছুই দেখেন না। আমি তোমার সহিত বাদানুবাদ কত্তে চাই না; আমার এইমাত্র বক্তব্য, তোমার বাঁ পায়ের চরণপদ্ম অনুমতি করিলেই আমি পায় পড়ে থাকি।

মল্লি। আপনি জগদম্বার সম্বল, জগদম্বার আলালের ঘরের দুলাল. আমরা আপনাকে নিতে পারি?

জল। মল্লিকে, আমি জগদম্বার ছিলেম, কিন্তু মালতী আমায় কিনে নিয়েচে।

মল্লি। মালতী বুঝি ধোপার ব্যবসা আরম্ভ করচে?

জল। মল্লিকে, তোমার কথাগুলি যেন আকের টিকলি। আমার হয়ে মালতীকে দুটো কথা বল; মালতীর জন্যে আমি সর্ব্বত্যাগ হয়েচি,

মালতী মালতী মালতী ফুল।
মজালে মজালে মজালে কুল॥

মাল। মহাশয়, আপনি আমায় যেরূপ বল্‌চেন, যদি আপনার জগদম্বাকে কেহ এরূপ বলে, তা হলে আপনি কি করেন?

জল। তা হলে আমি পঞ্চাননের পূজা দিই; আর মনে প্রবোধ দিতে পারি, যে আমার মত আরো নিঘিন্নে মানুষ আছে।

মল্লি। যথার্থ কথা বল্‌তে কি, জগদম্বা যেন মুচি মাগী। আপনি তারে স্পর্শ করেন কেমন করে?

জল। জলশুদ্ধির বচন আওড়াই, তবে সে জাবে যাই। মল্লিকে,

"গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু-কাবেরি"

পাঠ করিলে এঁদো পুকুরের পানা-পচা জলও শুদ্ধ হয় ; তেমনি আমার জগদম্বার স্পর্শ ।

মল্লি । তবে আর আমাদের বিরক্ত কচ্চেন কেন ?

জল । বার মাস পানা-জলে নেয়ে মরি, এক দিন লাল দিঘীতে যেতে ইচ্ছা হয় ।

মাল । চল্ মল্লিকে, সন্ধ্যা হলো ।

[যাইতে অগ্রসর ।

জল । যার জন্যে বুক ফাটে ।
সে আমারে এঁকে কাটে ॥

মালতী, তুমি অধমকে বধ না করে যেতে পার্‌বে না ।

[পথরোধ করিয়া দণ্ডায়মান

মালতী মালতী মালতী ফুল ।
মজালে মজালে মজালে কুল ॥

মাল । মহাশয়, ঘাটের পথে এরূপ কচ্চেন কেউ দেখ্‌তে পাবে ।

মল্লি । মালতী একেবারে বার আনা রাজি হয়েচে, এখন কেবল স্থানাভাব ।

জল । মল্লিকে, তুমি আমার বিন্দে দূতী, যাতে মালতী যুবতী লাভ হয় তার উপায় কর ।

মল্লি । মহাশয়, পায়-পড়ারে পারা ভার ; আপনার উপর মালতীর দয়া হয়েচে ; আপনি এখন স্থান আর দিন স্থির করুন । মালতীর বাড়ীতে আপনি কি যেতে পারেন না ?

জল । আমার খুব সাহস আছে ; কিন্তু পরের বাড়ীতে যাওয়া প্রাণ হাতে করে ; এ কাজে মারামারি কথায় কথায় । তুমি মালতীকে নিয়ে আমার কেলিগৃহে যেতে পার না ?

মল্লি। আর জগদম্বা যদি দেখ্‌তে পায়।

জল। আমি আট ঘাট বন্ধ কর্‌ব, সে দিকে কারো যেতে দেব না (—চাবি দিয়া) এই চাবিটী রাখ ; কল্য সন্ধ্যার পর কেলি-গৃহের চাবি খুলে তোমরা তথায় থাক্‌বে, আমি অবিলম্বে হুজুরে হাজির হব।

মল্লি। পাকা হয়ে রইল ; এখন পথ ছাড়ুন, আমরা ঘাটে যাই।

জল। দেখ, যেন ভুলো না।

মল্লি। মহাশয়, প্রেমের তারে হাত পড়েচে, আর কি ভোলা যায় ?

যার সঙ্গে যার মজে মন।
কিবা হাড়ী কিবা ডোম ॥

মাল। তুই যে এখনি অবশ হলি।

মল্লি। আড়্ নয়নের এমনি জোর।

জল। মালতি, তুমি যে শাড়ীখান পরে সে দিন রাজবাড়ী গিয়াছিলে, সেই শাড়ীখান পরে যেও।

মল্লি। আমি কেবল ধামাধরা ; মন্ত্রিমহাশয় আমায় কিছু বল্লেন না ; এত অপমান ; আমি যাব না।

মাল। না গেলে আমারি ভাল।

জল। মল্লিকে, তুমি আর এক দিন যেও।

মল্লি। না, আমি কালই যাব।—মালতি, তোর মনে এই ছিল ; এক যাত্রায় পৃথক্ ফল। আমি সদাগরকে বলে দেব।

জল। না মল্লিকে, তারে বলো না, আমি কারো বঞ্চিত কর্‌বো না।

মাল। বল্লিই বা, মন্ত্রিমহাশয় কি আমায় দুটো খেতে দিতে পার্‌বেন না ?

জল। মালতি, তোমায় আমি মাতায় করে রাখ্‌তে পারি, কেবল জগদম্বার ভয় ; সে কথায় কথায় মারে ধরে।

মল্লি। (জগদম্বাকে দূরে দেখিয়া) বল্‌তে বল্‌তে, ঐ দেখ না, দশ দিক্ আলো করে জগম্বার উদয় হচ্চে।

জল। তাই ত, আমি যাই, মালতি, মনে রেখো—

জগদম্বার প্রবেশ।

জগ। ও পোড়াকপালীর বেটা, এই তোমার রাজবাড়ী যাওয়া; তোমার আর মরণের জায়গা নেই; ঘাটের পথে পোড়াকপাল পোড়াচ্চ

জল। (মস্তক চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে) ওঁরাই আমারে ডেকে গোটা-কত কথা জিজ্ঞাসা কচ্চেন; আমি কি কারো দিকে উচু-নজোরে চাই।

[জলধরের প্রস্থান।

জগ। পাড়ার পোড়াকপালীরে, সর্ব্বনাশীরে, পাড়ার সাত গতরখাগীরে, পাড়ার গন্তানীরে, পাড়ার পাড়াকুঁদুলীরে, এক ভাতারে মন ওটে না, সাত ভাতার কত্তে যায়; ঘাট মানে না, পথ মানে না, মাঠ মানে না; বড় লোক দেখ্‌লে ডেকে কথা কয়; ও মা কোথায় যাব, কি লজ্জা, কলি কালে হল কি! যেমন দিইচিস্ তেমনি পেইচিস্; ভাল দিয়ে আস্‌তিস্, মন্ত্রীর মাগ হতে পেতিস্।

মাল। হ্যাঁ গা বাছা, আমরা কি দেশে আর লোক পেলেম না, তাই তোমার "পঞ্চরত্ন" নিয়ে টানাটানি কচ্চি।

জগ। আমি আর ছেনালের কথায় ভুলি নে, আমি স্বচক্ষে দেখিচি। পোড়াকপালীরে ঘরে থাক্‌তে না পারিস্, নাম লেখা গে, নতুন নতুন পুরুষ পাবি, কত মন্ত্রী পাবি।

মল্লি। মাগী সকল গায় থুতু দিলে গো;—আয় ভাই, যাই, গা ধুই গে।

মাল। বাছা, আমরা নাম লেখাব কি দুঃখে? আমাদের সিন্দুক-পোরা টাকা রয়েচে, বাক্স-পোরা গহনা রয়েচে, প্যাঁট্‌রা-পোরা কাপড় রয়েচে, সোণার চাঁদ ভাতার রয়েচে; তাদের যেমন মনোহর রূপ, তারা তেমনি আমাদের ভাল বাসে; তোমার যেমন পোড়ার বাঁদর ভাতার, তেমনি তোমাকে ঘৃণা করে; তোমারি উচিত নাম লেখান—

মাল। তা মা, আপনার কামিনী যে রূপবতী, কামিনীকে যে বিয়ে কর্‌বে, সেই রাজা হবে।

সুর। মা, যার মনের সুখ আছে, সেই রাজা; আমার কামিনীর যদি মনের মত বর হয়, আর জামাই যদি কামিনীকে ভাল বাসে, তা হলে, তার সুখে কামিনী রাণী, কামিনীর সুখে সে রাজা।

মাল। আপনার যেমন মেয়ে, তেমনি জামাই হবে।

সুর। আমি ভাল ছেলে পেলেই বিয়ে দেব, কারো নিষেধ শুন্‌ব না; ওঁরা রাজবাড়ীতে কর্ম্ম করেন, ভাবেন, রাজার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হলেই মেয়ে সুখী হবে।

কামি। মল্লিকে, তুমি কাল্ আমাদের বাড়ী যেতে পার্‌বে? আমি একখানি নতুন পুতি পেইচি, তোমার সঙ্গে একত্রে পড়্‌বো।

মল্লি। কি পুতি পেলে ভাই, রাজা দিয়েচেন না কি?

কামি। আমি ফুল তুলে আনি।

[কামিনীর প্রস্থান।

মাল। তুই এমন লজ্জা দিতে পারিস্, অন্য মেয়ে হলে, তুই যেমন, তেমনি জবাব পেতিস্।

সুর। মল্লিকে ছেলে কাল হতে এমনি আমুদে।

মাল। কামিনীর মত্ কি, তা জান্‌তে পেরেচেন?

সুর। কামিনী বালিকে, ও কি ভাল মন্দ বিচার কত্তে পারে, না ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবে। ভাবভক্তিতে বোধ হয়, রাজাকে বিয়ে কত্তে কামিনীর ইচ্ছে নেই।

মল্লি। তা রাজাকেই দেন, আর অন্য কাহাকেই দেন, মেয়ের বয়স্ হয়েচে, বিয়ে দিতে আর দেরি কর্‌বেন না।

মাল। কেন, তোমায় কামিনী কিছু বলেচে না কি?

মল্লি। বলুক আর না বলুক, আপনার মন দিয়ে পরের মন জানা যায়।

মাল। তুমি কি এমনি বয়সে বিয়ের জন্যে পাগল হয়েছিলে?

মল্লি। মনের কথা খুলে বল্লেই পাগল বলে; আমিই হই, আর তুমিই হও, আর কামিনীর মাই হন, সকলেই এক সময়ে পাগল হয়েছিলেন। কামিনীর মনের ভাব যে বুঝ্‌তে পারে, সেই বল্‌তে পারে, কামিনী বিয়ে কত্তে চায় কি না।

স্বর। কামিনীর ইচ্ছে হয়েচে কি না, তা ধর্ম্ম জানেন; কিন্তু আমার ইচ্ছে ত্বরায় বিয়ে দিই; বেশ দুটীতে আমোদ আহ্লাদ করে, পড়া শুনা করে, কথোপকথন করে, দেখে সুখী হই।

মল্লি। (বিজয় ও কামিনীকে দেখিয়া) ঐ দেখ, তোমার কামিনী বর নিয়ে আস্‌চে।

দুটী ছোট ছোট গোলাপ ফুল হস্তে কামিনীর প্রবেশ— একটী বড় গোলাপ ফুল হস্তে কামিনীর পশ্চাৎ বিজয়ের প্রবেশ।

স্বর। কি মা কামিনী, ভয় পেয়েচ?—আপনি কে বাছা? এই নবীন বয়সে কার সর্ব্বনাশ করেচ বাপু? তোমার মা কি করে প্রাণ ধরে আছে বল দেখি? তুমি কি দুঃখে তপস্বী হয়েচ বাপ্‌? আমার কামিনী কি তোমায় কিছু মন্দ বলেচে?

বিজ। না মা, আপনার কামিনী অতিসুশীলা, কামিনীর মুখে কখনই মন্দ কথা বার্‌ হতে পারে না। আমি এই রাজবাগানে ভ্রমণ করিতে করিতে ক্লান্ত হয়ে বকুল-তলায় বিশ্রাম কচ্ছিলেম, ইতিমধ্যে কামিনী সে খানে গিয়ে ফুল তুল্‌তে লাগ্‌লেন; এই ফুলটী অনেক যত্ন করেও পাড়্‌তে পাল্লেন না, কাঁটার ভিতর যেতে পাল্লেন না; ফুল-পাড়্‌তে না পেরে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন; আমি বিবেচনা কল্লেম, আমায় পেড়ে দিতে বল্‌চেন; আমি কাঁটার ভিতরে গিয়ে অনেক যত্নে ফুলটী পাড়্‌লেম; আমি যতক্ষণ ফুলটী পাড়্‌তে লাগ্‌লেম,

কামিনী ততক্ষণ চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দেখ্‌তে লাগ্‌লেন, আমার বোধ হল, গোলাপটী কামিনীর মন অতিশয় মোহিত করেচে ; ফুলটী তুলে কামিনীর হাতে দিতে গেলেম, কামিনী লজ্জা বোধ করে এ দিকে এলেন ; আমি কামিনীর মনোরঞ্জন এই গোলাপটী হাতে করে কামিনীর পশ্চাতে এলেম।

স্থর। ফুল নাও না মা, কোন ভয় নেই।—ইনি সামান্য তপস্বী নন, ইনি কোন দেবতা, স্বর্গ ছেড়ে পৃথিবীতে তপস্বীর বেশে বেড়াচ্চেন।—তুমি ফুল পাড়তে পাল্লে না, তপস্বী পেড়ে দিলেন, তা নিতে দোষ কি?

কামি। আমি দুটী আপনি তুলে এনিচি।

স্থর। তা হক্, আর একটী ন্যাও।

মল্লি। কামিনীর সাহস হবে, জটাধারী তপস্বীর হাত হতে ফুল নেবে? তপস্বী, আমার হাতে দাও আমি কামিনীকে দিচ্চি।

বিজ। আচ্ছা, আপনিই কামিনীকে দেন। (ফুলদান)।

মল্লি। কামিনী, আমার হাতে নিতে ভয় আছে?

[কামিনীর ফুলগ্রহণ।

কামি। এ ফুলটী খুব মস্ত।

মল্লি। হর পুজে বর মিল্‌ল ভাল।
এতদিনের পর বুঝি তপস্বিনী হতে হল ॥

কামি। আমি ঘাটে যাই।—(কিঞ্চিৎ গিয়া) মল্লিকে, আস্‌বে?

স্থর। বাছা, তুমি কেমন করে এমন বয়সে জননীকে ফাঁকি দিয়ে এসেচ? তোমার শোকে তোমার মা আত্মহত্যা করেচেন।—আহা! এমন ছেলে যাকে মা বলে, তার সার্থক জীবন, তার প্রাণ প্রফুল্ল হয়।—তোমার মা কি আছেন?

বিজ। মা গো, আমার জননী তপস্বিনী, তিনি দিবানিশি জগদীশ্বরের ধ্যান করেন ; আমি যখন মা বলে তাঁর পর্ণকুটীরে প্রবেশ করি, তিনি অমনি আমাকে কোলে লয়ে মুখচুম্বন করেন, আর কারো সঙ্গে

কথা কন না। তাঁর একটী সহচরী আছে, সেই সর্ব্বদা কাছে থাকে।

স্বর। আহা! বাছা, তুমি যাকে মা বলে ডাক, তার কিছুরি অভাব নাই; তোমার জননী কুঁড়ে ঘরে তোমায় কোলে করে গণেশজননী হয়ে বসে থাকেন।

মাল। তোমার বয়স্ কত হবে?

বিজ। আমার বয়সের কথা মাকে জিজ্ঞাসা কল্লে তিনি আমার মুখচুম্বন করে রোদন কত্তে থাকেন, কোন প্রত্যুত্তর দেন না, আমি তাঁকে ও কথা আর জিজ্ঞাসা করি নে; বোধ করি, সতের বৎসর হবে।

মল্লি। তোমার নাম কি?

বিজ। আমার নাম বিজয়।

মল্লি। তুমি এমন করে বেড়াও কেন, রাজার বাড়ী কোন কর্ম্ম নিয়ে এই খানে বাস কর, তোমার মাকে প্রতিপালন কর।

বিজ। মা গো, আমি জননীর অমতে কেন কর্ম্ম কত্তে পারি নে; জননী যদি মত দিতেন, তবে এতদিন আমি স্বুবর্ণনগরের রাজ মন্ত্রী হতে পাত্তেম, সেখানকার রাজা এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন এবং তাঁর কন্যা দান কত্তেও চেয়ে ছিলেন। জননী এ কথা শুনে সুখী হওয়া দূরে থাক, রোদন কত্তে লাগ্‌লেন; তদবধি বিষয়-আশায় জলাঞ্জলি দিয়েচি, এক্ষণে কেবল তদ্‌গতচিত্তে পূর্ণব্রহ্মের আরাধনা কচ্চি, আর জননীর সেবায় রত আছি।

মল্লি। যদি আপনার জননী মত দিতেন, তা হলে কি রাজকন্যাকে বিয়ে কত্তেন?

বিজ। রাজকন্যার রূপলাবণ্য উত্তম বটে, কিন্তু তাঁর যে অহঙ্কার, তাতে আমার মত দুঃখী তাঁর কাছে প্রীতি পেতে পারে না; আমি স্থির করেছিলেম, জননী যদি অমত না করেন, তবে মন্ত্রীর কর্ম্ম গ্রহণ কর্‌ব, কিন্তু রাজকন্যার পাণিগ্রহণ কর্‌ব না।

স্বর। আহা! বাছা, তোমার জননীর তুমি অন্ধের নড়ী, তুমিই তাঁর সর্ব্বস্ব ধন; বোধ করি, তিনি বড় দুঃখিনী। তুমি যদি আমাদের

বাড়ীতে এক দিন এস, তোমার কাছে তোমার জননীর সকল কথা শুনি। আমাদের বাড়ীর ঐ মন্দির দেখা যাচ্চে।—চল মালতী, আমরা ঘাটে যাই, বেলা গেল।

[বিজয় ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বিজ। এ কি তাপসের মন!—অচল, অটল—
হরিণনয়না-মুখপুণ্ডরীক হেরে
এমন ব্যাকুল? যেন মণিহারা ফণী
কিংবা সরোবরনীরে—মোহন মুকুর—
বিচঞ্চল শশধর-কলেবর, যবে
পূর্ণিমার সন্ধ্যাকালে তাপসের কুল
কূল হতে লয় বারি কমণ্ডলু ভরি।
কত দেশে শত শত কুলকমলিনী—
অনঙ্গরঙ্গিণী, কিবা ত্রিদিব-ঈশ্বরী—
হেরেচি নয়নে; কিন্তু হেন নব ভাব
আবির্ভাব কভু নাহি হয় মম মনে;
চলে না চরণ আর, সরে না বচন;
পাগলের মত প্রাণ—সতত অধীর—
সজোরে বক্ষের দ্বারে প্রহারে আঘাত,
চপল-চরণে যেতে স্থিরসৌদামিনী-
পাশে।—বালা, অচতুরা, সরলতাময়,—
নলিন-নয়ন টানা সরম-তুলিতে,—
কামিনীর মুখশশী—নব-কমলিনী-
নিরমল—হেরি ইচ্ছা দ্বাদশ লোচনে
সৌন্দর্য্যভাণ্ডার এই অসীম জগৎ;

বিরাজে রতন-রাজি কত রূপ ধরে ;
সে সব দেখিতে মন হয় উচাটন,
সে সব দেখিতে চেষ্টা অনেকেই করে ;
বারি-বরিষণ পরে অম্বরের পথে
শরদের শশধর অতিমনোহর,
কে সুখী না হয় হেরে সে শশি-মাধুরী ?
ঊষায় অপূর্ব্ব শোভা মানস-সরসে :—
শিশিরাভিষিক্ত পদ্ম—পতির বিরহে
জলজ-সুন্দরী যেন কেঁদেচে নিশিতে—
ফুটিল, আনন্দে যেন হাসিল সোহাগে
পাইয়ে বিবাগি-পতি বিরহিণী বালা
না মুছে নয়ন ; করে সন্তরণ সুখে
মরালের মালা, হেসে হেসে ভেসে যায়
কমলিনী-কাছে,—সুখী সঙ্গিনীর সুখে।
হেরিলে এমন শোভা কে সুখী না হয় ?
মহীধর-পরে শোভে কমলার তরু,
কমলা-কদম্ব-ভার-ভরে অবনত—
সুপক্ক সোণার বর্ণ—কামিনী-কুন্তলে
যেন মণিপুঞ্জ বিরাজিত মনোহর।
এ শোভা দেখিতে কে বা না হয় ব্যাকুল ?
তপনতনায়া-তটে ময়ুর ময়ুরী
বিস্তার করিয়া পুচ্ছ—নয়ন-নন্দন—
প্রেমানন্দে নাচে সুখে।—এ শোভা হেরিয়ে

মোহিত না হয় কে বা এ মহীমণ্ডলে ?
বিকালে বারিদ-কোলে আলো করি দিক্
উদিলে ইন্দ্রের ধনু—বিবিধ-বরণ,
নয়ন-রঞ্জন,—কে না চায় তার দিকে ?
হেরিলে এ সব শোভা প্রকৃতির ঘরে
আনন্দিত হয় মন বিধির বিধানে।
এরূপ আনন্দ জন্য আমি কি আবার
হেরিতে বাসনা করি সে বিধু-বদন ?
আহা মরি কার সনে কিসের তুলনা !
শশধর-সনে দীপ, সিন্ধু-সনে কূপ !
যে সুখে হয়েচি সুখী হেরে কামিনীরে,
পবিত্র সে সুখ-রাশি—নবীন, নির্ম্মল।
আদরে গোলাপে ধরে—পয়মন্ত ফুল—
কামিনী-কোমল-করে চাহিলাম দিতে,
সলাজে সরলা বালা তুলিয়ে বদন—
আধা-মুকুলিত-আঁখি লাজে—হেরিলেন
তাপসের মুখ, হল সরমে কম্পিত
কামিনী-অধর সুধাধার সমীরণে
কাঁপে যথা গোলাপের দাম মনোরম।
সে সময়, আহা মরি, কি শোভা ধরিল
অরবিন্দ-বদনীর মুখ-অরবিন্দ !
নব ভাবে মত্ত মন উন্মত্ত হইল :—
অবনীর আধিপত্য—অপার সম্পত্তি

রয়েচে বিলীন যাতে—হীন বোধ হল
সে শোভার কাছে ; অবহেলা করিলাম
অমরাবতীর সুখ, মনের আনন্দে ;
স্বর্গ, মর্ত্ত, রসাতল, রবি, শশধর,
দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ, নাগকুল,
দেখিলাম দিব্য চক্ষে, অধর-কম্পনে
কামিনীর, দীপ্তিমান্, মনের হরিষে।
সরলা, সুশীলা বালা হেরিল গোলাপ,
নেব নেব মনে, কিন্তু নিতে নাহি পারে,
সরম ফিরায়ে নিল ক ামিনীর কর।
লাজমাখা মুখশশী হেরিলাম যাই,
নব বাসনার সৃষ্টি অমনি হইল
মনে ;—ইচ্ছা হল ধীরে ধীরে ধরি কর,
করি দান নিরমল, পবিত্র চুম্বন,
কামিনীর সুবিমল কপোল-কমলে;
মরালগামিনী কিন্তু—সরমের লতা—
মরাল-গমনে গেলা জননী-নিকটে।
নবীন বাসনা মম—বিমত্ত বারণ—
নিবারণ কিসে করি বিনা বিধু-মুখ।
কামিনী-কমল-মুখে পাইলাম জ্ঞান,—
বিধির সৃজন-মধ্যে মহিলা প্রধান,
পয়োধি প্রবাল ধরে, মণি মহীধর,
অপার আনন্দ ধরে রমণী-অধর। [প্রস্থান।

ফলা ধরে টান্‌তে বড় ইচ্ছে হল ; যা থাকে কপালে ভেবে, সার্ব্বভৌম মহাশয়ের চৈতন্য ধরে এক হ্যাঁচ্‌কা টান দিলাম, ব্রাহ্মণ চিত হয়ে পড়ে সাড়েসতের গণ্ডা বেল্লিক মুখ দিয়ে নির্গত কল্লে ; আমি সিদের বিষয় বিবেচনা করা যাবে বল্লেম, ঠাকুর মহাশয় অমনি জল হয়ে গেলেন।

রাজা। প্রিয় মাধব, তোমায় মনের কথা বল্‌তে কি, আমি বড় রাণীর শোকে অধীর হইচি, আমি সভাতেও যাব না, বিয়েও কর্‌ব না।

মাধ। মহারাজ, কাণ কাঁদেন সোণারে, সোণা কাঁদেন কাণেরে ; চক্রবর্ত্তী ব্রাহ্মণদের তিন পুরুষের মধ্যে একটী বিয়ে হয় না, আপনার বিয়ের নামে দেড় কাহন মেয়ে জুটেচে। আপনি যদি স্পষ্ট বলেন যে বিয়ে কর্‌বেন না, মেয়ের বাজার একবারে নরম হয়ে যায়। মহারাজ, আজ কাল্‌ দর খুব বেড়েচে। আমি ভেবেছিলাম, এইবার অল্প দরে একটা শ্যালেখেগো পাঁটি কিন্‌ব, তা মহারাজ, এগোনো যায় না, বাজার ভারি গরম।

রাজা। শ্যালেখেগো পাঁটি কিরূপ ?

মাধ। আজ্ঞে, এই গন্না-কাটা মেয়ে।

রাজা। মাধব, তুমি যদি যথার্থ বিবাহ কর, আমি উত্তম পাত্রী অন্বেষণ করে তোমার বিয়ে দিই।

মাধ। মহারাজ, মাধবীলতা-বিরহে মাধব কি বেঁচে আছে ? মাধব মরে ভূত হয়েচে, ভূতের কি আর বিয়ে হয় ?

রাজা। মাধবীলতা তোমায় বিয়ে করে নি, বিয়ে কত্তে চেয়েছিল, তুমি তাতেই এই ব্যাকুল ; আর আমি আমার পাটরাণী প্রমদা বিরহে জীবিত আছি, আশ্চর্য্য !

মাধ। মহারাজ,

মনে মনে মিল।
লেগে গেল খিল॥

বিয়ে করি আর না করি, যখন সে আমায় ভালবাস্‌ত, আমি তাকে ভালবাস্‌তেম, তখন বিবাহের বাবা হয়েছিল। (দীর্ঘ-নিশ্বাস) গতানুশোচনা নাস্তি, বিরহ ব্যাটার আজো বিষ-দাঁত পড়ে নি।

রাজা। মাধব, অবলা কি প্রবলা! এমন পাগলের মনকেও বিমোহিত করেচে।

মাধ। মহারাজ, সভায় চলুন।

রাজা। গুরুপুত্র সভাস্থ হয়েচেন?

মাধ। আজ্ঞে, তিনি আগতপ্রায়। আপনার যেমন মন্ত্রী, তেমনি গুরুপুত্র। মন্ত্রীর বুদ্ধিটী বার-হাত কাঁকুড়ের তের-হাত বিচি; এমন প্রকাণ্ড পেট, তবু বুদ্ধির কানা বেরিয়ে থাকে; আর গুরুপুত্র ত মার্‌লে কোঁক্ করেন না, পাছে ক-উচ্চারণ হয়।

রাজা। বোধ করি, তুমি গুরুপুত্রের বিচার দেখনি, গুরুপুত্র সকলকে পরাজয় করেচেন।

মাধব। মহারাজের গুরুপুত্র, বড় বাপের ব্যাটা; উনি সকলকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, ওঁয়াকে ত কেউ কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কত্তে পারে না; যদি কেহ ওঁয়াকে লক্ষ্য করে তর্ক কত্তে চায়, খোসামুদেরা অমনি বলে "এ অতিব্যাপকতা, গজেন্দ্র-গণেশ-গজানন-তর্কপঞ্চাননের পুত্রের সহিত তর্ক কাহারো সম্ভবে না।" মহারাজ, পরীক্ষা করা সহজ, দেওয়াই কঠিন। বাঁধা বাঘের ল্যাজ টান্‌লিই যদি বাঘ-মারা হয়, তবে গুরুপুত্র সকল পণ্ডিতকে পরাজয় করেচেন। মহারাজ, তর্কালঙ্কার মহাশয় আমারে বলেচেন, গুরুপুত্র কিছুই জানেন না, কেবল সভার দিন খুঁজে খুঁজে, হাতে বহরে লম্বা, আসর-গরম-করা, গোটাকতক কথা শিখে আসেন, তাই আওড়ান, আর সকল লোকে ধন্য ধন্য করে।

রাজা। তুমি এত সংবাদ কোথায় পাও?

মাধ। মহারাজ, আমার কাছে মেকি চালান ভার। সভায় চলুন, শুভ কর্ম্মে বিলম্ব কত্তে নাই।

[মাধবের প্রস্থান।

রাজা। যে মনোমোহিনী বিনে বিমনা এ মন,
সনীর নয়ন সদা, সরে না বচন;

সে বিনে সান্ত্বনা এ মনে কেমন করি,
কেশরী-কামিনী বিনে কে তোষে কেশরী ?
প্রাণ পরিহরি পাপ করি পরাভূত ;
মনোবেদনার বৈদ্য বিভাকরসুত।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

জলধর, বিদ্যাভূষণ, বিনায়ক, পণ্ডিতগণ,
ঘটকগণ ইত্যাদি আসীন।

বিনা। গুরুপুত্রকে সংবাদ পাঠান যাক্।

বিদ্যা। মহারাজের আস্‌বের সময় হয়েচে, গুরুপুত্রের এই সময় আসাই কর্ত্তব্য।

মাধবের প্রবেশ।

মহারাজের আস্‌বের বিলম্ব কি ?

মাধ। আর বিলম্ব নাই।—মন্ত্রিমহাশয়, পেট গুড়িয়ে নেন, পেট গুড়িয়ে নেন, মহারাজ আস্‌চেন।

বিদ্যা। এত বিলম্ব হওয়ার কারণ কি, শরীর ত কোনরূপ পীড়ায় আচ্ছন্ন হয় নি ? "শরীরং ব্যাধিমন্দিরং"।

বিনা। মহারাজ শারীরিক উত্তম আছেন, কিন্তু মানসিক বড় অসুখী।

প্রথম পণ্ডিত। "চিন্তা জ্বরো মনুষ্যাণাং"—প্রাণাধিকা সহধর্ম্মিণীর বিরহটা অতিপ্রচণ্ড, মহারাজ অন্তঃকরণে অসুখী হবেন, আশ্চর্য্য কি ? ভার্য্যার বিয়োগে গৃহশূন্য বলে।

জল। অসারে খলু সংসারে,
সারং শ্বশুরকামিনী।

যা হক্, এখন পুরাতন অনল তোলা কর্ত্তব্য নয়।

বিদ্যা। শোক-সংবরণ-পূর্ব্বক পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহে মহারাজের মনস্তুষ্টি করা কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয় পণ্ডিত। পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা
পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনঃ।

রাজার পুত্র নাই, সুতরাং বিবাহ করা কর্ত্তব্য।

প্রথম পণ্ডিত। পুং-ত্র পুত্র, পুং নামে যে নরক আছে, তাহা হইতে কেবল পুত্রের দ্বারাই ত্রাণ হয়, এইজন্য পুত্র না থাক্‌লে, দ্বিতীয় পক্ষেই হউক, আর তৃতীয় পক্ষেই হউক, বিবাহ করা কর্ত্তব্য।

মাধ। বিবাহ তৃতীয় পক্ষে
সে কেবল পিত্তি রক্ষে।

বিদ্যা। মাধব, স্থিরোভব।

গুরুপুত্রের প্রবেশ।

জল। প্রভুর আগমনে সভা পবিত্র হল, প্রভুর চরণরেণুতে মনের গাড়ু মাজ্‌লে খুব ফর্‌সা হয়।

গুরু। মহারাজের আস্‌বের বিলম্ব কি?

বিদ্যা। আগতপ্রায়।

প্রথম পণ্ডিত। কিরূপে অনুমান কল্লে, ওহে ও বিদ্যাভূষণ, কিরূপে অনুমান কল্লে?

বিদ্যা। কেন না হবে, যেহেতু "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এই হচ্চে ন্যায়শাস্ত্রের শিরোভাগ অনুমান খণ্ড, ইহাতে সন্দেহ কি?

প্রথম পণ্ডিত। অত্র কো ধূমঃ কো বা বহ্নিঃ?

দ্বিতীয় পণ্ডিত। আহা, হা, তুমি কিছুই বুঝ্‌লে না, তুমি এতে আবার প্রশ্ন কচ্চো? হস্তিমূর্খের সহিত বিচার!

গুরু। স্থিরোভব, ও তর্কালঙ্কার ভায়া, স্থিরোভব, বিদ্যাবাগীশকে বুঝায়ে দাও।

প্রথম পণ্ডিত। তর্কালঙ্কার সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ কত্তে যান।—তুমি বোঝ কি হ্যাঁ, কেবল ষাঁড়ের মত তুমি চীৎকার কত্তে পার, ব্যাকরণ জান না, ন্যায়ের বিচার কত্তে এসেচ; আমরা অনেক পড়ে পণ্ডিত হইচি, আজো আমার হাতে ভাতের কাটীর কড়া আছে, আমি তোমার সঙ্গে এক সভায় বিচার করি, তোমার শ্লাঘা জ্ঞান কত্তে হয়—

দ্বিতীয় পণ্ডিত। ওহে ও বিদ্যাবাগীশ, ক্ষান্ত হও, এ স্থলে মাধব ধূম—

প্রথম পণ্ডিত। এই বিদ্যা বেরিয়েচে; মাধব হস্তপদবিশিষ্ট জীব, ধূম অচেতন পদার্থ, মাধব কি প্রকারে ধূম হতে পারে বল দেখি; এত বড অর্ব্বাচীন আর আছে।

গুরু। চেঁচাও কেন, শোন না। তর্কালঙ্কার, কি বল্‌ছিলে বল।

দ্বিতীয় পণ্ডিত। বিদ্যাবাগীশ, তোমাকে ভাল জ্ঞান ছিল, আজ জান্‌লেম, তুমি অতি অপদার্থ।

প্রথম পণ্ডিত। কি বল্‌ছিলে বল।

দ্বিতীয় পণ্ডিত। এ স্থলে মাধব ধূম, রাজা বহ্নি, মাধবের আগমনেই রাজার আগমন উপলব্ধি হচ্চে; এ যদি না অনুমান হয়, তবে অনুমান খণ্ডটা ভাগাড়ে ফেলে দাও, আর তার সঙ্গে তুমিও যাও।

গুরু। তর্কালঙ্কার, আরে ও তর্কালঙ্কার, বিবাদের প্রয়োজন কি? আমি একটা শ্লোক বলি।

দ্বিতীয় পণ্ডিত। আজ্ঞা করুন।

গুরু। ভূতবাসরঃ, যোজো ঘণ্টা, কেলিকুঞ্চিকা, ভিন্দিপালঃ। তন্ন তন্ন করে মীমাংসা কর।

প্রথম পণ্ডিত। এমন শ্লোক ইতিপূর্ব্বে শ্রুতিগোচর হয় নাই।

বিদ্যা। আহা! স্বর্গীয় গজেন্দ্র গণেশ গজানন তর্কপঞ্চাননের ঘরে ন্যায়শাস্ত্রটা পুনর্জীবিত হয়েচে, মূর্ত্তিমান বিরাজ কচ্চে; এমন শ্লোক কি আর কোথায় পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় পণ্ডিত। শ্লোকটা আর একবার পাঠ করুন।

গুরু। ভূতবাসরঃ, যোজো ঘণ্টা, কেলিকুঞ্চিকা, ভিন্দিপালঃ।

দ্বিতীয় পণ্ডিত। (স্বগত) বিদ্যাবাগীশকে ভাগাড়ে না পাঠিয়ে, গুরুপুত্রকে পাঠাইলে ভাল হত। (প্রকাশে) আজ্ঞা, আমি মর্ম্মই গ্রহণ করিতে অশক্ত, কোন অর্থই সংগ্রহ হয় না, আপনি কোন শব্দ ত্যাগ করে বলেন নি ত ?

বিদ্যা। এ কেমন কথা, এ কেমন কথা, (জিব কেটে ঘাড় নেড়ে) গজেন্দ্র গণেশ গজানন-নন্দন, দ্বিতীয় দ্বৈপায়ন, ইনি যদি ভ্রান্তিক্রমে কোন শব্দ ত্যাগ করেন, সে শব্দ ত্যাগেরি যোগ্য।

গুরু। তর্কালঙ্কার কবিতার গভীর ভাবগ্রহণে পরাঙ্মুখ, ব্যাপকতায় পারদর্শিত্ব প্রকাশ কচ্চেন।

দ্বিতীয় পণ্ডিত। মহাশয়, কবিতার যে গভীর ভাব, ডুবুরী নামাতে হয়—

বিদ্যা। কিও, কিও, তর্কালঙ্কার, গুরুপুত্রের কথায় এই উত্তর!

দ্বিতীয় পণ্ডিত। (জনান্তিকে) গুরুপুত্র বল্লেও হয়, গরুপুত্র বল্লেও হয়।

গুরু। কি হে তর্কালঙ্কার, কি বল্‌চ ?

মাধ। আজ্ঞা, আপনার গুণই ব্যাখ্যা কচ্চেন।

দ্বিতীয় পণ্ডিত। এ শ্লোক মীমাংসা কর্ত্তে গেলে, অনেক বাদানুবাদ কর্ত্তে হয়; আপনার সহিত তর্ক করা সম্ভবে না। যদ্যপি বিদ্যাভূষণ দাদা অগ্রসর হন, তবে এই বিষয়ের বিচার হয়।

মাধ। উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে; বিদ্যাভূষণ মহাশয়, একটা জলপাত্র আন্‌তে বল্‌ব ?

বিদ্যা। ওহে তর্কালঙ্কার, পরাজয় স্বীকার কর, প্রাগল্‌ভ্যের প্রয়োজন নাই।

মাধ। তর্কালঙ্কার মহাশয়, ঢাকের বাদ্য কোন্ সময় ভাল লাগে, জানেন ? যে সময়টী চুপ্ করে। আপনি হার মান্‌লেই যদি ঢাক থামে, তবে আপনি হার মানুন।

প্রথম পণ্ডিত। মহাশয়, আপনার পিতার কুশাসন বহন করে

কত লোক পণ্ডিত হয়েচে, আপনার কাছে পরাজয় স্বীকার করায় অপমান কি? শ্লোকের মীমাংসা আপনিই করুন।

গুরু। ভাল কথা।—"ভূতবাসরঃ, যোজো ঘণ্টা, কেলিকুঞ্চিকা, ভিন্দিপালঃ" ভূতবাসরঃ, যোজো ঘণ্টা, "ভূতবাসর" অর্থে বয়ড়া "যোজো ঘণ্টা" অর্থে হাতীর গলায় ঘণ্টা—"ভূতবাসরঃ, যোজো ঘণ্টা, কেলিকুঞ্চিকা, ভিন্দিপালঃ" কেলিকুঞ্চিকা বলে ছোট শালীকে, অর্থাৎ স্ত্রীর কনিষ্ঠা ভগিনী, "ভিন্দিপাল" অর্থে ডেড়হেতে খেটে, অর্থাৎ ভিন্দিপাল বল্লেই ডেড় হাত লম্বা একটী খেটে বোঝাবে, পাঁচ পোয়াও নয়, সাত পোয়াও নয়। এ সকল অনেক পর্য্যটনে সংগ্রহ করা গিয়াছে; যদি বিশ্বাস না হয়, অমরকোষ আনয়ন কর, একটী একটী কথা মিলিয়ে লও। (পেটে হাত বুলাইয়ে) বাতাস দে রে।

মাধ। মহাশয়, আপনি এঁদের পক্ষে ভয়ঙ্কর ভিন্দিপাল।

রাজার প্রবেশ এবং সিংহাসনে উপবেশন।

বিদ্যা। জগদীশ্বর মহারাজ রমণীমোহনকে চিরজীবী করুন। মহারাজ পূর্ণব্রহ্মের করুণানুকূল্যে সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা করুন, পিতার ন্যায় প্রজা প্রতিপালন করুন, পাপাত্মাদিগের বিনাশ করুন।

গুরু। পরমেশ্বর মহারাজের মঙ্গল করুন। মহারাজের বিবাহের দিন স্থির করা বিধেয়, পাত্রী স্থির হয়েচে, সকলেই বিদ্যাভূষণদুহিতা কামিনীকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া রাজমহিষীর যোগ্য বিবেচনা করিতেছেন।

বিনা। ঘটক মহাশয়েরা যে যে পাত্রী দেখে এসেচেন, তাহা বর্ণনা করিলে ভাল হয়।

রাজা। প্রয়োজনাভাব।

গুরু। লক্ষ কথা ব্যতীত বিবাহ নির্ব্বাহ হয় না, ঘটকেরা যিনি যাহা দেখে এসেচেন, বলুন, সভাস্থ লোক শুনে বিচার করুন।

রাজা। প্রভুর যে অনুমতি।

বিনা। ঘটক মহাশয়েরা অগ্রসর হউন।

প্রথম ঘটক। মহারাজ, আমি পাত্রী অন্বেষণ করিতে করিতে গঙ্গার পশ্চিম পারে গমন করেছিলাম; রাজসভায় কাহারো অবিদি নাই, সেই স্থানেই হরিণপরিহীন-হিমকর-বদনা সীমন্তিনী সম্ভূত হয়, সুবিমল সজীব সরোজিনীর সরোবরই সেই।

মাধ। ঝুমুরওয়ালীরেও ঐ পার হতে আসে। আপনি রাঢ়ে গিয়েছিলেন মেয়ে দেখ্‌তে, যে দেশে কাঁচা কলায়ের ডাল, আর টকের মাচ খায়, সে দেশে আবার ভাল মেয়ে পাওয়া যায়?

প্রথম ঘটক। আপনার ভূগোলবৃত্তান্তে যথেষ্ট দখল; কোথায় গঙ্গার পশ্চিম তীর, কোথায় রাঢ়—

মাধ। এ পিট, আর ও পিট, গঙ্গার পশ্চিম তীরেই রাঢ় আরম্ভ।

প্রথম পণ্ডিত। অন্যায় তর্ক করেন কেন? গঙ্গার পশ্চিম তীর পবিত্র স্থান, তথায় রূপলাবণ্যসম্পন্ন মহিলার অসম্ভাব নাই।

মাধ। যে একটী আদ্‌টী ছিল, তা বিলি হয়ে গিয়েচে।

বিনা। আচ্ছা, ঘটকের বর্ণনা শোনা যাক্‌।

প্রথম ঘটক। গঙ্গার পশ্চিম তীরে ভ্রমণ করিতে করিতে অনেক পাত্রী দেখ্‌লেম, একটীও মনোনীত হয় না, কোন না কোন দোষ পাওয়া যায়। এক রমণীর অতি পরিপাটী রূপ, চপল চন্দোয় পদার্পণ করেচেন, কিন্তু তাঁর গমনটী স্বাভাবিক চঞ্চল; এক সুলোচনা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, প্রীতিপ্রদ পোনেরোয় অবস্থান, কিন্তু তাঁর বচনে মিষ্টতা নাই; এক প্রমদার যেমন গজেন্দ্রগমন, তেমনি মধুর বচন, রূপের ত কথাই নাই, সুমধুর ষোলোয় আর থাকেন না, কিন্তু তাঁর চাওনিটে কেমন কেমন; এক বিলাসিনী গৌরবরঙ্গিণী, কোন পুরুষ তাঁর মনে ধরে না, তিনি এ দেমাক্‌ কল্লেও কত্তে পারেন, তাঁর তরুণ তপনের ন্যায় বর্ণের জ্যোতি, তাঁর শ্রবণায়ত লোচন, কপোলযুগল যেমন কোমল, তেমনি সুন্দর; তাঁর কথার ত কথাই নাই,—বীণার বাদ্য, কোকিলার গীত, তার কাছে মিষ্ট নয়; আদরিণী সগৌরবে সুধার সতেরোয় সাঁতার দিচ্চেন; সুধাংশুবদনীর এক দোষ আছে, সেই দোষে সকল সৌন্দর্য্য বিফল হয়েচে—হাস্‌লে দাঁতের মাড়ী বেরিয়ে পড়ে। এইরূপে একটী দুটী দেখিতে দ্বাদশটী মেয়ে দেখা

হইল, একটীও মহারাজের যোগ্য বিবেচনা হইল না। অবশেষে চন্দনধামে এক সুরূপা, সুশীলা, সুলক্ষণা, সুপণ্ডিতা. সুলোচনা লোচনপথের পথিক হলেন, মেয়ে দেখাতে কত মেয়ে এলো, তার সংখ্যা নাই; কেহ বলে, রাজার বয়স্ কত; কেহ বলে, এমন মেয়ে আর পাবে না; কেহ বলে এ মেয়ের মত লজ্জাশীলা আর নাই; এইরূপে কামিনীগণ ঘটকদিগকে অন্যমনস্ক করিয়া দেয়, তাহারা ভাল মন্দ নির্ণয় করিতে পারে না; আমি মেয়েদের কথায় কাজ ভুলি না, আমি তন্ন তন্ন করিয়া দেখ্‌লেম. এই কামিনী রাজসিংহাসনের যোগ্য, এবং স্থির কর্‌লেম, যদি আর ভাল না দেখা যায়, তবে এই প্রমদাই মহীপতিকে পতিত্বে বরণ কর্‌বেন।

জল। বয়স্ কত?

প্রথম ঘটক। দ্বাদশ বৎসর উত্তীর্ণ হয়েচে।

মাধ। কিছু দিন খড় গোবর চাই।

প্রথম ঘটক। মহারাজ, পরিশেষে রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করে, বিদ্যাভূষণ সভাপণ্ডিত মহাশয়ের তনয়াকে দর্শন কর্‌লেম; মহারাজ, এমন মেয়ে কখন নয়নগোচর হয় নি, পৃথিবীতে এমন মেয়ে কখন জন্মায় নি, বোধ হয়, ভগবতী আবার মানবলীলা করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করেচেন; অথবা রামচন্দ্র কলিতে অবতার হয়েচেন. তাঁহার অন্বেষণে পতিপ্রাণা জানকী অবনীতে প্রবেশ করেচেন। এমন ভুবনমোহন রূপ, এমন সরল ভাব, এমন নম্র প্রকৃতি, কখন দেখা যায় নি; কামিনী কামিনীকুলের গৌরব; কামিনী কামিনীকুলের অহঙ্কার; কামিনী কামিনীকুলের শ্লাঘা। যত রমণী দেখে এসেচি তারা তারা, কামিনী সুধাংশু। কামিনীর হস্ত দুইখানি মৃণাল অপেক্ষাও সুকোমল, অঙ্গুলিগুলি চম্পকাবলী, করতল অতি কোমল, স্বভাবতই অলক্ত-সিক্ত। মহারাজ, এ সকল রাজলক্ষ্মীর লক্ষণ। কামিনী রাজ্ঞী হবেন, তার আর সন্দেহ নাই।

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস) আর কোন ঘটক উপস্থিত আছেন?

দ্বিতীয় ঘটক। মহারাজ, আমি ভ্রমণ করিতে করিতে মহা ভয়ঙ্কর তরঙ্গমালাসঙ্কুল পদ্মা নদী পার হইয়া সত্যবান্ সেনের রাজ্যে উপস্থিত হলেম।

গুরু। আহা! তুমি অতি মনোরম্য স্থানে গিয়াছিলে, সে খানে অনেক ভদ্র লোকের বসতি, কুলীনের বাসস্থানই সেই, সেখানকার রীতি নীতি অতি চমৎকার।

মাধ। সেই ত খয়ে বাঁড়ের দেশ?

গুরু। আহা! এমন কথা কখন বলো না, সত্যবান্ রাজার রাজ্যে বিধবারা তাম্বুল ভক্ষণ করে না, তাহারাই যথার্থ ব্রহ্মচর্য্য করিয়া থাকে।

মাধ। তবে একাদশীর দিন সে খানে অত খই দই বিক্রী হয় কেন?

দ্বিতীয় ঘটক। একাদশীর দিন সেখানে বিধবারা কেহ কেহ খই দই খেয়ে উপবাস করেন, কেহ কেহ নিরম্বু উপবাস করেন।

বিনা। কিরূপ মেয়ে দেখে এসেচেন, তাহা বর্ণনা করুন।

দ্বিতীয় ঘটক। সত্যবান্ রাজার বাড়ীর অনতিদূরে আমি এক পরমা সুন্দরী রমণী দর্শন কর্‌লেম—সুকেশা, সুনাসা, পক্কবিম্বাধরা, পীনপয়োধরা, বিপুলনিতম্বা, কিন্তু রহস্যের বিষয় এই, তিনি ষোড়শী যুবতী, অদ্যাপিও নাকের মধ্যস্থলে একটী নলোক দোদুল্যমান রহিয়াছে, তাহা দেখ্‌লে হাস্য সম্বরণ করা দুষ্কর; আমার হাসি আপনিই এল, মহাগণ্ডগোল উপস্থিত হল, আমাকে মার্‌বের উদ্‌যোগ কল্লে। কেহ বলে, হাস্‌দিলে ক্যান্; কেহ বলে, মাগীবারী আইচো নাহি; কেহ বলে, হালা পো হালারে আড্‌ডা চরে বৈকুণ্ঠে পাডায়ে দেই। মহারাজ, সাবধানের বিনাশ নাই, সেখান হইতে পলায়ন কল্লেম।

মাধ। বাঙ্গালরা কি মাত্তে জানে?

দ্বিতীয় ঘটক। তার পরে ধলেশ্বরীর তীরে একটী বাছের বাছ মেয়ে দেখ্‌তে পেলেম, বালিকাটীর রূপলাবণ্যের তুলনা নাই; লজ্জাশীলা, নম্রা, বিদ্যাবতী। তাঁর নামটী শুন্‌তে বড় ভালও নয়, বড় মন্দও নয়—

মাধ। নামটী কি?

দ্বিতীয় ঘটক। ভাগ্যধরী। নামেতে আসে যায় কি, রূপ গুণ থাক্‌লেই হল; কমলিনীকে অন্য আখ্যায় ব্যাখ্যা করিলে কমলিনীর সৌন্দর্য্য সৌগন্ধ্যের অন্যথা হয় না। বিবেচনা করেছিলেম, এই বালিকাটীই রাজসিংহাসনের উপযুক্ত; কিন্তু সভাপণ্ডিত মহাশয়ের দুহিতা দেখে, আর

কাহাকেই সুবিহিতা বোধ হয় না। কামিনী দেবী কি মানবী, তার নির্ণয় হয় না; কামিনী মরাল-গতিতে গমন করেন, আর একা বেণী পদ চুম্বন করিতে থাকে। কামিনী যার সহধর্ম্মিণী হবেন, তাহারি জীবন সার্থক।

তৃতীয় ঘটক। মহারাজ, আমি দক্ষিণ-পথাভিমুখে গমন করেছিলেম—

মাধ। দোর পর্য্যন্ত না কি।

তৃতীয় ঘটক। আমি কিছু করে আসিতে পারি নাই। মহারাজ, দক্ষিণ দেশের মেয়েরা গাত্রে হরিদ্রালেপন করিয়া থাকে, তাহাতে এমন দুর্গন্ধ জন্মায়, যে অন্নপ্রাশনের অন্ন উঠে পড়ে।

জল। তাহারা সুন্দরী কেমন?

তৃতীয় ঘটক। চোক্ ছিঁড়ে ফেলি—কাল বর্ণ, খাঁট চুল, কোটর চক্ষু, মোটা পেট; যার সাত পুরুষে বিবাহ না করেচে, সেই দক্ষিণে গিয়ে বিবাহ করুক।

মাধ। তবে মন্ত্রি মহাশয়কে পাঠালে হয়।

তৃতীয় ঘটক। একটী পাঁচপাঁচি মেয়ে দেখ্‌লেম, অঙ্গসৌষ্ঠব মন্দ নয়, কিন্তু আবাগের বেটী এম্‌নি কাচা এঁটে শাড়ী পরেচে, আমি অবাক্ হয়ে রইলেম; যে বিদ্যাধরীরে মেয়ে দেখাতে এনেছিলেন, তাঁদেরও কাচা আঁটা। একে মোটা পেট, তাতে কাচা দিয়ে কাপড় পরা, ষোল হাত শাড়ীর কম চলে না। আমি ভেবে চিন্তে দেশে ফিরে এলেম। মহারাজ, বিদ্যাভূষণ-নন্দিনী সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা, কামিনীর তুল্য স্বরূপা রমণী দেবতার দুর্ল্লভ; এমন ধর্ম্মশীলা, সুশীলা, মহিলা দেশে থাক্‌তে, বিদেশে পাত্রী অন্বেষণ বৃথা কালহরণ মাত্র।

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস) কামিনী যাকে মা বলে, সেই ধন্য; কামিনী যাকে পিতা বলে, সেইই সুখী। আমার মন অতিশয় চঞ্চল হয়েচে, অদ্য কোন বিষয় নির্দ্ধারিত হতে পারে না।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

জলধরের কেলিগৃহ।

জগদম্বার প্রবেশ।

জগ। আজ্ তোমারি এক দিন, আর আমারি এক দিন; এই মুড়ো ঝাঁটা মুখে মার্ব তবে ছাড়্ব। পোড়াকপালীর ব্যাটা এতে বিশ্বাস করে, এইই আশ্চর্য্য! তাদের হলো সোমত্ত বয়েস্, ভরা যৌবন, তারা ওঁয়ার রসিকতায় ভুলে দড়োদড়ি ওঁয়ার বৈটকখানায় আস্তে যাচ্চে? পোড়ার মুখ, এই ছলনা বুঝ্তে পারে না, মন্ত্রীর কর্ম্ম করে কেমন করে? সে বার গুণী-গয়লানীকে খামকা একটা কথা বলে কি ঢলানটা ঢলালে; কত মিনতি করে, পায় হাতে ধরে, চুপ্‌চাপ্ করিয়ে দিলেম। তা ত লজ্জা নাই, বিচি উলে গেলে আর ত মনে থাকে না। রাগের মাতায় যা বলি টলি, মালতীকে আমার ভয় হয় না, ও খুব ধীর, শান্ত। আমার ভয় কয়ে ঐ মল্লিকে ছুঁড়ীকে; ছুঁড়ী যেন আগুনের ফুল্‌কি, যার চালে পড়্বে, তার ভিটেয় ঘুঘু চরাবে। (আপনার অঙ্গদর্শন করিয়া) এত বয়স্ হয়েচে, তবু ভাল শাড়ীখানি পরিচি, কেমন দেখাচ্চে; তা তোর যদিই ভাল লাগে, আমারে বল্লিই ত হয়, আমি আবার কালাপেড়ে ধুতি পরি, সিঁতেয় সিঁতি দিই, ঝাপ্‌টা কাটি; মিন্‌সে তা কর্‌বে না, কেবল পাড়ায় পাড়ায় পাক্ দিয়ে বেড়াবে। আমি ঘোমটা দিয়ে চুপ করে বসি; যদি ধত্তে পারি, আজ্ মালতী মল্লিকেকে মা বলিয়ে নেব, তবে ছাড়্ব।

(নেপথ্যে। শিস্ দেওন।)

জগ। আস্‌চে, আমি ঘোমটা দিয়ে বসি। (ঘোমটা দিয়া উপবেশন)

জলধরের প্রবেশ।

জল। মালতী মালতী মালতী ফুল।
মজালে মজালে মজালে কুল॥

মালতি, তুমি যে আমায় এত অনুগ্রহ কর্‌বে, তা আমি স্বপ্নেও জানি না, কিন্তু আমার মনে মনে খুব্ বিশ্বাস ছিল যে, কথা দিয়ে নিরাশ কর্‌বে না—

মরদ্ কি বাত্।
হাতী কি দাঁত॥

আমি এই জন্যে সদাগরকে আরব দেশে পাঠাইবার পথ কর্‌লেম; রাজা একপ্রকার পাগল হয়েচেন, কিছুই দেখেন না, আমি ফাঁক তালে সদাগরের ত্বরিত গমনের অনুমতিপত্রে স্বাক্ষর করে লইচি; যে জিনিস আন্‌বের অনুমতি হয়েচে, সে জিনিসও পাওয়া যাবে না, সদাগরও ফিরে আস্‌বে না। সুতরাং তুমি ঘোমটা খুলে প্রেমসাগরে ডুব দিতে পার্‌বে। তোমার সদাগর দেশান্তর হলেন, এখন আমার জগদম্বার যা হয় একটা হলেই, নির্ভয়ে তোমার যৌবন-নৌকার দাঁড়ী হই। (জগদম্বার কাছে হামাগুড়ি দিয়া গিয়া)

মালতী মালতী মালতী ফুল।
মজালে মজালে মজালে কুল॥

জগ। (ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিয়া) জগদম্বা থাক্‌তে আমার কপালে সুখ হবে না।

জল। বাবা, এক ধাক্কা গেল। মালতি, আমি তোমার লড়ায়ে ম্যাড়া, যদি অনুমতি দাও, এক টুঁতে জগদম্বারে জলসই করি। আহা! তুমি হস্তগত হয়েচ, আর আমারে কে পায়। জগদম্বাকে বিয়ে করে এনিচি, একেবারে বৈতরণী পার কত্তে পার্‌ব না, কিন্তু তার বেঁচে মরা, তোমার মল সাফ্ কর্‌বের দাসী হয়ে থাক্‌তে হবে।

জগ। যদি জগদম্বা আমার কথা না শোনে।

জল। না শোনেন, সাঁড়াশী দিয়ে একটী একটী কাঁচা মূল তুল্‌ব।

—আহা! জগদম্বা আবার সেই মূল-দাঁতে মিসি দেন, লোকে জিজ্ঞাসা কল্লে বলেন, দাঁতের শূলুনী হয়েচে।

জগ। জগদম্বা মলে তুমি কি কর?

জল। একতাল গোবর এনে মুখের একটী ছাপ তুলে নিই;—এমন কোঠর চক্ষু, অমন মণিপুরি নাক, অমন হাব্‌সির অধর, অমন মূল-দন্ত, জগদম্বা মলে আর নয়নগোচর হবে না। সুতরাং একখান ছাপ রাখা কর্ত্তব্য।

জল। জগদম্বা যদি বেরিয়ে যায়?

জল। কি নিয়ে বেরিয়ে যাবেন, সে দিকে তোপ পড়ে পড়ে হয়েচে, তাতে আবার বার-মাস দশ-মাস পেট, লোকে দেখ্‌লে বলে নকুল সহদেবের জন্ম হবে।—মালতি, তুমি আমার মন্দোদরী, এস আমোদ করি, সে সূর্পণখার কথা ছেড়ে দাও।

জগ। তবে তুমি কি তার ভাই?

জল। এক সম্পর্কে বটে।

জগ। তুমি তার কেমন ভাই?

জল। আমি তার ছি-ভাই; এ দেশে এমন মাগ নেই, যে, সময়-বিশেষে স্বামীকে ছি ভাই বলে না।—মালতি, আমি প্রেমের পাঠ-শালায় ক, খ, লিখি, আমি জানি নে, ঘোমটা আমায় খুল্‌তে হবে, কি তুমি আপনি খুল্‌বে।

জগ। ঘোমটা খুল্‌বের সময় হলে আমি আপনিই খুল্‌ব। তোমার কথা শুনে আমার অঙ্গ শীতল হয়ে যাচ্চে।

জল। আমার আর কোন গুণ থাক্, আর না থাক্ রসিকতাটী খুব আছে, মেয়ে মানুষকে কথায় তুষ্ট কত্তে পারি।

জগ। তবে গুণী দেশ মাতায় করেছিল কেন?

জল। তার কারণ ছিল;—তখন আমি জান্‌তাম, মুখ ফুটে বল্‌তে পার্‌লেই মেয়ে মানুষে নিরাশ করে না। আমি আগে কিছু সূত্রপাত না করে, গুণীকে একটা তামাসা করে ছিলাম; ছেলে মানুষ, তামাসা বুঝ্‌তে পারে নি, হিতে বিপরীত করে ফেল্লে।

জগ। তুমি যথার্থ বল, তারে কি বলেছিলে।

জল। মালতি, তোমার কাছে মিথ্যা বল্লে চোদ্দ পুরুষ নরকে যায়। আমি ভাল মন্দ কিছুই বলি নি। এই বাগানের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল, আমি হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেম,'শুগো, তোমার স্বামী দেশে নাই, কোকিলের ডাক কেমন লাগে?' ছোট লোকের মেয়ে, এই কথাতেই কেঁদে ফেল্লে। ছোট লোকের ঘরে সতী থাকে, তা কি আমি জানি? তা হলে কি এমন কথা বলি? এমনই বা কি বলিচি, হেসে উড়িয়ে দিলেত দিতে পাত্ত।

জগ। তোমার জগদম্বা সতী কেমন?

জল। যার সিন্দুকে টাকা নাই, তার চোরের ভয় কি? সে সিন্দুক খুলে শুতে পারে। কিন্তু তা বলে তাকে সাহসী বলা যায় না। জগদম্বার আসিবাবের মধ্যে মূল-দাঁত, আর মণিপুরি নাক; তাই রক্ষা কচ্চেন বলেই তাঁকে সতী বল্‌তে পারি নে। তাঁর মনের ভিতর কি আছে তা জগদম্বাই জানেন। যদি তেমনি তেমনি পুরুষ লাগে, তবে স্ত্রীলোকের সতীত্ব ক দিন রক্ষা হয়? তোমায় দিয়েই কেন দেখ না।

জগ। জগদম্বার উপর তোমার কখন সন্দ হয়েছিল?

জল। আমি এক-গলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে বল্‌তে পারি, কখন হয় নি।—জগদম্বার সতীত্ব মাণিক, তাঁর রূপের গড়ে আটক আছে; যদি কেহ অগ্রেসর হয়, গড়ের দ্বারে দুটী মত্ত হস্তী দেখে ফিরে আসে।

জগ। হাতী এলো কোথা হতে?

জল। বাছার দুই পায়েতে দুটী গোদ।

জগ। (ঘোমটা খুলিয়া) তবে রে আঁটকুড়ীর ব্যাটা, এমনি উন্মত্ত হয়েচ, মাগকে বাছা বল্‌চ, তোমার আদ্ হাত দড়ী যোড়ে না, যে গলায় দাও?

জল। ও মা তুমি! ও মা তুমি! সর্ব্বনাশ করিচি, কেউটে সাপের ল্যাজ মাড়িয়ে ধরিচি। জগদম্বা, রাগ করো না, আমি তোমা বই আর জানি নে—

জগ। (ঝাঁটা প্রহার করিতে করিতে) গোল্লায় যাও, গোল্লায় যাও, গোল্লায় যাও। এমন পোড়া কপাল করেছিলেম, এমন পোড়ার

দশা আমার; আমায় কেন নুণ খাইয়ে মারে নি। আমার আপনার ভাতারের মুখে এমন ব্যাখ্যানা; আমি আজ্ গলায় দড়ী দিয়ে মর্‌ব, আমি আজ্ জলে ঝাঁপ দেব; তোর সংসার নিয়ে তুই থাক্। (ক্রন্দন) আমার সাত জন্ম অধর্ম্ম ছিল, তাই তোর হাতে পড়েছিলেম।

জল। জগদম্বা, তুমি বই আর আমার কেউ নাই, তুমি রাগ করো না, আমি তামাসা করে বলিচি।

জগ। তুমি আর জ্বালান জ্বালিও না, তোমার আর কাটা ঘায়ে নুণের ছিটে দিতে হবে না। আমি মরি ওঁয়ার জন্যে, উনি আমার মুখের ছাপ নেন; উনি সাঁড়াসী দিয়ে আমার মূল-দাঁত তোলেন। সর্ব্বনাশীর ব্যাটা,—রাগেতে গা কাঁপ্‌চে।

জল। আমার কিছু দোষ নাই।

জগ। আবার ঐ মুখে কথা কচ্চিস্; ঝ্যাঁটা গাছ্‌টা গেল কোথায়, আর একবার ভূত-ঝাড়ান ঝড়িয়ে দিই। (ঝ্যাঁটা-গ্রহণ)

জল। জগদম্বা, আমি তোমারে খুব ভালবাসি—

জগ। তোর মুখে ছাই, তোর সর্ব্বনাশ হক্, দূর হ এখান হতে (ঝ্যাঁটার আঘাত দ্বারা জলধরকে ফেলিয়া দেওন)। তোর হাতে পড়ে এক দিনের তরে সুখী হলেম না। আমি মরি পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে ঝগ্‌ড়া করে, উনি তাদের কাছে আমার এমনি নিন্দে করে বেড়ান; ছিক্ লো ছি!—"ভাত দেবার ভাতার নন, নাক কাট্‌বার গোসাঁই"। আমার বারমাস দশ-মাস পেট, আ মর্।

জল। (গাত্রোত্থান করিয়া) জগদম্বা, আমি তোমার মাতায় হাত দিয়ে দিব্বি কর্‌চি, আর কখন কোন দোষ হবে না—(হস্ত বিস্তার করিয়া) আমি শপথ করে বল্‌চি—

জগ। (জলধরের হস্তে ধাক্কা দিয়া) আমি মালতীর দাসী, আমার মাতায় হাত দিয়ে দিব্বি কল্লে তোমার মালতী রাগ কর্‌বে।

জল। জগদম্বা, আমাকে মাপ্ কর, তুমি যা বল্‌বে, আমি তাই কর্‌ব। আমি এই নাকে খত্ দিচ্চি।

[নাকে খত্ দেওন।

জগ। আচ্ছা, মালতী আর মল্লিকেকে মা বলে ডাক্।

জল। হ্যাঁ, তা তুমি বল্লিই হলো।

জগ। আমাকে তুমি বাছা বলেচ, আমার মা বলায় তোমার সম্পর্ক বাদ্‌বে না ; বল, মালতী আমার মা, মল্লিকে আমার মা।

জল। মালতী তোমার মা, মল্লিকে তোমার মা।

জগ। সর্ব্বনাশীর ব্যাটা আমার রাগ বাড়াতে লাগ্‌লো, মা বল্‌বি ত বল্, নইলে মুড়ো ঝাঁটা গালে পুরে দেব।

জল। জগদম্বা, যা হক্, একরকম চুকে বুকে গেল, এখন আর দিন দুই যাক্, তার পর যা হয় তা করা যাবে।

জগ। আমার পোড়া কপাল পুড়েচে, আমি তোমারে আর কিছু বল্‌ব না, আমি আত্মহত্যা করব। (গালে মুখে চড়াইতে চড়াইতে) আমারে সদাই জ্বালায়, সদাই জ্বালায়, সদাই জ্বালায়।

জল। জগদম্বা, রাগ করো না, বলি।

জগ। আচ্ছা, বল।

জল। দুজনকেই বল্‌তে হবে? আজ্ একজনকে বলি, কাল এক-জনকে বল্‌বো।

জগ। (গালে মুখে চড়াইতে চড়াইতে) আমার এই ছিল কপালে, এই ছিল কপালে, এই ছিল কপালে।

জল। বলি—আজ্ মল্লিকেকে বলি, কাল্ মালতীকে বল্‌ব।

জগ। আমি রাঁড় হয়েচি, আমার শাড়ী-পরা ঘুচে গেচে, আমি একাদশী কচ্চি, হাতে আর গহনা রেখিচি কেন? (হাতের পৈঁচে, বাউটি, তাবিজ, খুলে জলধরের গায় ফেলিয়া) এই ন্যাও, এই ন্যাও, এই ন্যাও।

জল। বলি—কি, কি বল্‌তে হবে?

জগ। বল, মল্লিকে আমার মা, মালতী আমার মা।

জল। মল্লিকে আমার মা, মালতী আমার—তাই রে নারে, নাই রে নারে না।

জগ। তোমার মতিচ্ছন্ন ধঁরেচে, (ঝাঁটার আঘাতের দ্বারা

জলধরকে ফেলাইয়া) থাক্ তোর মালতীকে নিয়ে, আমি এখনি মর্‌ব।

[বেগে প্রস্থান।

জল। (গাত্রোত্থান করিয়া) এটা ঝকমারির মাস্থল।—কিসে কি হল, কিছুই জান্তে পাল্লেম না; যা হক্, আর দুই এক দিন না দেখে, সম্পর্ক বিরুদ্ধ করা উচিত নয়।

যে মাটীতে পড়ে লোক, উঠে তাই ধরে;
বারেক নিরাশ হয়ে কে কোথায় মরে?
তুফানে পতিত কিন্তু ছাড়িব না হাল;
আজিকে বিফল হল, হতে পারে কাল।

(নেপথ্যে। তোমার নাক কাট্‌ব, কাণ কাট্‌ব, তোমার নাদা পেটা জলধরকে বলি দেব, তার পর ঘরে দ্বারে আগুণ দিয়ে গলায় দড়ী দেব।)

জগদম্বার পুনঃপ্রবেশ।

জগ। সর্ব্বনাশ হল, সর্ব্বনাশ হল, সদাগর আস্‌চে, তুমি এ দিকে এস, আমার বড় ভয় কচ্চে।

জল। (কাপড় পরিতে পরিতে) তোমার ভয় কচ্চে; আমার হাত পা পেটের ভিতর গিয়েচে, আমি পুকুরের জলে ডুবে থাকি গে।

জগ। পর পুরুষের কাছে রেখে যেও না;—যাও যে! যাও যে! লোকে প্রাণ দিয়ে মাগ রক্ষা করে।

জল। জগদম্বা, আপনি বাঁচ্‌লে বাপের নাম।

[বেগে প্রস্থান।

রতিকান্তের প্রবেশ।

রতি। তবে মালতী, এই তোমার সতীত্ব, এই তোমার ভাল-বাসা!—তোমার দোষ কি, তোমার জেতের স্বধর্ম্ম; তোমরা দাঁড়ে বস,

ছোলা খাও, রাধাকৃষ্ণ বল, আবার মধ্যে মধ্যে শিকল কাট। তুমি যে নেমোকহারামি করেচ, একটী লাটীতে মাতাটী দোফাক করে ফেলি—

জগ। আমি জগদম্বা, আমি জগদম্বা। (ঘোমটা-মোচন)

রতি। রাম! রাম! রাম! (জগদম্বার পদদ্বয় দর্শন করিয়া) না পেত্নী, না, জগদম্বাই বটে।—মল্লিকে আমাকে যথার্থই ক্ষেপায়; আমায় বলে দিলে মালতী এ খানে এসেচে; আমিও তেমনি কাণ-পাতলা, বাড়ী না দেখে ওমনি চলে এলেম।

[রতিকান্তের প্রস্থান।

জগ। একেই বলে চোরের উপর বাট্‌পাড়ি। ভাগ্‌গি পালাই নি, তা হলেই দৌড়ে গিয়ে লাটী মার্‌ত, আর ক্যাঁক করে প্রাণটা বেরিয়ে যেত।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বিদ্যাভূষণের খিড়কির সরোবর

তপস্বিনীর বেশে কামিনীর প্রবেশ।

কামি। এইরূপেই পাগল হয়। রাজরাণীর বেশ করে দেখ্‌লেম, তা আমায় কিছুমাত্র সাজে না, পরে কত যত্নে এই তপস্বিনীর বেশ ধারণ কল্লেম; আহা! এ পবিত্র বেশে আমায় কেমন দেখাচ্চে, আমি আপনার বেশে আপনি মোহিত হচ্চি। আহা সেই নবীন-তাপস-জননী দিবা-যামিনী কেবল জগদীশ্বরের ধ্যান করেন; আমি এই উচ্চ আল্‌সের উপর বসে, সেই দুঃখিনী তপস্বিনীর ন্যায়, একবার নির্ম্মলচিত্তে চিন্তা-মণির ধ্যান করি। (আল্‌সের উপর উপবেশনানন্তর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যান)

বিজয়ের প্রবেশ।

বিজ। (স্বগত) কি মনোহর রূপ! কি অপূর্ব্ব শোভা! তৃষিত নয়ন, জীবন সার্থক কর, বড় ব্যাকুল হয়েছিলে। আহা! প্রাণ আমার

আর ভিতরে থাক্‌তে পারে না, দ্বার মোচন কর বলিয়া, বক্ষে সজোরে প্রহার কচ্চে। প্রাণ, সেই খান হতেই দর্শন কর, সেই খান হতেই পরিতৃপ্ত হও। কামিনী তপস্বিনীর বেশ ধারণ করেচেন; কামিনী পদচুম্বিত কেশে জটা নির্ম্মাণ করেচেন; কামিনী পিঙ্গল বস্ত্রে গাছের বাকলপ্রস্তুত করেচেন; ঘাটের আল্‌সে কামিনীর বেদি হয়েচে। আহা! এবেশে কামিনীর লোকাতীত রূপ-লাবণ্য কি রমণীয় হয়েচে! রাজার উদ্যানে কামিনীকে যেরূপ দেখেছিলেম, তার শতগুণে সুন্দরী দেখিতেছি। আহা! কামিনী যেন স্বয়ং আরাধনা মূর্ত্তিমতী হয়েচেন। কামিনীর এ ভাবের ভাব কি? সেই গোলাপটী কামিনী কেশের উপর রেখেচেন। আমি এই কামিনী-ঝাড়ের অন্তরালে দাঁড়ায়ে কামিনীকে দর্শন করি, ভাবগতিকে ভাব বুঝ্‌তে পার্‌ব। (কামিনী-ঝাড়ের পার্শ্বে দণ্ডায়মান)

কামি। আহা! তপস্বিনী, সেই দুঃখিনী তপস্বিনী, দিনযামিনী এইরূপ ধ্যানে রত থাকেন আহা! তাঁর মন সতত শান্তি-সলিলে ভাস্‌তে থাকে। (দীর্ঘ-নিশ্বাস) জগদীশ্বর!—রে অবোধ হৃদয়! রে ক্ষিপ্ত মন! রে পাগল প্রাণ! কার জন্য ব্যাকুল হতেছ? মনুষ্যকুলে জন্ম গ্রহণ করে দেবতাকে বাঞ্ছা করা পরিতাপের কারণ। এমত অসঙ্গত আশা কখন করো না। তিনি মনুষ্য নন। জননী দেখিবামাত্র বলেচেন, তিনি ব্রহ্মলোক পরিত্যাগ করে তপস্বিবেশে ভ্রমণ করিতেছেন। আমি সেই সময় একবার তাঁর মুখমণ্ডল দেখিতে ইচ্ছা কর্‌লেম, লজ্জায় মুখ উঠ্‌ল না। হে গোলাপ,—(মস্তক হইতে গোলাপ ফুল গ্রহণ)—তোমায় কে চয়ন করেচে? তেমায় কে হাতে করে আমায় দিতে এসেছিল? তুমি তাঁর করকমল স্পর্শ করেচ। আহা! তুমি যখন সেই পদ্মহস্তে অবস্থান করিতেছিলে, আমি দেখ্‌লেম, গোলাপে গোলাপ বিরাজ কচ্চে। গোলাপ, তুমি মলিন হচ্চ কেন? তুমিও কি সেই তেজঃপুঞ্জ তাপসকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হয়েচ? তোমার প্রাণও কি তিনি অপহরণ করে গিয়েচেন? তোমার মনও কি কাননে কাননে তাঁর অন্বেষণ করে বেড়াচ্চে? তোমার চিত্তও কি সেই দুঃখিনী তপস্বিনীকে মা বলে ডাক্‌তে ব্যগ্র হয়েচে? নতুবা তুমি সেই দেবাত্মাকে দর্শনাবধি এই অভাগিনীর ন্যায় শুষ্ক হচ্চ কেন?

গোলাপ, তোমার আশা নীতিবিরুদ্ধ নয়, ফুলের দ্বারাই দেবারাধনা হয়; আমার আশা বিপর্য্যয়।

বিজ। (স্বগত) আমি কি স্বপ্ন দর্শন করিতেছি, না কামিনীর অমৃত-বচনে অন্তঃকরণ পরিতৃপ্ত করিতেছি। কামিনীর চিত্ত কি সরল, কামিনীর স্বভাব কি উদার, কামিনীর প্রণয় কি পবিত্র;—কোথায় রাজরাণী, কোথায় তপস্বিনী; কোথায় স্বর্ণ-সিংহাসনে উপবেশন, কোথায় পর্ণ-কুটীরে বাস; কোথায় সম্ভ্রান্ত মহিলামণ্ডলীর উপর আধিপত্য, কোথায় দুঃখিনী তপস্বিনীর সেবিকা।—মন, স্থির হও, বীণাপাণি আবার বীণায় হস্ত দান করেচেন।

কামি। গোলাপ, তুমি আমার মনোরঞ্জন, তোমায় দেখিলে আমি চরিতার্থ হই; তোমায় দিয়ে আমি মানস-মন্দিরে নবীন জটাধারীর পূজা করি, তিনি প্রসন্ন হয়ে অধীনীকে দেখা দেবেন। (চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ফুলপ্রদান)। কই গোলাপ, দেবতা প্রসন্ন হলেন না, আর কোন্ ফুল দিয়ে তাঁর অর্চ্চনা করি?

কে তোষে কুসুম-কুলে তপস্বীর মন?

বিজয়। (প্রকাশে)

কামিনী, কামিনী-ফুল তপস্বি-রমণ।

কামি। (লজ্জায় নম্রমুখী)।

বিজয়। কামিনী, তোমার মুখচন্দ্র দর্শন করে অবধি আমি পাগলের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছিলাম। তন্মনা হয়ে ভাবিতেছিলাম, কি প্রকারে আর একবার তোমার মুখ-কমল নয়নগোচর করব। কামিনি, একাগ্র-চিত্তে আশা করিলেই আশার সুসার হয়।

কামি। এ আমাদের খিড়কির সরোবর, আপনি এ খানে এলেন কেমন করে?

বিজয়। বিধুমুখি, তোমার জননী আমাকে আস্তে বলেছিলেন; তিনি আমার মার দুঃখের কাহিনী শুনিবার জন্যেই আমাকে আস্তে বলে-ছিলেন। আমি সেই কাহিনী বল্তে যত হক্ না হক্, তোমার মুখ-কমলিনী দেখ্তে তোমাদের ভবনে আস্তেছিলেম। বাটীর অনতিদূরে

শ্রবণ কর্‌লেম, তোমার জননী ও আর আর সকলে রাজবাটী গমন করেচেন; শুনে একেবারে হতাশ হলেম; ইতিমধ্যে জান্‌তে পার্‌লেম,তোমার শরীর অসুস্থ, তুমি বাটীতে আছ; আরও জান্‌লেম, পদ্মিনীনাথ যখন পদ্মিনীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন, সেই সময় তুমি এই সরোবরতীরে ভ্রমণ করে বেড়াও, এইজন্যেই আমি এ খানে আগমন করিচি।

কামি। এ যে আমাদের খিড়্‌কির পুকুর; এ বাগানে ত কখন পুরুষ আসে না; আপনাকে এ খানে দেখে আমার গা কাঁপ্‌চে।

বিজয়। কামিনী, গা কাঁপ্‌বার কোন কারণ নাই; তপস্বীরা বনবাসী, বনচর নয়, তারা অপদেবতাও নয়, দেবতাও নয়।

কামি। হে জটাধারী, সে বিবেচনায় আমার কলেবর কম্পিত হচ্চে না। এখানে পাছে আপনাকে দেখে কেহ কুবচন বলে।

বিজয়। কামিনী, যে যা বলুক, বিচার করে বল্‌বে; আমি রাজরাণীর কাছেও আসি নি, রাজকন্যার কাছেও আসি নি, কোন গৃহস্থ অবলার নিকটেও আসি নি; আমি আমার সহধর্ম্মিণী নবীন তপস্বিনীর নিকট এসেচি।

কামি। (স্বগত) কি লজ্জা! (অবনতমুখী)

বিজয়। হে তপস্বিনি, যদ্যপি চঞ্চল তাপস আপনার কোন অসম্মান করে থাকে, আপনার ধর্ম্ম বিবেচনা করে ক্ষমা করুন।

কামি। তাপসদিগের মন সরলতা পূর্ণ; তাঁরা কখন কাহারো অসম্মান করেন না।

বিজয়। কামিনি, আমি তোমার চিত্তের ভাব অবগত হইচি; আমার অন্তঃকরণের কথা শ্রবণ কর;—তোমার মধুর স্বভাবে, তোমার সুশীলতার, তোমার অকৃত্রিম প্রণয়ে, তোমার অলৌকিক সৌন্দর্য্যে, আমায় মন মোহিত হয়েচে; আমার তীর্থ-পর্য্যটন-কল্পনা দূরীভূত হয়েচে; আমার মন সংসারাশ্রম-সুখ সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতেছে। আমি স্থির করিচি, যদি তুমি আমার জীবন পবিত্র কর, তবে আমি তপস্বীর আচার পরিহার করি, এবং আশ্রমবাসী হই। কামিনী জগদীশ্বরের আরাধনা সকল স্থানেই সমান সম্পাদন হয়; ভ্রমবশতঃ লোকে বলে, সংসারে

থেকে জগদীশ্বরের আরাধনা হয় না। কামিনী, তুমি আমার সহধর্ম্মিণী হলে ধর্ম্মপ্রতিপালনের সহায়তা ব্যতীত ব্যাঘাত জন্মায় না।

কামি। হে তাপস, আমরা অবলা; অবলার প্রাণ অতি কোমল; আনন্দে অবলার মন একেবারে প্রফুল্ল হয়, নিরানন্দে একেবারে অধঃপতিত হয়। আপনার অদর্শনে আমি উন্মাদিনী হয়েছিলেম, আপনার প্রসঙ্গে যদি কোন অসঙ্গত কথা বলে থাকি, মার্জ্জনা করবেন। আমি তপস্বিনীর বেশে ধরা পড়িচি; আমার মনের ভাব অব্যক্ত নাই; অধীনীর বাসনানুসারে আপনার কর্ম্ম কত্তে হবে না; দাসীর মতামত কি, প্রভুর সুখেই সুখী, প্রভুর দুঃখেই দুঃখী; আপনি যখন তপস্বী, আমি তখন তপস্বিনী; আপনি যখন সন্ন্যাসী, আমি তখন সন্ন্যাসিনী; আপনি যখন গৃহী, আমি তখন গৃহিণী; আপনি যখন রাজা, আমি তখন রাণী।

বিজয়। সুমধুর বচনে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হল। কামিনি, তোমার অধরদর্শনাবধি অধীর হয়েছিলেম।

কামি। প্রাণবল্লভ—হে তাপস, আমি আপনার জননীকে দেখিবার জন্য বড় ব্যাকুল হইচি, আমি আপনার বাম পার্শ্বে দাঁড়ায়ে, তাঁকে একবার মা বলে ডাকি আমার বড় ইচ্ছে। প্রাণনাথ, তোমার নিকটে জননী তাঁর দুঃখের কথা বলেন না; তুমি পুরুষ, তা শুনতেও ব্যগ্র হও না; আমি তাঁর মনের কথা বার্ করে নিতে পারব।

বিজয়। প্রাণেশ্বরি, জননী তোমাকে দেখ্‌লে আনন্দিত হবেন, তোমার কাছে তিনি কোন কথাই গোপন রাখ্‌বেন না। প্রাণাধিকে, এখন কিপ্রকারে আমরা প্রকাশ্য পরিণয়ের উপায় করি। জননী আমার তোমার স্বভাব চরিত্রের কথা শুন্‌লে পরম সুখী হবেন, তিনি কখন অমত করবেন না। এখন, তোমার মাতা পিতা কোন আপত্তি না করেন, তা হলেই সর্ব্বপ্রকারে সুখী হই।

কামি। হৃদয়বল্লভ, আমি যখন সে ভাবনা করি, তখন আমার আত্মা-পুরুষ উড়ে যায়। জননী আমার অতি বুদ্ধিমতী, তাঁর উদার স্বভাব; তিনি ঐহিকের সুখ অপেক্ষা পরকালের সুখ বাঞ্ছা করেন; তিনি শারীরিক সুখ অপেক্ষা মানসিক সুখ অনুসন্ধান করেন। আমার

মত জানতে পারলে, তিনি কখন অমত করবেন না। কিন্তু পিতা আমার বামণপণ্ডিত মানুষ; আমাকে মহারাজকে দান করে রাজার শ্বশুর হবেন, এই আশাতেই আহ্লাদিত হয়ে রয়েচেন; এ সংবাদ শুনলে আত্মহত্যা করেন, কি, কি করেন, আমি তাই ভেবে কাতর হচ্চি।

বিজয়। বিধুবদনি, আমি পাছে তোমার পিতার মনোদুঃখের কারণ হই।

কামি। পিতা মায়ের কথা কখন কাটেন না; বোধ করি, মা বিশেষ করে অনুরোধ করলে, অমত করবেন না।—সে যা হয়, পরে হবে, প্রাণবল্লভ, তোমার হস্তে প্রাণ সমর্পণ করলেম, তুমি যেন কখন দাসীকে চরণ-ছাড়া করো না।

বিজয়। পঙ্কজনয়নে, আমার বড় ভয়, পাছে আমা হতে তোমার সরল মনে কোন ব্যথা জন্মে।

কামি। প্রাণবল্লভ, জননী বুঝি এসেচেন, আমায় বাড়ীর ভিতরে না দেখতে পেলে এই দিকে আসবেন।

বিজয়। আদরিণি, আমি তোমার কাছে বসে সব ভুলে গিইচি; আমি কেবল অনিমিষলোচনে ঐ মুখচন্দ্র দেখ্‌তেচি; কিন্তু আমার এ ক্ষণে বিদায় লওয়াই বিধি; এই অঙ্গুরী তোমার অঙ্গুলীতে দিয়ে যাই। (অঙ্গুরীয়-দান)

কামি। তোমায় মা আসতে বলেছিলেন।

বিজয়। কামিনি, সে কথা তোমার মনে করে দিতে হবে না, সে কথা আমার মনে গাঁথা রয়েচে; আমি কাল্ আবার আসব;—তবে যাই।

কামি। "যাই" অপেক্ষা "আসি" শুনতে বেশ।

বিজয়। (কামিনীর হস্ত ধরিয়া) তবে আসি। (কিঞ্চিৎ গমন) প্রাণাধিকে, একটী কথা জিজ্ঞাসা করে যাই, কাল্ কখন্ আসব?

কামি। কাল্ বিকালে এসো।—জননী বুঝি আসচেন—

বিজয়। আমিও চল্লেম, প্রেয়সি, সুধা ফেলে যেতে পারি নে। শশিমুখি, প্রাণ রইল প্রাণের কাছে।

[প্রস্থান।

কামি। প্রাণনাথ বাগানের বার্ হন নাই, মন এর মধ্যে এত ব্যাকুল, এখন সমস্ত রাত্রি যাবে, কাল্ সমস্ত দিন যাবে, তবে প্রাণনাথের দেখা পাব। জননী শুনে কি বল্‌বেন তাই ভাব্‌চি; জগদীশ্বর বিপদ্ উদ্ধারের কর্ত্তা।

[কিঞ্চিৎ গমন।

সুরমার প্রবেশ।

সুরমা। হ্যাঁ মা কামিনী, সন্ধ্যাকালে একাকিনী পুকুরের ধারে বেড়াচ্চ? একে এই গাটা কেমন কেমন করেচে।—ওমা! এ কি বেশ হয়েচে! অবাক!

[সলাজে কামিনীর প্রস্থান।

আমি যা ভেবেছিলাম তাই। আমি মল্লিকে মালতীকে তখন বলিচি, বিজয় কামিনীর শুভদৃষ্টি হয়েচে, পরস্পরের মনে প্রণয়ের সঞ্চার হয়েচে। না হবে কেন? অমন নবীন অপরূপ রূপ দেখ্‌লে, কার মন না মোহিত হয়? বাছার যেমন বর্ণ, তেমনি গঠন, কথাগুলিন মধুমাখা। শত্রুমুখে ছাই দিয়ে আমার কামিনীরও মুনিমনোহর রূপ। যদি আমার অনুধাবন যথার্থ হয়, তবে বিজয় কামিনীর বিয়ে দেব কেউ রাখ্‌তে পার্‌বে না; পৃথিবী শুদ্ধ লোক এক দিকে, আর আমি একা এক দিকে। কামিনী লজ্জায় কারো কাছে কিছুই বলে না; আমি আপনিই জিজ্ঞাসা কর্‌ব।—আমার কামিনী রাজরাণী না হয়ে তপস্বিনী হবে? তা মনে কল্লে আমার হৃদয় যে বিদীর্ণ হয়। তপস্বী কি আশ্রমবাসী হবেন না, আমি কি তাঁর জননীর মত্ কত্তে পার্‌ব না!

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রতিকান্তের শয়নঘর।

মালতী ও মল্লিকার প্রবেশ।

মাল। তুই ভাই, ভিতরে ভিতরে এমন রঙ্গ করিচিস্; কিন্তু, ভাই, একটা কাটাকাটি না হয়ে যে অম্‌নি অম্‌নি গেচে, সুখের বিষয়। উনি যে রাগী, জগদম্বা যে আস্ত মাতা নিয়ে গেচে, তার বাপের ভাগ্যি।

মল্লি। মাগী যে গালাগালি দেয়, ভাব্‌লেম, এই যাত্রায় কিছু হয়ে যায় যাক্।

মাল। আমি ওঁরে আজ্ সব খুলে বলি; এর একটা প্রতীকার করুন। জানি কি ভাই, মেয়ে মানুষের চরিত্র চীনের কাগচ, জলের ছিটেয় গলে যায়; কোন্ দিন কে কি রটিয়ে দেবে।

মল্লি। তা হলে আমোদ বন্ধ হয়।

মাল। ভাই, গৃহস্থের মেয়েদের এই আমোদে আপদ্ ঘটে।

মল্লি। বোধ হয়, এ ঝ্যাঁটার পর আর আস্‌বে না।

মাল। পাগলের কি জ্ঞান জন্মায়? রাজমন্ত্রী বটে, কিন্তু এক কড়ার বুদ্ধি নাই। পোড়ার-মুখ মিন্‌ষে ভাবে, উনি রাজি হলেই অর্দ্ধেক কর্ম্ম গোচাল।

রতিকান্তের প্রবেশ।

মল্লি। সদাগর মহাশয়, জগদম্বা আপনাকে ডেকেচে।

রতি। (দীর্ঘ নিশ্বাস) শনিবারের আর চারি দিন আছে।

মাল। কেন নাথ, তোমায় এমন দেক্‌চি কেন? তুমি মল্লিকের কথায় উত্তর দিলে না; তোমার বিরস বদন হয়েচে; আমি কি কোন অপরাধ করিচি?

রতি। মালতি, তুমি সহস্র অপরাধ করিলেও আমার বিরস বদন হয় না। যাতে আমি নিরানন্দ হইচি, তা এতেই প্রকাশ হবে (পত্রদান)।

মাল। এ যে রাজার মোহর, রাজার স্বাক্ষর।

মল্লি। দেখি দেখি,—(পত্র-গ্রহণ)—বস্ ভাই,আমি পড়ি—(পত্র-পাঠ)

সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রীরতিকান্ত সদাগর
কুশলালয়েষু

যেহেতু অপ্রকাশ নাই, যে মহারাজ রমণীমোহন রাজকার্য্য পরিহার-পুরঃসর সতত নির্জ্জনে ক্ষিপ্তের ন্যায় রোদন করেন। রাজ-কবিরাজ দক্ষিণ-রায় ব্যবস্থা দান করিয়াছেন, আরব-দেশোদ্ভব "হোঁদোল কুঁৎকুঁতে"র বাচ্ছার তৈল সেবন করিলে, মহারাজের রোগের প্রতীকার হইতে পারে। অপ্রকাশ নাই যে, আরব দেশ ভিন্ন অন্য স্থানে হোঁদোল কুঁৎকুঁতের বাচ্ছা পাওয়া যায় না। অতএব তোমাকে লেখা যায়, এই অনুমতি-পত্র প্রাপ্তিমাত্র তুমি আরব দেশে গমন করিবে; আর যত দিন হোঁদোল কুঁৎকুঁতের বাচ্ছা না প্রাপ্ত হও, তত দিন রাজ্যে প্রত্যাগমন করিবে না। আগামী শনিবারের সূর্য্যাস্তের পর তোমাকে এ নগরে যদি কেহ দেখিতে পায়, তোমাকে রাজ-বিদ্রোহী বলিয়া গণ্য করা যাইবে ইতি।

যদি এ স্বাক্ষর মহারাজের হয়, তবে তিনি যথার্থই ক্ষিপ্ত হয়েচেন।

রতি। আমার বিরস বদনের কারণ শুন্‌লে। মালতি, আমি তোমায় ছেড়ে কেমন করে এত দিনের পথ যাব, আর ফিরি কি না সন্দেহ। হোঁদোল কুঁৎকুঁতের নাম শুনি নি, হোঁদল কুঁৎকুঁতে কোথায় পাব; আমার সর্ব্বনাশের জন্যেই হোঁদোল কুঁৎকুঁতের নাম হয়েছে।

মল্লি। আমি হোঁদোল কুঁৎকুঁতের বাচ্ছা দেখিনি কিন্তু ধাড়ী দেখিচি; যদি বল, আমি ধাড়ী হোঁদোল কুঁৎকুঁতে ধরে দিতে পারি।

রতি। মল্লিকে, এ কি তামাসার সময়; কারো সর্ব্বনাশ, কারো পরিহাস। যার নাম কেহ শুনে নি, তুমি তার ধাড়ী ধরে দিতে পার।

মল্লি। যথার্থ বল্‌চি, আমি হোঁদোল কুঁৎকুঁতে দেখিচি; হোঁদোল কুঁৎকুঁতের উপদ্রবে পাড়ার মেয়েরা ঘাটে যেতে পারে না।

মাল। মল্লিকে যা বল্‌চে মিথ্যে নয়।

রতি। তুমিও বিদ্রূপ কত্তে লাগ্‌লে।

মাল। আমি যখন তোমার দুঃখে আমোদ কচ্চি, তখন অবশ্যই কোন কারণ থাক্‌বে।

মল্লি। সদাগর মহাশয়, আমার কাছে নিগূঢ় কথা শুনুন।—মন্ত্রী জলধর ঘাটের পথে আমাদের ত্যক্ত করেন, আমাদের দেখে হাঁসেন, গান করেন, কবিতা আওড়ান; আমরা তাঁকে জব্দ কর্‌বের জন্যে মিছি মিছি রাজি হয়ে, তাঁর বৈটকখানায় যেতে স্বীকার করেছিলেম; তার পর জগদম্বাকে আমাদের বদলে পাঠিয়ে দিয়েছিলেম; তার পর যা, তা তুমি জান। এক্ষণে মন্ত্রিমহাশয় তোমাকে কোন রকমে বিদেশে পাঠায়ে দিয়ে, মালতীর উপর উপদ্রব কর্‌বেন। রাজা মনস্তাপে অধীর হয়েচেন, যে যা লয়ে যায়, তাই স্বাক্ষর করেন। এ অনুমতি-পত্র মন্ত্রী করেচে, রাজা কিছু জানেন না।

রতি। বটে বটে, আমি এখনি সেই নাদাপেটার মাতা কাট্‌ব, না হয় তাতে মহারাজ প্রাণদণ্ড কর্‌বেন।

মাল। তুমি এমন উতলা হলে, হিতে বিপরীত হয়ে উঠ্‌বে। আমরা যা বলি, তাই কর; রবিবারে রাজাজ্ঞাও পালন হবে মন্ত্রীও শাসিত হবে।

রতি। মালতি মল্লিকে মিলে আকাশের চাঁদ ধত্তে পারে, হোঁদোল কুঁৎকুঁতে ধর্‌বে, আশ্চর্য্য কি; কিন্তু দেখ যেন কেহ আমার মস্তকে হস্তক্ষেপ না করে।

মল্লি। তোমার কোন ভয় নাই; তুমি একখানি লোহার খাঁচা প্রস্তুত করো, আর সব আমরা কর্‌ব।

মাল। খাঁচার দ্বারটী খুব বড় হয়, যেন মানুষ অক্লেশে যেতে আস্‌তে পারে।

রতি। বুঝিচি, বেশ পরামর্শ করেচ, আমি কাল্‌ই খাঁচা এনে দেব; কিন্তু রবিবারে হোঁদোল কুঁৎকুঁতে না পেলে আমার নিস্তার নাই।

[প্রস্থান।

মাল। ওলো, রাজার বিয়ের কি হল ?

মল্লি। কামিনী কাজ গুচিয়েচে, এখন যা করে জগদম্বা।

মাল। যথার্থ কথা বল্‌তে কি, কামিনী যেমন মেয়ে, তপস্বী তেমনি পাত্র ; আমার যদি মেয়ে থাক্‌ত, আমি বিজয়কে দান কত্তেম।

মল্লি। মেয়ে নাই, মেয়ের মাকে দান কর।

মাল। মল্লিকে, তুমিই না বলেছিল, আপনার মন দিয়ে পরের মন জানা যায়।

মল্লি। হ্যাঁ, তোমার গলা ধরে বল্‌তে গিয়েছিলেম।

মাল। সুরমার আর ছেলে পিলে নাই ; বিজয় যদি এ খানে ভরা-ভর দেয়, তা হলে বিয়ে দিলে ক্ষতি নাই।

মাল। সুরমার আর কেহ নাই, কাজেই জামাই ঘরে রাখ্‌তে হবে।

মল্লি যা হক্, এখন দুই হাত এক হলে আমি বাঁচি, কামিনী মাগ্‌খেক ভাতারের হাত হতে রক্ষা পায়।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বিদ্যাভূষণের বাটীর প্রাঙ্গণ।

বিদ্যাভূষণ এবং সুরমার প্রবেশ।

সুর। তোমার মত নিষ্ঠুর হৃদয় আর কারো নাই; তোমারি মান বাড়ুল, মেয়ের কি সুখ হল?

বিদ্যা। সুরমে, তুমি এমন বুদ্ধিমতী হয়ে এমন কথাটা বল্লে; মেয়ের সুখের সীমা নাই। লোকে মেয়েকে আশীর্ব্বাদ করে,—রাজ্যেশ্বরী হও, মুক্তার মালা গলায় দাও, পাটের শাড়ী পরিধান কর, পাঁচ জনকে প্রতিপালন কর; যাহা উল্লেখ করে মেয়েরে লোকে আশীর্ব্বাদ করে, আমি কামিনীর জন্যে সেই সকল সংগ্রহ করিচি; আরো মেয়ের সুখ হল না।

সুর। তোমায় আমি আর কত বুঝাব; তোমার মত যার বয়েস্, যে এমন জগদ্ধাত্রী বড় রাণী সত্ত্বে আবার বিয়ে করেছিল, যে ভ্রমেও একবার বড় রাণীকে দেখ্‌ত না, যে অবশেষে স্ত্রীহত্যা পুত্রহত্যা করেচে, সে কি কখন আমার কামিনীকে সুখী কত্তে পারে? তুমি ভট্টচার্য্য ব্রাহ্মণ, লোভেতে অন্ধ; কিসে কি হয় কিছুই দেখ না; রাজার নাম শুনেই উন্মত্ত হয়েচ; আমার কামিনী গালার চুড়ী পরে মনের সুখে থাক্।

বিদ্যা। রাজা আর দুই বিয়ে কর্‌বেন না।

সুর। করুন আর না করুন, আমার কামিনীকে পাবেন না। তোমার এত ভাবনা কি; যে বিষয় করেচ, দশটা সংসার প্রতিপালন হতে পারে। দশটা নয় পাঁচটা নয়, একটা মেয়ে, তাকে কি তুমি পুষ্‌তে পার্‌বে না? একটী ভাল ছেলে দেখে কেন বিয়ে দিয়ে রাখ না; তুমি তা কর্‌বে না। তা কল্লে যে আমি সুখী হব।

বিদ্যা। আচ্ছা, আচ্ছা, একটা কথা বল্‌ছিলাম কি,—রাজা অতিশয় ব্যগ্র হয়েচেন।

সুর। বড় রাণীকে বিয়ে কর্‌বের সময়েও এমনি ব্যগ্র হয়েছিলেন। তুমি আর ও কথা কেন তোল; দুটো দুটো মেয়ে যে বরে খেয়েচে, মাওড়া মেয়ে নইলে, সে বরের বিয়ে হয় না।

বিদ্যা। আমাকে লোকে দেখ্‌লেই বলে, বিদ্যাভূষণের সার্থক জীবন, রাজশ্বশুর হলেন।

সুর। তুমি রাজবাড়ী যাচ্চ যাও; আমায় যদি অমন করে জ্বালাও, আমি এই দণ্ডে মেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ী যাব। তারা আমাদের দুজনকে খেতে দিতে পার্‌বে; পেটে স্থান দিয়েচে, হাঁড়ীতেও স্থান দিতে পার্‌বে।

বিদ্যা। আমি চল্লেম তবে, মন্ত্রীকে বলি গে, ব্রাহ্মণীর মত হয় না; অন্য কোন মেয়ে এনে রাজমহিষী কর; মেয়ের অভাব কি, কত কত দেবকন্যা উপস্থিত আছে।

সুর। তুমি আমায় যেমন ত্যক্ত কচ্চ, তুমি দেখ্‌বে, তোমায় জিজ্ঞাসা কর্‌ব না, বাদ কর্‌ব না, আমি সেই তপস্বীর সঙ্গে কামিনীর বিয়ে দেব।

বিদ্যা। না, না, সহসা সেটা করো না; সে তপস্বী নয়, তাকে আমি দেখিচি, সে হাঘরেদের ছেলে। আমি আর কিছু বল্‌ব না, আমি চল্লেম।

[প্রস্থান।

সুর। লজ্জাবনতমুখী কামিনী আমায় স্পষ্ট কিছু বল্লেন না, কিন্তু আমি বাছার অন্তঃকরণের ভাব জান্‌তে পেরিচি। জগদীশ্বর! কামিনী আমার হৃদয়াকাশের একমাত্র শশধর, তোমার কৃপায় কামিনী যেন যাবজ্জীবন সুখী হয়; বিজয় যেন আশ্রমবাসী হতে অমত না করেন।

কামিনীর প্রবেশ।

কামি। মা, আমি একটী কথা বলি; কথাটী শুন্‌বেন ত, রাগ কর্‌বেন না ত?

সুর। তোমার কোন্ কথায় আমি রাগ করেচি মা?

কামি। মা, নাপ্‌তেদের শৈল বেলে পাতরে ভাত খায়: আমি বলে ছিলাম, শৈল, যদি ভাল পড়া বল্‌তে পার, তোমায় একখানি থাল দেব। মা, সেই দিন হতে সে এমন মন দিয়ে পড়্‌চে, দুই মাসের মধ্যে একখানি পুস্তক সায় করেচে। হ্যাঁ মা, তাকে আমার ছোট থালাখানি দেব?

সুর। হ্যাঁ মা কামিনি, এই কথার জন্যে তুমি এত ভীত হয়েছিলে? সে থালাখানি তোমার মামা আদর করে দিয়েছিলেন, সেখানি তুমি শ্বশুর বাড়ী নিয়ে যেও; তার চেয়ে আর একখানি ভাল থাল তাকে দাও গে।

কামি। তবে যে থালাখানি রথের সময় কিনেছিলাম, সেইখানি দিই গে। দেখ মা, শৈল এমন মিষ্টি কথা কয়, এমন কখন শুনি নি; শৈল যেন পটের ছবিটী; সাত বছরের মেয়েটী বাড়ীর কত কাজ করে।

সুর। কামিনি, তোমার কাছে এখন কটী মেয়ে পড়ে মা?

কামি। সুলোচনা শ্বশুরবাড়ী গেচে; এখন পাঁচটী মেয়ে পড়ে। সুলোচনা শ্বশুরবাড়ী যাবার সময়, আমার ভাল শাড়ীখান তারে দিলেম, সুলোচনা কত আহ্লাদ কল্লে; সুলোচনার মা কত আশীর্ব্বাদ কত্তে লাগ্‌ল। দেখ মা, এরা দুঃখিনী, পুরাণ শাড়ীখানি পেয়ে এত আহ্লাদ।

সুর। সুলোচনা তোমায় মা বলে ডাক্‌ত?

কামি। সুলোচনা মা বল্‌ত; এরাও আমাকে মা বলে ডাকে।

সুর। (ঈষৎহাস্য-বদনে) মেয়ে শ্বশুরবাড়ী গেল, কিন্তু মার বিয়ে হল না।—ও মা কামিনি, তোমার আঙ্গুলে এ অঙ্গুরী এল কোথা হতে? এ যে অমূল্য নিধি।—(হস্ত ধারণ করিয়া) দেখি দেখি, তোমায় এ অঙ্গুরী কে দিলে মা? আমি যে এ আংটিটী তপস্বীর হাতে দেখেছিলেম। তপস্বী দিয়েচেন না কি? চুপ করে রইলে যে বাছা? (স্বগত) তবে আর বিবাহের বাকি কি? (প্রকাশে) এ ত সাধারণ লোকের আভরণ নয়, তপস্বীর তনয় এমন অঙ্গুরী কোথায় পেলেন? (অঙ্গুরীয় গ্রহণ করিয়া অবলোকন)

বিজয়ের প্রবেশ

সুর। এস, বাবা এস।

বিজ। মা গো, আমি কাল্ এখানে এসেছিলেম ; আপনি রাজ-বাড়ী গমন করেছিলেন।

সুর। বাবা, তা আমি জান্‌তে পেরিচি।

বিজ। মা, তোমার কামিনী তাপসের যথেষ্ট অতিথিসৎকার করে-ছিলেন ; মা, আমি কামিনীর অতিথিসৎকারে পরিতৃপ্ত হইচি।

সুর। বাছা, আমার কামিনী তোমাকে অসুখী করে নি, তার প্রমাণ এই—(অঙ্গুরীয়-প্রদর্শন)

কামি। মা, আমি বালিকাদের কাছে যাই।

[প্রস্থান।

সুর। বাছা, তোমার মত সুপাত্রে কন্যা দান কত্তে প্রাণ প্রফুল্ল হয়; বাছা, কামিনী আমার একমাত্র সন্তান, কামিনী তোমার দেবতা-বাঞ্ছিত রূপ-গুণে মোহিত হয়ে, রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করে, তপস্বিনী হয়েচেন; আমি তাতে অতিশয় সুখী হয়েচি। কিন্তু বাছা, আমার এক ভিক্ষা ; বাছা, তুমি তার সুসার করিলেই কৃতার্থ হই।

বিজ। জননি, বোধ করি, কামিনী আপনাকে সকল পরিচয় দিয়েচেন।

সুর। না বাছা, কামিনী আমায় বিশেষ কিছুই বলেন নি ; কিন্তু কামিনীর মৌনভাব, লজ্জা-নম্র মুখ, তপস্বিনীর বেশ, আর এই অঙ্গুরী, আমাকে সকল পরিচয় দিয়েচে।

বিজ। মা, আমি কামিনীর সুখ-সম্পাদনে দীক্ষিত হলেম ; আপনি যে অনুমতি কর্‌বেন, আমার দ্বারায় তৎক্ষণাৎ সম্পাদিত হবে।

সুর। বাবা, কামিনী-কমলিনী তোমার হাতে অর্পণ করিচি, তুমি কামিনীকে বনে নে গেলেও নে যেতে পার ; কিন্তু বাছা, আমার ইচ্ছে এই, তোমার জননীর মত্ করে তুমি আশ্রমী হও ; হয় এই দেশেই বাস

কর, নয় তোমার পিতৃপিতামহের দেশে বাস কর। বাছা, তুমি যে রত্ন কামিনীকে দান করেচ, তোমার জননী কখনই জন্ম-তপস্বিনী নন।

বিজ। মা, আমার মা আশ্রমে থাক্‌তে স্বীকার করেচেন; কিন্তু কোথায় বাস কর্‌বেন তার কিছুই স্থির নাই; হয় ত বা এখানেই থাকা হয়।

সুর। তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক, বাছা, আমি আজ্ চরিতার্থ হলেম; কামিনীর কল্যাণে তোমা হেন তেজঃপুঞ্জ তাপসের মা হলেম।—এস কামিনীর পড়া শোন সে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কামিনীর পড়িবার ঘর।

আসীনা পঞ্চ বালিকা ও কামিনীর প্রবেশ।

কামি। ওমা শৈল, দেখ কেমন থাল তোমার জন্যে এনিচি; তুমি ভাল করে পড়্‌তে পাল্লে তোমার বিয়ের সময় তোমায় সোণার সিঁতি দেব।—তোমরাও বেশ করে পড়ো, মা বাপের কথা শুনো, কারো গালা গালি দিও না, মিষ্টি করে কথা কইও; আজ্ তোমাদের রাঙ্গা শাড়ী পরিয়ে দিইচি, আমি তোমাদের বিয়ের সময় এক এক খান সোণার গয়না দেব।

[থাল-দান।

কবিতাগুলি তোমাদের মনে আছে ত? তোমরা বেশ করে পড়ো। (স্বগত) মা আমার আনন্দময়ী, রাগ করা দূরে থাক্, মা আমার কার্য্যে পরমসুখী হয়েচেন।—প্রাণেশ্বর উঠানে এসে দাঁড়িয়েচেন, যেন সূর্য্য-দেব নেবে এসেচেন। জননী অনুমতি করিলেই জীবিতেশ্বরের সঙ্গে পর্ণকুটীরে গিয়ে দুঃখিনী তপস্বিনীকে মা বলে জীবন সার্থক করি।

বিজয়ের সহিত সুরমার প্রবেশ।

বিজ। এ যে অপূর্ব্ব পাঠশালা! আহা! যেন স্বয়ং মূর্ত্তিমতী সরস্বতী বিদ্যা দান কচ্চেন!

সুর। কামিনী আমার যেমন বিদ্যাবতী, বিদ্যা-বিতরণে তেমনি যত্নবতী। বিজয়, বাবা বালিকাদের পরীক্ষা কর, কামিনী যে কবিতা শিখিয়েচেন, তাই জিজ্ঞাসা কর।

প্রথমা। কামিনীর মা, কামিনীর মা, মা আমারে এই থালাখানি দিয়েচেন।

সুর। তোমার কোন্ মা?

প্রথমা। কামিনীর মা, এই মা,—(কামিনীর অঞ্চল-ধারণ)।

সুর। তোমরা খুব সুখে আছ, মায়ের কাছে লেখা পড়া শিখ্‌চ।

[প্রস্থান।

বিজ। রাম না হতে রামায়ণ। প্রেয়সি, তোমার স্নেহের পরিসীমা নাই। প্রাণাধিকে, তোমার তনয়ারা আমারও স্নেহের পাত্রী। আমি বালিকাদের কবিতা জিজ্ঞাসা করি।

কামি। জীবিতেশ্বর, প্রতিবাসী বালিকারা আমায় বড় ভাল বাসে; আমিও ওদের স্নেহ করি; সেইজন্য ওরা আমায় মা, মা, বলে।

বিজ। আমি তা বুঝ্‌তে পেরিচি; তায় প্রমাণের আবশ্যক নাই; তুমি ওদের গর্ভধারিণী কেহ বিবেচনা করে নি।

কামি। এ বিষয়ে পুরুষদের সুবিবেচনা খুব আশ্চর্য্য।

বিজ। তোমার নাম কি?

প্রথমা। আমায় নাম শৈল।

বিজ। একটী কবিতা বল দেখি?

প্রথমা। কামিনীর কথা শোনে, তারে বলি পতি;
পতি-পায় থাকে মন, তারে বলি সতী।

বিজ। এ কোন্ সতীর রচনা!—তোমার নাম কি?

দ্বিতীয়া। আমার নাম বিরাজমোহিনী।

বিজ। তুমি কি কবিতা জান?

দ্বিতীয়া। ধর্ম্ম করি পরিণামে, পাবে নারায়ণ,
নিরয়ে বসতি হবে, পাপে দিলে মন।

বিজ। এ কোন্ ধার্ম্মিকের রচনা।—তোমার নাম কি?

তৃতীয়া। আমার নাম চন্দ্রমুখী।

বিজ। তুমি কিছু বল্‌তে পার?

তৃতীয়া। চিনে দিও মন, চিনে দিও মন,
পুরুষে চিনে দিও মন;
আগেতে আমার আমার, শেষে অযতন।

বিজ। এ কোন্ জহরীর রচনা।—তোমার নাম কি?

চতুর্থী। আমার নাম অভয়া।

বিজ। তুমি একটী কবিতা বল দেখি।

চতুর্থী। নবীন যৌবনে গভীর যাতনা সই;
গাছে তুলে দিয়ে বঁধু কেড়ে নিলে মই।

বিজ। এ কোন্ বিরহিণীর রচনা।—তোমার নাম কি?

পঞ্চমী। আমার নাম হেমলতা।

বিজয়। তুমি কি কবিতা শিখেচ?

পঞ্চমী। স্বামিমুখে মন্দ কথা, সাপিনী-দশন,
ফুটিলে মানিনী-মনে, অমনি মরণ।

বিজ এ কোন্ মানিনীর রচনা।—তোমরা উত্তম পরীক্ষা দিয়েচ; তোমরা আজ্ বাড়ী যাও। প্রেয়সি, তুমি না বল্লে বালিকারা বাড়ী যেতে পারে না।

কামি। শৈল, বেলা শেষ হয়েচে, তোমরা আজ্ বাড়ী যাও।

[বালিকাদের প্রস্থান।

বিজ। তোমার জননী সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা; তাঁর দয়ার সীমা নাই, বনের তাপসকে এমন অমরাবতীর ঐশ্বর্য্য দান কল্লেন; এক্ষণে তোমার পিতা অনুকূল হলেই সকল মঙ্গল হয়।

কামি। মাতার মতেই পিতার মত। এখন আমি মাকে বলে, তোমার সঙ্গে একবার পর্ণকুটীরে যেতে পাল্লে বাঁচি; তোমার দুঃখিনী জননীকে মা বলে চিত্ত চরিতার্থ করি।

বিজ। আমার নিতান্ত বাসনা, তোমাকে একবার আমার দুঃখিনী মাতার নিকট লয়ে যাই; তোমায় দিয়ে তাঁর মনস্তাপের কারণ জিজ্ঞাসা করি।—আহা! এত যে দুঃখিনী, তোমায় দেখ্‌লে তিনি আনন্দে পরিপূর্ণ হবেন।—প্রণয়িনি, তোমার যদ্যপি মত হয়, আজি তোমায় লয়ে যেতে পারি; অধিক দূর নয়, আবার তোমায় বাড়ীতে রেখে যাব।

কামি। প্রাণনাথ, তোমার সঙ্গে তোমার জননীকে দেখ্‌তে যাব তাতে আবার দূর আর নিকট কি? পতির হস্ত ধারণ করে সতী অক্লেশে পৃথিবী প্রদক্ষিণ কর্‌তে পারে।—তুমি বস, আমি জননীকে জিজ্ঞাসা করে আসি।

[প্রস্থান।

বিজ। জননী আমার চিরদুঃখিনী; আমি কত দিন দেখিচি, আমার মুখ চুম্বন করেন; আর তাঁর চক্ষে জল ছল্‌ ছল্‌ করে; কখন লোকালয়ে যান না; কারো সঙ্গে কথা কন না; আমায় কাছ-ছাড়া করেন না। কামিনীর যে নির্ম্মল চিত্ত, যে মধুর বচন, মা আমার কামিনীকে দেখে এবং কামিনীর কথা শুনে মোহিত হবেন।—মা বলেচেন, আমার বয়স্‌ হলেই আশ্রমে বাস কর্‌বেন।

কামিনীর প্রবেশ।

বল বল বিধুমুখি, শুভ সমাচার,
যেতে বিধি দিয়েচেন জননী তোমার।

কামি। মনে করে যাইলাম, জিজ্ঞাসিব মায়।
মনোভাব রসনায় এল না লজ্জায়।

বিজ। কি লাজ মনের ভাব বলিবারে মায় ?
কামি। যাই তবে তাঁর কাছে আমি পুনরায়।

সুরমার প্রবেশ।

সুর। কি বল্‌তে গিয়েছিলে মা কামিনি ? হ্যাঁ মা, আমি কি তোমার সৎমা, তা আমায় সকল কথা ভয় ভয় করে বল ?

কামি। দেখ মা, সে দিনে সেই বাগানে কেমন বল্লেন, দুঃখিনী তপস্বিনী দিবা-যামিনী নয়ন মুদিত করে জগদীশ্বরের ধ্যান করেন।

সুর। হ্যাঁ মা কামিনি, তুমি তপস্বিনীকে দেখ্‌তে যাবে ?

কামি। অনেক দূর নয়, আমায় আবার রেখে যাবেন।

সুর। তা আজ্ থাক্; তাঁর মত্ জিজ্ঞাসা করি, তখন কাল্ হয় পরশ্ব হয় যেও। তাঁর মত্ হক্ না হক্, তুমি স্বচ্ছন্দে বিজয়ের সঙ্গে যেও, তাতে কোন দোষ নাই।

বিজ। আপনি বেশ কথা বলেচেন; তাঁর মত্ জিজ্ঞাসা করা খুব উচিত; তার পর কামিনীকে আমার চিরদুঃখিনী জননীর কাছে লয়ে যাব। আজ্ যাই।

[প্রস্থান।

কামি। হ্যাঁ মা, মালতীর স্বামী না কি আরব দেশে কিসের ছানা আন্‌তে যাবে ? মালতী না কি বড় দুঃখিত হয়েচে ? হ্যাঁ মা, তাদের বাড়ী যাবে।

সুর। আমি বাছা আর যেতে পারিনে, তুমি শৈলকে সঙ্গে করে যাও।

[কামিনীর প্রস্থান।

আহা! কামিনী যে দিন বিজয়কে বিয়ে কর্‌বেন, কামিনী শত শত রাণীর অপেক্ষাও সুখী হবেন। পরমেশ্বর আমার কামিনীর মনোমত বর জুটিয়ে দিয়েচেন।

বিদ্যাভূষণের প্রবেশ।

বিদ্যা। দেখ, তোমারে একটা কথা বলি ; তুমি রাগ কর আর যাই কর, তোমাকে আমি স্পষ্ট একটা কথা বলি ; তুমি হাজার বুদ্ধিমতী হও, তুমি হাজার বিদ্যাবতী হও, তুমি হাজার সুবিবেচক হও, তুমি মেয়ে মানুষ, তোমার দশ হাত কাপড়ে কাছা নাই—

সুর। কি বল্‌বে বল, এত ভূমিকার আবশ্যক কি ?

বিদ্যা। না, না, না, ভাল বোধ হচ্চে না ; এ কি! এর পর একটা জনরব হওয়ার সম্ভাবনা ; তুমি ও হাঘরে ছোঁড়াকে বাড়ী আস্‌তে দিও না ; কোন্ দিন কি সর্ব্বনাশ করে যাবে ; ওরা অনেক গুণ জ্ঞান জানে, সোণা বলে পেতল বেচে যায়।

সুর। কথার রকম দেখ। পাগল হয়েচ না কি ? অমন সোণার চাঁদ ছেলে, কার্ত্তিকের মত রূপ, লক্ষ্মণের মত স্বভাব, ওকে হাঘরে বল্‌চ।

বিদ্যা। হাঘরে নয় ত কি ? ওর হাতের তেলোয় দেখ্‌তে পাও না, আলতা মাখান।

সুর। 'যে যারে দেখ্‌তে নারে, সে তারে হাঁট্‌নায় খোঁড়ে।' তার হাতের তেলোর বর্ণই ঐ, তার আলতা দিতে হয় না ; জবা ফুলে হিঙ্গুল, আর পদ্মফুলে আল্‌তা মাখালে, তাদের রূপ বাড়ে না।

বিদ্যা। সর্ব্বনাশ হয়েচে, একেবারে সর্ব্বনাশ হয়েচে; হাঘরে ছোঁড়া তোমারে যাদু করেচে। শুন্‌লেম, এক মাগী হাঘরে তার মা ; সে মাগী কারো সঙ্গে কথা কয় না ; লোকের সর্ব্বনাশ কর্‌ব, তার মনন ; কথা কবে কেন ?—তোমাকে আমি বরাবর মান্য করে থাকি, কিন্তু এই বার আমার কথাটী রাখ্‌তে হবে। আচ্ছা, তুমি রাজাকে মেয়ে না দাও নাই দেবে, ও হাঘরের ঘরে দিতে পার্‌বে না ; তা হলে আমার জাত্ যাবে, আমায় একঘরে কর্‌বে।

সুর। আমি আটাশে খুকী নই ; তোমার কোন বিষয়ে ভাব্‌তে হবে না।—আমি দেখিচি, কামিনীর নিতান্ত ইচ্ছে হয়েচে তপস্বীকে বিয়ে করে ; কামিনী একপ্রকার প্রকাশ করেচে ; আমিও এ সম্বন্ধে

অতিশয় সুখী হইচি। এখন আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাচ্চি, তুমি এতে মত্ দাও।

বিদ্যা। বল কি, বল কি, ক্ষেপেচ না কি! ক্ষেপেচ না কি! "স্ত্রী বুদ্ধিঃ প্রলয়ংকরী।"

সুর। দেখ, কামিনী অতিসুশীলা, বিজয় কামিনীর যোগ্য বর, আর বিজয়কে কামিনীর অতিশয় মনে ধরেচে। আমি বেশ করে বিবেচনা করে দেখিচি, এ সম্বন্ধে বাধা দিলে কামিনী আমার এক দিনও বাঁচ্‌বে না।

বিদ্যা। রাখ তোমার বাঁচ্‌বে না, রাখ তোমার বাঁচ্‌বে না; ভাল মানুষের কাল নাই; মন্ত্রী ভায়া আমাকে শিখিয়ে দেচেন, একটু চড়া না হলে স্ত্রীলোক শাসিত থাকে না। তোমার মতে কখন মত্ দেব না, আমি যা ভাল বুঝব তাই কর্‌ব; আমি কামিনীকে রাজাকে দান কর্‌ব; তুমি কে? তোমার মেয়েতে অধিকার কি?

সুর। বটে, আমি কে, আমার মেয়েতে অধিকার কি; তবে দেখ; মেয়ে নিয়ে সেই তপস্বিনীর ঘরে যাব, তবে ছাড়্‌ব; দেখি দিকি, তোমার মন্ত্রী ভায়া কি করে। সহজে হাত যোড় করে ভিক্ষা চাইলাম, তা দিলে না, এখন যাতে দাও তাই কর্‌ব।

[যাইতে অগ্রসর।

বিদ্যা। ব্রাহ্মণি, রহস্য করিচি; ব্রাহ্মণি, রহস্য করিচি: রাগ করো না, যা বল্‌বে তাই কর্‌ব।

সুর! না, আমি তোমায় আর কিছু বল্‌ব না।

[প্রস্থান।

বিদ্যা। ন্যাকড়ার আগুন কত ক্ষণ থাকে। জলধর বল্লে একটু চড়া হতে, তাই চড়া হলেম; এখন ত আবার জল হইচি।—যাই আবার সান্ত্বনা করি গে; জানি কি, যে রাগী, যদি আমায় ত্যাগ করে যান, তা হলে যে আমি একেবারে ভিটে-ছাড়া হব। সুরমার মত গৃহিণী কি কারো আছে, না অমন লক্ষ্মী আর মেলে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

জলধরের কেলিগৃহ।

জলধরের প্রবেশ।

জল। আমি কি সুবুদ্ধির কাজই করিচি,—এত ঝ্যাঁটা লাতিতেও মালতীকে মা বলি নি; এখন তার ফল ফল্ল। মল্লিকে হতেই বার্ হয়েচে; ওকে মা বলিচি, তা যাক্, ওকে আমি চাই না, ওকে এক দিন ভেঙ্গে বল্‌ব, যে তোমাকে মা বলিচি, তুমি আর আমার আশা করো না। কিন্তু সহসা বলা হবে না, তা হলে আমায় আর সাহায্য কর্‌বে না। মালতী সে দিন নিরাশ হয়ে বড় দুঃখিত হয়েচে; মল্লিকে ঠিক বলেচে, আমার দোষেই এ ঘটনা ঘটেছে। আমি চারি দিক্ বন্ধ করে রাখ্‌ব ভেবেছিলেম, তা আহ্লাদে সব ভুলে গেলেম; এইজন্যেই মালতী যখন আসে, তখন জগদম্বা দেখ্‌তে পেয়ে এই সর্ব্বনাশ করেচে। পথে দাঁড়িয়ে কথা কওয়া রহিত করিচি, এখন লিপির দ্বারায় কথা চল্‌চে। আমার পত্রের প্রত্যুত্তর পেলে জান্‌লেম যে আমার স্বর্গ-লাভের বিলম্ব নাই—

বিদ্যাভুষণের প্রবেশ।

বিদ্যা। হিতে বিপরীত হয়ে উটেচে। তোমার কথাক্রমে কিঞ্চিৎ উগ্রতা প্রকাশ করেছিলেম, ব্রাহ্মণী একেবারে পৃথিবী মস্তকে করে তুলেচেন; আমার সহিত বাক্যালাপ রহিত করেচেন; এখন উপায় কি? সেই হাঘরে ছোঁড়াকেই মেয়ে দেবেন।

জল। স্ত্রীলোক বশীভূত করা আতপ চালের কর্ম্ম নয়। প্রথমে কথার কৌশলে চেষ্টা কর্‌তে হয়, তার পরে ভয় দেখাতে হয়; তাতেও যদি না হয়, 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়'—নাকের উপরে এমনি একটী কীল মাত্তে হয়, নৎটা ঘাড় দিয়ে ঠেলে বেরয়। জগদম্বার শাসনটা দেখ্‌চেন ত।

বিদ্যা। এ অতি বেল্লিকের কর্ম্ম, তা কি পারা যায়; রমণী সহস্র সহস্র অপরাধ করিলেও প্রহারের যোগ্য নয়।

জল। ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণেরা অতিশয় স্ত্রৈণ; আপনারা বিবেচনা করেন ব্রাহ্মণী সাত রাজার ধন—

বিদ্যা। আমাকে আর যা বল তা করিতে সক্ষম, ব্রাহ্মণীকে চড়া কথা বল্‌তে পার্‌ব না ; প্রহারের ত কথাই নাই।

জল। তপস্বিনী মাগীকে কিছু টাকা দিয়ে স্থানান্তরে পাঠাইবার কি হল ?

বিদ্যা। কোথাকার তপস্বিনী ? সে মাগী হাঘরে। সে কারো সঙ্গে কথা কয় না ; সে কত কাঙ্গালিনীদের দান কচ্চে : সে কি টাকার লোভ করে ? আমি অনেক চেষ্টা করেছিলেম তার সঙ্গে দেখা কর্‌ব না হলনা।

জল। তবে ঐ ছেলেটাকে চোর বলে ধরে দেন : বিচার আমাদের হাতে। আমরা যারে দণ্ড দেব ইচ্ছা করি, তার অপরাধ থাক্ আর নাই থাক্, তাকে কারাগারে যেতে হয়। আমার হাতে ব্যবস্থার যে দুরবস্থা তা আপনার অগোচর নাই ; উত্তর হক্ না হক্, গলাবাজীতে মাত করি।

বিদ্যা। এ পরামর্শ মন্দ নয় ; কিন্তু কর্ম্মটা অতি গর্হিত। তবে "স্বকার্যামুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ কার্য্যহানৌ চ মূর্খতা।" ঐ পন্থাই অবলম্বন করা যাক্ ; কিন্তু রাজার বিচারে কি হয় বলা যায় না।

জল। আমরা ভিতরে থাক্‌ব, অবশ্যই মনস্কামনা সিদ্ধ হবে।

বিদ্যা। আমি এক সূক্ষ্ম বার্ করিচি ;—ব্রাহ্মণী বড় ধরে বসেচেন, কামিনী একবার তপস্বিনীকে, সেই হাঘরে মাগীকে, দেখ্‌তে যাবেন, আমিও তাতে একপ্রকার মত দিয়েচি; যখন কামিনী দেখতে যাবেন, সেই সময় রাজাকে বল্‌ব, হাঘরেরা যাদু করে মেয়ে ভুলিয়ে লয়ে গিয়েচে।

জল। ভাল পরামর্শ করেচেন ; আর ভাবনা নাই, তপস্বী দ্বীপান্তর হয়েচেন।

বিদ্যা। তবে এই কথাই স্থির, উভয় কুল রক্ষা হবে ; ব্রাহ্মণীরও মন রাখা হবে, আমার মনস্কামনাও সিদ্ধ হবে।

[প্রস্থান।

জল। সদাগরের উপর মালতীর আর মন নাই, আমায় পেয়ে সদাগরকে একেবারে ভুলেচে। তা নইলে সদাগরের আরব দেশে যাওয়ার অনুমতি শুনে দুঃখিত হত। এবার যা কিছু কর্‌ব, খুব গোপনে কর্‌ব, জগদম্বা কিছু না জান্‌তে পারে।

একজন ভৃত্যের প্রবেশ—একখানি লিপি দান—
এবং প্রস্থান।

পত্রখানা চন্দন-কুঙ্কুম-মাখা, এ প্রেমের লিপি তার আর সন্দেহ কি ?

পীরিতের গুণে গোরু তুমি হে লিখন,
এনেচ প্রেমের কথা করিয়ে বহন।

(লিপি-পাঠ)

হোঁদোল কুঁৎকুঁতে মহাশয়-
সমীপেষু—

যদবধি হাঁদা পেট হেরেচি নয়নে,
পূর্ণ চন্দ্র কার্ত্তিকেয় নাহি ধরে মনে।
একাকিনী রেখে স্বামী গেল দেশান্তরে,
রসিক রতন বিনে রহিব কি করে ?
হাবু ডুবু খায় বামা বিরহ-হাঁদোলে,
হোঁদল কুঁৎকুঁতে বিনে আর কেবা তোলে ?
শনিবারে সন্ধ্যাপরে দেবে দরশন,
নহিলে ত্যজিব আমি জীবনে জীবন।

হোঁদোল কুঁৎকুঁতের প্রেয়সী।

আমি যেমন লিপি লিখেছিলেম তেমনি উত্তর পেয়েচি। যারা রমণীবাজারে কাজ করে, তারাই সকল কথা বুঝ্‌তে পারে : ঐ যে হাঁদা পেট বলেচে ওতে এক ঝুড়ি অর্থ আছে ; মেয়ে মানুষ বশীভূত হওয়ার চিহ্ন ঠাট্টা আর গালাগালি; যে বেটী বাপান্ত কল্লে, সে মুটোর ভেতর এল।—মালতি, তোমায় উচাটন হতে হবে না, সন্ধ্যা না হতে হোঁদোল কুঁৎকুঁতে উপস্থিত হবেন।—আমার কৌশলের গুণ বুঝিয়াই আমার হোঁদোল কুঁৎকুঁতে নাম দিয়েচে। [প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

তপস্বিনীর পর্ণকুটীর।

তপস্বিনীর প্রবেশ।

তপ। তিমিরে ডুবায়ে পৃথ্বী যায় দিনমণি ;
মিহির-মোহিনী ছায়া পায় শুভ দিন,—
নলিনী-সতিনীমুখ—সাপিনীর ফণা—
হেরিতে হবে না আর,—আনন্দে আদরে,
আমার আমার বলি, বাহু পসারিয়া
আলিঙ্গন করে নাথে, সাগরে গোপনে।
কুমুদিনী বিরহিণী, বিষণ্ণ বদনে,
ভাবিতেছিলেন প্রাণপতি-আগমন,
সহসা প্রফুল্ল-মুখী, আনন্দে অধীর,
হেরে শশধর স্বামী ;—স্বামীর বদন,
রমণী-রঞ্জন, হেরে মন পুলকিত,
যাহার মাধুরী পতি-পরায়ণা নারী
দিবা-বিভাবরী দেখে মনের নয়নে।
এই ত সময়, যবে বিহঙ্গম কুল—
আকুল আঁধারে—করি ঘোর কলরব,
কুলায়ে লুকায় রাখি হৃদয়ে শাবক ;

বিলে বিলে বিচরণ করি বকাবলি,
উড়িয়া অম্বর-পথে—শ্বেতশতদল-
মালা যেন পীতাম্বর-গলে সুশোভিত,—
বিটপি-আসনে বসে নীরব-বদনে ;
চক্রবাকী অভাগিনী, অনাথিনী হয়,—
সজোরে রজনী আসি কেড়ে লয় পতি
চক্রবাকে, নিরদয় সতিনী-সমান,—
কাঁদেন তটিনী-তটে মলিন-বদনে ;
গোপাল আলয়ে আসে আনন্দ-অন্তর,—
ধূলায় ছাইয়ে যায় গগনের কায়,—
হম্বারবে সম্ভাষেন আপন নন্দন ;
এই ত সময়, যবে ব্রহ্ম-উপাসক,
এক-মনে ভাবে সেই ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী—
করুণা-বরুণাগার, মঙ্গল-আধার,
বিমল সুখের সিন্ধু, শান্তি-পারাবার।

[নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যান।

আমার বিজয় এখন এল না; রাত্রি হয়েচে, তবু বাবা বাইরে রয়েচেন। বিজয় আমার এমন ত কখন থাকেন না। বাবা যেখানে থাকুন, সন্ধ্যার সময় মা বলে ঘরে আসেন। আজ্ কেন এমন হল; আমার মনে যে কতখানা গাচ্চে; আমার বিজয় যে বড় দুঃখের ধন, বিজয় যে আমার সকল ক্লেশ নিবারণ করেচেন, বিজয়ের মুখ দেখে যে আমি সাবেক কথা সব ভুলে গিইচি।—বোধ করি সুরমার কাছে গিয়াচেন। সুরমা অভাগিনীর ছেলেকে এত যত্ন কচ্চেন। হা জগদীশ্বর! আমায় পৃথিবীতে স্নেহ করে এমন কেউ নাই। জগদীশ্বর! সকলেই আমায় ত্যাগ

করচে, কেবল তুমিই আমায় চরণ-কমলে স্থান দিয়ে রেখেচ; সেই জন্যেই আমি চিরদুঃখিনী হয়েও পরম-সুখী।—যদি দিন পাই, তবে সুরমার স্নেহের পরিশোধ দিব।

শ্যামার প্রবেশ।

শ্যামা। ও মা, বিজয় আস্‌চে, আর বিজয়ের সঙ্গে একটী মেয়ে আস্‌চে; ও মা, এমন মেয়ে কখন দেখিনি, ঠিক যেন একটী দেবকন্যা।—

বিজয় ও কামিনীর প্রবেশ।

ঐ দেখ।

বিজ। মা, কামিনী আপনাকে দেখ্‌তে এসেচেন।

কামি। মা, আমি আপনাকে মা বলে মানব-জনম সফল কত্তে এসেচি।

তপ। এস আমার মা লক্ষ্মী। (ক্ষণকাল একদৃষ্টে দেখিয়া) বাবা বিজয়, তুমি যে দিন ভূমিষ্ঠ হও, সেই দিন আমার মনে যত সুখ উদয় হয়েছিল, তত দুঃখও উদয় হয়েছিল; আজও আমার মন একবার আনন্দে ভাস্‌চে, একবার নিরানন্দে নিমগ্ন হচ্চে। ও মা কামিনি, তুমি লক্ষ্মী; এস তোমায় আলিঙ্গন করে আমার তাপিত হৃদয় শীতল করি, (কামিনীকে আলিঙ্গন ও মুখচুম্বন)।—বাবা বিজয়, আমি আজ্ চরিতার্থ হলেম, আজ্ আমার সকল দুঃখ নিবারণ হল।

বিজ। মা, তবে আর কাঁদেন কেন?

তপ। বাবা, আজ্ সকল কথা মনে হচ্চে; আমার আবার সংসার-আশ্রমে যেতে ইচ্ছে কচ্চে। আমি অতি হতভাগিনী, আমি এমন স্বর্ণলতা স্বর্ণ-সিংহাসনে রাখ্‌তে পাল্লেম না! হা পরমেশ্বর! আমি এমন হেমতারিণী কুঁড়ের ভিতর রাখ্‌ব!

কামি। মা, আমার জন্যে খেদ কচ্চেন কেন? আপনি এই পর্ণকুটীরে পরমসুখে আছেন; আপনার দাসী কি থাক্‌তে পার্‌বে না?

তপ। মা, তুমি আমার লক্ষ্মী; মা, তুমি আর বিজয় আমার কাছে থাক্‌লে আমার পর্ণকুটীর রাজ-অট্টালিকা; আমার শৈবালশয্যা স্বর্ণ-সিংহাসন; আমার গাছের বাকল বারাণসী শাড়ী;

[চক্ষে অঞ্চল দিয়া রোদন।

বিজ। জননি, আজ্ আপনি এত অধীর হলেন কেন? মা, আপনার বিলাপ দেখে, কামিনীর চক্ষে জল পড়্চে।

তপ। বিজয়, বাবা তুমি তপস্বিনীর পুত্র, তোমার কিছুতেই ক্লেশ বোধ হয় না; বাবা, কামিনী আমার বড় মানুষের মেয়ে, কেমন করে তপস্বিনী হয়ে থাক্‌বে, কেমন করে পর্ণকুটীরে বাস কর্‌বে, কেমন করে বনে ভ্রমণ কর্‌বে?

কামি। জননি, আমার জন্যে আপনি কোন খেদ কর্‌বেন না; আপনি ধর্ম্মশীলা তপস্বিনী, আপনি সাক্ষাৎ ভগবতী; আপনার সেবা কত্তে পেলে আমি পরমসুখে থাক্‌ব; মা, আমার জন্যে খেদ করে আমার মনে ব্যথা দেবেন না।

তপ। (কামিনীর মুখ চুম্বন করিয়া) আহা! মা আমার সুশীলতায় পরিপূর্ণ; মার যেমন নরম স্বভাব, মার তেমনি মধুমাখা কথা।—শ্যামা, আমার বিজয়-কামিনীকে খুব যত্ন কর্‌বে, আমার বিজয়-কামিনীকে খুব আদর কর্‌বে, আমার বিজয়-কামিনীকে খুব ভাল বাস্‌বে। শ্যামা, আমার বিজয়ের বউকে আমি বুকের ভিতর করে রাখ্‌ব; আমি আপনি কখন মন্দ কথা বল্‌ব না, আমার বিজয়কেও চড়া কথা বল্‌তে দেব না। শ্যামা, আমার প্রাণের বউকে কেউ মন্দ কথা বল্লে আমার বুক ফেটে যাবে।

[চক্ষে অঞ্চল দিয়া রোদন।

কামি। মা, আপনি পরিতাপে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েচেন; মা, আপনার একটী একটী কথা মনে হয়, আর নয়নজলে বুক ভেসে যায়। মা, আর রোদন কর্‌বেন না; আমরা দিবানিশি আপনার সেবা কর্‌ব; মা আমরা আপনাকে আর কাঁদ্‌তে দেব না।

বিজ। (দীর্ঘ নিশ্বাস) হা অনাথনাথ!

[প্রস্থান।

তপ। হ্যাঁ মা কামিনি, তোমার মার তুমি বই আর সন্তান নাই?

কামি। আমি মার একমাত্র সন্তান, আর হয় নি।

তপ। তোমার পিতা তপস্বিনীর ছেলেকে মেয়ে দিতে সম্মত হয়েচেন?

কামি। মায়ের যাতে মত হয়, পিতা তাতে অমত করেন না। মা, আমি যে দিন শুন্‌লেম আপনি কারো সঙ্গে কথা কন না, কেবল কায়মনোবাক্যে চিন্তামণির ধ্যান করেন, সেই দিন হতে আপনাকে দেখ্‌বের জন্যে ব্যাকুল হলেম; আপনাকে আজ মা বলে আমার বাসনা পূর্ণ হল।

তপ। কোথায় শুন্‌লে মা?

কামি। মা, মায়ের সঙ্গে রাজসরোবরে যাচ্ছিলেম, আমাদের সঙ্গে মালতী মল্লিকে ছিল, তখন শুনলেম।

তপ। মালতীর ছেলে হয়েচে?

কামি। না মা, তিনি বাঁজা।—আপনি মালতীকে জান্‌লেন কেমন করে?

শ্যামা। আমরা অনেক দিন মালতীর বাপের বাড়ী ভিক্ষে কত্তে গিয়েছিলেম, তাই জানি।

কামি। মা, আপনি পরমেশ্বরের ধ্যানে পরমসুখে থাকেন, তবে আবার সময়ে সময়ে রোদন করেন কেন? জননি, আমি আপনার দাসী; দাসীর কাছে দুঃখের কথা বল্‌তে দোষ নাই; আপনার কি দুঃখ আমায় বলুন।

শ্যামা। সুমেরু লেখনী হয়, মসী রত্নাকর,
সময় লেখক হয়, কাগজ অম্বর,
তথাপি মনের দুঃখ—অন্তর-গরল—
বর্ণনা বর্ণের হারে না হয় সকল।

তপ। মা, তুমি বালিকা, তোমার মন অতি কোমল, তোমার মনে স্থান অতি অল্প; আমার মর্ম্মান্তিক বেদনার কথা তোমার মন ধারণ কত্তে পার্‌বে না, তোমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাবে; মা, আমার মনোবেদনা মনেই থাক্, তোমার শোনার আবশ্যক নাই।

কামি। জানালে আপন জনে মনের যাতনা,
ব্যথিত হৃদয় পায় অনেক সান্ত্বনা।
আমি আপনার দাসী স্নেহের ভাজন,
বলিলে মনের ব্যথা হবে নিবারণ।

তপ। মা, আমার মনের ব্যথা নিবারণ হতে আর বাকি নাই ; যে দিন জগদীশ্বরের কৃপায় বিজয়কে কোলে পেয়েচি, সেই দিন আমার সব দুঃখ গিয়েচে ; যা বিছু ছিল, আজ্ তোমায় দেখে একেবারে নিবারণ হয়েচে ; মা, আমি যে এমন সুখী হব, তা আমার মনে ছিল না ; আমার বিজয় আমার চিত্ত-চকোরে এমন অমৃত দান কর্‌বে, তা আমি স্বপ্নেও জান্‌তে পারি নি।—আহা! আমার চক্ষে জল দেখ্‌লেই বাবা বিরসবদনে বিরলে গিয়ে রোদন করেন।—এস মা, আমরা বিজয়কে শান্ত করিগে ?

[সকলেয় প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজার কেলিগৃহ।

মাধবের প্রবেশ।

মাধ বড় বড় বানরের বড় বড় পেট।
যাইতে সাগরপারে মাতা করে হেঁট॥

রাজা বনবাসী হতে চাচ্চেন, কেউ সঙ্গে যেতে চায় না ; উদ্যানে যাবার উদ্যোগ হক্ দেকি, সকলেই প্রস্তুত ; কেউ বল্‌বেন, মহারাজ, আমি সেই খানেই স্নান কর্‌ব ; কেউ বল্‌বেন, আমি আগে না গেলে খাওয়ার আয়োজন হবে না ; কেউ বল্‌বেন, আমি সকালে না গেলে বিছানা

হবে না। ছুঃ তোর মোসাহেবের মুখে মারি ডাবের কাটি; ছুঃ তোর নিমুর পিরানে আত্মারাম সরকার। মোসাহেবের হাড়ে ভেল্‌কি হয়; মোসাহেবের আল্‌জিব বাড়ীর ঈশান কোণে পুঁতে রাখ্‌লে, অপদেবতার দৃষ্টি হয় না; মোসাহেবের নাকে তুপ্‌ড়িওয়ালার বাঁশী হয়। আমি 'ছাই ফেল্‌তে ভাঙ্গা কুল' আছি, যে খানে নে যাবেন সে খানে যাব, কিন্তু আমার একটা আপত্তি আছে,সেটা কিন্তু সহজ আপত্তি নয়; আমি উদরের বিলি ব্যবস্থা না করে যেতে পারি নে। ব্রাহ্মণের উদর, ছিটে ব্যাড়ার ঘর; গো ব্রাহ্মণ হাজার আহার করুক, কোঁক ওঠে না, পেটের টোল মরে না; স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হার মেনে গিয়েচেন। এ উদর কত যত্নে পূর্ণ করি, রাজবাড়ী 'পাঁচে ফুলে সাজী পোরে'—যে খানে লুচী ভাজা হয়, সে খানে গিয়ে ঘুনিয়ে ঘুনিয়ে বসি, একখানি আদখানি কত্তে কত্তে দেড় দিস্তে নিকেশ করি;—মোণ্ডার ঘরে আগোনা খাই, কতক দেখা নিই, কতক আদেখা নিই;—নৈবিদ্দির কলা শর্ম্মারামের জমা করা। এতে কি তৃপ্তি জন্মে? যথার্থ কথা বলতে কি, নিমন্ত্রণ না হলে আমার পেট ভরে খাওয়া হয় না। আমি এই পেট বনে নিয়ে কি ব্রহ্মহত্যা কর্‌ব? ফল মূলে এর কি হয়? এর ভিতরে তেতালা গুদোম; ফল মূল যাবে পাড়ন দিতে। এখন উপায়, শ্যাম রাখি, কি কুল রাখি;—এ দিকে কৃতঘ্নতা, ও দিকে ব্রহ্মহত্যা। (উদর-বাদ্য করিয়া) উদর, ফল মূল খেয়ে থাকৃতে পারবে? উঁ-হুঁ, ঐ দেখ। এখন একটা বর পাই যে, এক প্রহরের মধ্যে যা খাব তাই ছানাবড়ার মত লাগ্‌বে, তা হলে দুদিক্ বজায় রাখ্‌তে পারি; আহা! তা হলে দুদিনের মধ্যে খাণ্ডব দাহন করি।

রাজার প্রবেশ।

রাজা। মাধব, কাল্ সভা হবে, কাল্ আমি সকলের সম্মুখে সকল কথা ব্যক্ত করে বল্‌ব;—আমি স্ত্রীহত্যা, পুত্রহত্যা করিচি, আমার তুষানল প্রায়শ্চিত্ত। কিন্তু কলিতে তুষানলের রীতি নাই; আমি দ্বাদশ বৎসর বনবাসী হব; মন্ত্রী আমার নামে রাজ্য কর্‌বেন।

মাধ। জলধর?

রাজা। মাধব, আমি এমন পাগল হই নি যে জলধরের স্কন্ধে রাজ্যের ভার দিয়ে যাব। জলধরকে কৌতুক করে মন্ত্রী বলা যায়, মন্ত্রীর সমুদায় কার্য্য বিনায়ক নির্ব্বাহ করে।

মাধ। তা হলেই বিদ্যাভূষণ পাগল হবে।

যার বিয়ে তার মনে নাই।
পাড়া-পড়সীর ঘুম নাই॥

আপনি বনবাস ব্যবস্থা কচ্চেন, বিদ্যাভূষণ বরাভরণ প্রস্তুত কচ্চেন, আর সকলকে বলে বেড়াচ্চেন, তিনি রাজশ্বশুর হয়েচেন; তাঁরে সভা-পণ্ডিত বল্লে রাগ করে ওঠেন।

রাজা। ব্রাহ্মণের মনে যথেষ্ট ক্লেশ হবে তার সন্দেহ কি; কিন্তু আমি গৃহে থাক্‌লেও আর বিয়ে কর্‌তেম না। রাণী শব্দটী কাণে গেলে আমার প্রাণ চম্‌কে ওঠে; আমার চিত্ত ব্যাকুল হয়; আমি বড় রাণীর সেই মলিন বদন, সেই সজল নয়ন, সেই আলুলায়িত কেশ দেখ্‌তে পাই; আমার ইচ্ছা হয়, সপ্রণয়-সম্ভাষণে সেই মলিন মুখ চুম্বন করি; অঞ্চল দ্বারা নয়ন মুছায়ে দি। মাধব, লোকে আমায় কি কাপুরুষ বিবেচনা করে!

মাধ। মহারাজ, যেমন রাজবাড়ীর দ্বারে সতত দ্বারপালেরা অবস্থান করে, উত্তম বসন, উত্তম ভূষণ না পরিধান করে এলে তাহারা কাহাকেও আস্‌তে দেয় না, দীন দরিদ্র দেখ্‌লেই 'নেকাল্ যাও' বলে তাড়িয়ে দেয়; তেমনি মহারাজের শ্রবণ-দ্বারে কোপ-কোতোয়াল দাঁড়িয়ে আছেন; প্রশংসা-চেলি-পরাণ কথা শ্রবণ-দ্বারে অবাধে প্রবেশ করে; নিন্দা-ন্যাকড়ায় ঢাকা কথা কোপ-কোতোয়ালের নাম শুনে এগোয় না; যদি একটী আদটী চৌকাটে পা দেয়, কোপ-কোতোয়াল তখনি তাকে জরাসন্ধ-বধ করেন। মহারাজ, আপনাকে লোকে অতিশয় নিন্দে করে। জনরব এই,—আপনি জননীর আর ছোট রাণীর অনুরোধে গর্ব্ভিণী হরিণী বধ করে অন্দরের ভিতরে পুতে রেখেচেন,—(রাজা মূর্চ্ছিত)—ও কি মহারাজ!—(হস্ত ধরিয়া) ওঠ, ওঠ, এ কথা কেহ বিশ্বাস করে না—

রাজা। আমার প্রাণ বিদীর্ণ হল। মাধব, আমি আত্মহত্যা করি; আমি আর রাজসভায় মুখ দেখাব না। কি মনস্তাপ! কি অপবাদ!—মাধব, আমি এমন কাজ্ করি নি।

মাধ। আমি ত এ কথা বিশ্বাস করি নে; এ কথা বিশ্বাস হতেও পারে না।

রাজা। বিশ্বাস না হবার কারণ?

মাধ। মহারাজ, হিন্দুর শাস্ত্রে গোর দেওয়া পদ্ধতি নাই; আপনি হিন্দু হয়ে কি বড় রাণীর গোর দিতে গিয়েচেন? এ কি বিশ্বাস হয়?

রাজা। মাধব, যারা তোমার মত পাগল, তারা পরমসুখী।

মাধ। মহারাজ, যদি আমার কথা শুন্‌তেন, তা হলে এ জনরব রট্‌ত না; যদ্যপি সেই লিপি সকলকে দেখাতেন, তা হলে বড় রাণীকে আপনি বধ করেন নাই—এটা প্রমান হত।

রাজা। আমি বিবেচনা করেছিলেম, বড় রাণীকে অবশ্যই পাক, তাইতে লিপি দেখাবার আবশ্যক বোধ হয় নি।—হা! প্রেয়সি, আমি তোমার কি পাষণ্ড পতি! হা! পুত্র, আমি তোমার কি পাষণ্ড পিতা!—মাধব, সে লিপি আমি পরমযত্নে রেখিচি। এস, বনগমনের আয়োজন করি গে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রতিকান্তের শয়নঘর।

রতিকান্ত এবং মালতীর প্রবেশ।

মাল। সূর্য্য অস্তে গিয়েচে, তুমি আর বাড়ীতে কেন?

রতি। যাবার সময় দুটী একটী মনের কথা বলে যাই।

মাল। বালাই, তুমি যেতে যাবে কেন?—রাজার ভাবগতিক দেখে

সকলেই হাহাকার কচ্চে ; কেবল ঐ পোড়ার-মুখ হোঁদোল কুঁৎকুঁতের রঙ্গ লেগেচে।

রতি। প্রেয়সি, যদি ধত্তে পার, রাজার সম্মুখে ওর শাস্তি দেব। যে ভয়ানক পত্রে স্বাক্ষর করে লয়েচে, ওর অসাধ্য ক্রিয়া নাই। তুমি যা যা চেয়েচ, সব এনে দিইচি ; এখন আমার কপাল, আর তোমার হাত-যশ।

মাল। মন্ত্রীর যদি কিছুমাত্র বুদ্ধি থাকৃত, তা হলে কিছু সন্দেহ হত ; ও যখন জগদম্বার ঝাঁটা খেয়েও বিশ্বাস করেচে, আমি ওর জন্যে পাগল হইচি, তখন আমার হাত-যশের ভাবনা কি?

রতি। আমি ওঘরে গিয়ে বসে থাকি, সময় বুঝে দ্বারে ঘা দেব।

[প্রস্থান।

মাল। মল্লিকের যে এখনও দেখা নাই ; তার ভাতার হয় ত ছেড়ে দেয় নি।—ওরা দুটীতে খুব সুখে আছে ; দুজনেই সমান রসিক ; রাত্ দিন আমোদ আনন্দে থাকে ;—

বিনায়ক এবং মল্লিকের প্রবেশ।

যোড়ে যে?

মল্লি। যার খাই সে ছাড়বে কেন?

মাল। আ মরি, কি কথার কি জবাব!

[অঞ্চল বদনে দিয়া হাস্য।

বিনা। দেখ ঠাকুর-ঝি, মল্লিকে আমায় আজ্ বড় তামাসা করেচে ; আজ্ নতুনরকম কেসুর খাইয়েচে ; ওল কেটে কেটে কেসুর প্রস্তুত করে রেখেছিল, আমি ভাই, কি জানি, তাই গালে দিয়েছিলেম।

মল্লি। আমি কাছে বসেছিলেম, গালে দেবার সময় হাত ধল্লেম। তা না ধল্লে, এতক্ষণ জগদম্বার মত মুখ হত।

বিনা। তুমি আমায় তামাসা কর কি সম্পর্কে? শালী শালাজেই তামাসা করে ; মাগে কোন্ কালে তামাসা করে থাকে? কেন আমি কি তোমার ছোট বন্‌কে বিয়ে করিচি, না বার্ করিচি?

মল্লি। বন্ বিয়ে করা রীতি নাই; বোধ করি, বার্ করেচ।

বিনা। তুমি আমায় যে তামাসা কর, তুমি ঠিক যেন আমার শালাজ।

মল্লি। আমি তোমার কি?

বিনা। তুমি আমার শালাজ।

মল্লি। আমি তোমার শালাজ হলেম?

বিনা। হলে।

মল্লি। তবে তুমি আমার কে হলে? বল, বল, নীরব হলে কেন?

মাল। উনি তোমার ঠাকুর-ঝির ভাতার হলেন।

বিনা। ঠাকুর-ঝির ভাতার হলে, মল্লিকের সঙ্গে তোমার চুলোচুলি হবে।

মাল। আবার আমায় পেয়ে বস্‌লে।

মল্লি। এখন মন্ত্রীর কর্ম্ম পেয়েচেন যে।

মাল। সত্য না কি?

বিনা। হাঁ, আজ হতে মন্ত্রীর ভার পেইচি।

মল্লি। আজ মন্ত্রীর ভার পেয়েচেন, কাল মন্ত্রীর ভাঁড় পাবেন।

মাল। মরণ আরকি! ভাতারের সঙ্গে ও কি লা?

মল্লি। তা রঙ্গ কর্‌বার জন্যে বুঝি পথের লোক ডেকে আন্‌ব? বলে

দাঁতে মিসি, দ্যাখন হাসি, চুলে চাঁপা ফুল।
পরে ধরে, পীরিত করে, মজাবে দু কুল॥

বিনা। ঠাকুর-ঝি, তুমি মল্লিকেকে পার্‌বে না, মল্লিকে আমাদের এক হাটে বেচ্‌তে পারে, এক হাটে কিন্‌তে পারে।

মাল। হ্যাঁ লা মল্লিকে, তুই ভাতার বেচ্‌তেও পারিস্, ভাতার কিন্‌তেও পারিস্?

মল্লি। কেন, তুমি কি তা জান না; তোমায় কত দিন যে কিনে এনে দিইচি।

বিনা। তোমরা ভাই, কেনাকিনি কর, আমি যাই; আমার হাতে অনেক কাজ।

মল্লি। কখন্ আস্‌বে? আজ্ নাই গেলে, আমি এখনি বাড়ী যাব।

বিনা। আমার অধিক রাত্ হবে না।

[প্রস্থান।

মাল। আহা! মল্লিকের মুখখানি চূন হয়ে গেচে; ভাতার রাজ-বাড়ী গেল, হয় ত রেতে আস্‌বে না।

মল্লি। আমি বুঝি তাই ভাব্‌চি? ভাই, রাত্রিদিন পরিশ্রম কল্লে শরীর থাকে? আজ্ বিকালে এসে ভাত খেয়েচে।

মাল। তা ভাবনা কি বন্, তোমার ঘর খালি থাক্‌বে না; জারে লিপি লিখেচ, তারে পাবে।

মল্লি। সক্ করে কেউ সতীন করে না; তোমার আপনার আঁটে না, আমায় দেবে। তুমি দিলেই কোন্ দিতে পার; তোমার রূপে সে কেমন মোহিত হয়েচে, সে আর কারো চায় না; তোমার চকে ভাই, কি আছে; আমি মেয়ে মানুষ, তোমার চক দেক্‌লে আমারি মন কেমন কেমন করে।

মাল। কত সাধই যায়।

মল্লি। হোঁদোল কুঁৎকুঁতে ধরণের আয়োজন সব হয়েচে ত?

মাল। সব হয়েচে, এখন এলে হয়।

মল্লি। আজ্ জগদম্বাকে ঠেঁটী পরাব, তবে ছাড়্‌ব।—খাঁচাখান কোথায় রেখেচ?

মাল। খিড়্‌কির দ্বারে আছে।

জলধরের প্রবেশ।

মল্লি। দিলেন দেবতা দিন, এত দিন পরে,
মাদারে মালতীলতা উঠিবে আদরে।
মাল। মলিন বদন, সুস্থির নয়ন, বচন সরে না মুখে,
কাঁপিতেছে অঙ্গ, এত বড় রঙ্গ, বল বল কোন্ দুখে।

জল। আমার বড় ভয় কচ্চে; আমি সদাগরকে নৌকায় উঠ্তে দেখিচি, তবু যেন আমার বোধ হচ্চে এই বাড়ীতে আছে; আমি দশ বার এগিয়েচি, দশ বার পেচিয়েচি।

মল্লি। না আপনার ভয় কি? আপনি ত কৌশলের ক্রটি করেন নি; আজ্ সন্ধ্যার পরে সদাগরকে এ খানে দেখ্তে পেলেই ত তারে কারাগারে দিতে পার্বেন।

জল। তার হাত হতে বাঁচ্লে ত তারে কারাগারে দেব?

মাল। তুমি নির্ভয়ে আমোদ কর; সদাগর এতক্ষণ কত দূর যাচ্ছে।

জল। এ খানে আমার গা ছুপ্ ছুপ্ করে; তুমি যদি আমার বৈটকখানায় যাও, তবে নির্ভয়ে আমোদ কত্তে পারি। আমি এ খানে ধরা পড়্লে প্রাণ হারাব।

মল্লি। এ কি! মহাশয়, প্রেমিকের এমন ধর্ম্ম নয়; সকল জোটাজোট করে, এখন পটোল তোলেন। আপনার কবিতা গেল কোথায়? আড়্নয়নের চাউনি গেল কোথায়?

জল। অজগর ভয়-সাপ হেরিয়ে কাঁদায়,
ডুবিয়াছে প্রেম-ভেক হৃদয়-ডোবায়;
ভেক যদি মাতা তোলে, জলের উপর,
কপ্ করে দেবে সাপ পেটের ভিতর।

মাল। আপনার কোন ভয় নাই, আপনি পরম-সুখে আমোদ করুন।

জল। কি আমোদ কর্ব?

মল্লি। তা কি আমাদের বলে দিতে হবে। আচ্ছা, একটী গান গাও।

জল। আচ্ছা গাই,—একটা খেমটা গাই,—

মালতীর মালা, গামছা হারায়ে এলেম ঘাটে।
তেলের বাটী গামছা হাতে, গিয়েছিলেম নাইতে,
পা পিচ্‌লে পড়ে গেলেম, বঁধোর পানে চাইতে।

মল্লি। আহা! জগদম্বা কত শিব-পুজো করেছিল, তাই এমন ভাল ভাতার পেয়েচে।

জল। তা সে বলে থাকে; তাই ত সে এত ঝকড়া করে।—তবে মালতি, সাধিলেই সিদ্ধি,

মালতী মালতী মালতী ফুল,

মজালে মাজালে—

[দ্বারে আঘাত।

(নেপথ্যে। মালতি, মালতি, দোর খোল, একটা কথা বলে যাই।)

জল। ঐ ত সদাগর; ওমা আমি কম্‌নে যাব; বাবা, মলেম। (মল্লিকের পশ্চাৎ লুক্কায়িত হইয়া) মল্লিকে, বাছা আমাকে রক্ষা কর। জগদম্বা বড় পেড়াপীড়ি করেছিল, তাইতে তোমাকে মা বলিচি; আজ্ মার কাজ কর, আমারে বাঁচাও—

(নেপথ্যে। ঘরে কথা কয় কেও? আমি না যেতেই এই; তুমি দোর খোল, তোমাদের সকলকে কীচক-বধ কর্‌চি।)

মাল। (গাত্রোত্থান করিয়া) ফিরে এলে যে? যদি কেউ দেখ্‌তে পায়, এখনি মন্ত্রীর কাছে বলে দেবে এখন।

জল। মালতী, আমার মাতা খাও, দোর খুলো না; আমি লুকুই; দোহাই তোমার! দোহাই তোমার! জগদম্বায় রাঁড় করো না।

মল্লি। পালঙ্গের নীচে যেতে পার না?

জল। দেখি—(চিত হইয়া শয়ন করে পালঙ্গের নীচে যাইতে চেষ্টা)—না, পেট ঢোকে না, ভুঁড়িটে বাধে।

মল্লি। মালতি, ঐ খানটা ছেটে দে।

জল। এখন রঙ্গের সময় নয়; আজ্ যদি বাঁচি, তবে রঙ্গের সময় অনেক পাওয়া যাবে।

মাল। মল্লিকে, ঐ কোণে ফরমাশে গ্যামলায় কোতরা গুড় আছে,

তাইতে ডুবিয়ে রাখ্; মুখ যদি ডুবুতে না পারেন, সে খানে একটা মুখশ আছে, সেইটে মুখে বেঁধে দে।

(নেপথ্যে। এক প্রহরে দোরটা খুল্‌তে পাল্লে না ?)

[সজোরে দ্বারে আঘাত।

জল। মল্লিকে এস এস।

জলধরের মুখে বিকট-মুখশ-বন্ধন—জলধরের গুড়ের ভিতর প্রবেশ—মালতীর দ্বার-মোচন—রতিকান্তের প্রবেশ।

রতি। (আমি ত জন্মের মত চল্লেম।—চুপি চুপি) ব্যাটা কি পাজি, অনায়াসে একটা লোকের সর্ব্বনাশ কর্‌তে সম্মত হয়েচে; আমার ইচ্ছে কচ্চে, তলয়ারের খোঁচা দিয়ে ওর পেট গেলে দিই।

মাল। আর কিছুই কত্তে হবে না, যেমন নষ্ট তেম্‌নি শাস্তি পাবে। তুমি ও ঘরে যাও, আমি দোর দিই।

রতি। মল্লিকে কোণে গিয়ে দাঁড়িয়েচেন কেন? আমার আর কথা কইবের সময় নাই।

[প্রস্থান।

মাল। মল্লিকে, এ দিকে আয়্ মন্ত্রিমহাশয়কে নিয়ে আয়্।

[গুড়ের গামলা হইতে জলধরের গাত্রোত্থান।

জল। গিয়েচে ত? রস, দেখি, গিয়েচে।—তুমি ভয় দেখাতে পাল্লে না, যে কেউ দেখ্‌তে পেলে রাজবিদ্রোহী বলে ধরে দেবে। আর ত আস্‌বে না? আঃ, এমন আটা গুড় ত কখন দেখি নি; আমার হাত গায়ের সঙ্গে জোড়া লেগে গেচে।

মল্লি। ওটা কিসের মুখশ?

মাল। ওটা হোঁদোল কুঁৎকুঁতের মুখশ।

জল। এ কথা নিয়ে খুব আমোদ কত্তে পাত্তেম, যদি ঠিক জান্‌তেম যে ব্যাটা আস্‌বে না; আমার একপ্রকার হৃৎকম্প হয়েচে।

মাল। আর ভয় কি?

জল। আমি গা হাত না ধুয়ে তোমার কর-পদ্ম ধারণ কত্তে পার্‌ব না।

মল্লি। হান্ কি; এখন একবার কর-পদ্ম ধারণ কর, "এতে গন্ধ-পুষ্পো" হয়ে যাক্।

মাল। তুই আর তামাসা করিস্ নে, তোর সম্পর্ক বিরুদ্ধ হয়েচে।

মল্লি। তা হলে তোমার যে বন্‌পো হল।

মাল। ও মা তাই ত!

জল। কুলীন বামণের ঘরে এমন হয়ে থাকে; তার জন্যে মনে কিছু দ্বিধা করে আমায় আবার সেই জগদম্বার হাতে নিক্ষেপ করো না।

মাল। এর ব্যবস্থা নিতে হবে।

জল। তা হলে আমার গুড়-মাখাই সার; খাওয়া ঘটে না।

মল্লি। হাঁঃ, পীরিত কত্তে আবার ব্যবস্থা নিতে হবে? তিথি নক্ষত্র দেখ্‌তে গেলে প্রেম হয় না; মন মজ্‌লেই হয়; বলে

রসিক নাগর, রসের সাগর, যদি ধন পাই।
আদর করে, করি তারে, বাপের জামাই॥

জল। বেশ্ ব্‌লেচ, বেশ্ বলেচ; আমার এতে মত আছে। আমি—

(নেপথ্যে। মালতি, আমার সন্দ হচ্চে, তোমার ঘরে মানুষ আছে; আমি এ ঘর ও ঘর সব খুঁজ্‌ব; তার পরে ঘরে আগুন দিয়ে দেশান্তরী হব।)

জল। এ বার, ও মা! এ বার কি কর্‌ব, কোথায় লুকাব? মল্লিকে চেঁচিয়ে কথা কয়ে আমার মাতাটী খেলে; এখন প্রাণরক্ষার উপায় কি?

মাল। সন্দ কল্লে কেমন করে; আমার গা ভয়ে কাঁপ্‌চে; ও ত এমন রাগী নয়, একটী কোপে মাতাটী দুখান করে ফেল্‌বে।

মল্লি। মন্ত্রিমহাশয়কে ও ঘরে—

জল। মন্ত্রী বলে চ্যাঁচাও ক্যান?

মল্লি। মন্ত্রিমহাশয়কে ও ঘরে লুকিয়ে রাখি।

মাল। ও ঘর আগে খুঁজ্‌বে।

(নেপথ্যে। মালতি, ধরা পড়েচ, আর ঢাক্‌লে কি হবে; দোর খোল; তা নইলে দোর ভেঙ্গে ফেলি।)

[দ্বারে পদাঘাত।

জল। ও মা! জগদম্বার যে আর নাই; সর্ব্বনাশ হল; প্রেম কত্তে প্রাণ খোয়ালেম—

মল্লি। (হাস্য-বদনে) জগদম্বার আর নাই—

জল। ওরে, আমি বলিচি, তার আর কেউ নাই।—আহা! ছেলে পিলে হয় নি, আমাকে নিয়ে সুখে আছে। এখন এ বিপদ্ হতে কেমন করে উদ্ধার হই। আহা! সেই সময়ে যদি মালতীকে মা বলি, তা হলে এমন করে মরণ হয় না!

মল্লি। তুমি জোর কর না; সদাগরকে মেরে তাড়িয়ে দাও; আমরা তোমার সাহায্য কর্‌ব!

জল। আমার তিন কাল গিয়েচে, এক কাল আছে; ওদের সঙ্গে কি জোরে পারি।—তোমরা বলো, আমি ঔষধ নিতে এইচি—

[দ্বারে পদাঘাত।

মাল। ভেঙ্গে ফেল্লে যে।—মল্লিকে ও ঘরে গদির তুলগুণ গাদা হয়ে পড়ে আছে, তার ভিতর মন্ত্রিমহাশয়কে লুকিয়ে রাখ্ গে; আমি কৌশল করে ও ঘরে যাওয়া রহিত কর্‌ব।

জল। আমি তুলর ভিতর ডুবে থাকি গে, নড়্‌ব না চড়্‌ব না; দেখ, যদি ও ঘরে রাখ্‌তে পার। তোমরা মেয়ে মানুষ, তোমরা ভাতারের ভাতার; যা মনে কর তাই কত্তে পার, তবে আমার কপাল।

মল্লি। আচ্ছা এস, তোমায় আমিই বাঁচাব।

জল। মালতি, তবে আমি চল্লেম, প্রাণ তোমার হাতে।

(নেপথ্যে। পুরুষের গলার শব্দ শুনৃচি যে; অ্যাঁ, কি সর্ব্বনাশ! বিদেশে না যেতেই এই বিড়ম্বনা!

এ কি রীতি রমণীর, লাজে যাই মরে,
না যেতে বিদেশে পতি, উপপতি ঘরে ;
বিহরে বিরহ হেতু, সতীত্ব সংহার ;
হায় রে অঙ্গনা তোর পায় নমস্কার !)

[দ্বারে পদাঘাত।

জল। আয়, বাছা আয়, ঘর দেখিয়ে দে, তুল দেখিয়ে দে,—
প্রেম পুত্‌লেম পাঁকের ভিতর, পলাই কেমন করে।
হাড়গোড়ভাঙ্গা-দ-টী হব, তাড়িয়ে যদি ধরে ॥

[মল্লিকের সহিত জলধরের প্রস্থান।

মালতীর দ্বারমোচন—রতিকান্তের প্রবেশ।

রতি। কি হল ?

মাল। গুড় আলকাতরায় অভিষেক হয়েচে ; মুখে মুখশ দেওয় হয়েচে ; এই বার তুল, শন, আর আবির দেওয়া হবে ; তার পর হোঁদোল কুঁৎকুঁতে পড়্‌বে।

রতি। ত্বরায় শেষ কর, ঘুম আস্‌চে।

মাল। তুমি মল্লিকের নাম করে চ্যাচাও।

রতি। মল্লিকে গেল কোথায় ? ও ঘরে বুঝি ?

মাল। মল্লিকে এখনি আস্‌বে, ও ঘরে যেও না।

রতি। যাব না কেন ? কেউ আছে না কি ?

মল্লিকের প্রবেশ।

মল্লি। সদাগর মহাশয়, আপনার কি সাহস, এখনো এ খানে রয়েচেন ?

রতি। তুমি ত মালতীকে ফাকি দিয়ে নির্জ্জনে বিহার কচ্চিলে।

মল্লি। আহা জলধরের এখন যে মূর্ত্তি হয়েচে, জগদম্বা দেখলে

বাবা বলে পলায়। আমরা বেশ রামযাত্রা কচ্চি, আমি সাজঘরের কর্ত্তা হইচি।

মাল। মল্লিকে, তুই খাঁচার চাবি নে,—(চাবি-দান)—বল্ গে সদাগর আজ্ গেল না, এস তোলায় খিড়্কি দিয়ে বার্ করে দিয়ে আসি। খিড়্কির আর খাঁচার দোর এক হয়ে আছে; যেমন বেরবে, অমনি খাঁচার ভিতর যাবে; আর তুই দোর দিয়ে চাবি দিবি।

মল্লি। শুভ কর্ম্মে বিলম্ব কি, চল্লেম।

[প্রস্থান।

মাল। তুমি যখন দ্বারে নাতি মাত্তে লাগ্‌লে, জলধরের যে কাঁপানি, আমি বলি ঘুরে পড়্ল।

রতি। আগে খাঁচার ভিতর যাক্, তার পর খুঁচিয়ে আদমারা কর্‌ব।

মাল। আমি আগে জগদম্বাকে ডেকে দেখাব; মাগী সে দিন আমার সঙ্গে যে ঝকড়া কল্লে। জলধরের যেমন বুদ্ধি, জগদম্বারও তেমনি বুদ্ধি; মাগী ভাবে তাঁর মহিসাসুরকে সকলেই ভালবাসে।

রতি। তা আশ্চর্য্য কি; মেয়ে মানষে কি না কত্তে পারে?

মাল। পোড়া কপাল আর কি, কথার শ্রী দেখ; যাদের ধর্ম্ম নাই, তারা সব করে; যাদের ধর্ম্ম আছে, তারা পতি বই আর জানে না, পর পুরুষকে পেটের ছেলের মত দেখে।

রতি। আমি কথার কথাটা বল্‌চি।

(নপথ্যে। পড়েচে, পড়েচে হোঁদোল কুঁৎকুঁতে পড়েচে; ও মালতি, শীঘ্র আয়, সদাগর মহাশয়কে সঙ্গে করে আন্।)

রতি। চল, চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজবাটীর সন্মুখ।

গুড়-তুলায় আবৃত, লোহ-পিঞ্জরে বদ্ধ জলধরকে বহনপূর্ব্বক চারিজন বাহকের প্রবেশ।

প্রথম। ওরে একেণ্ডা ভুঁই দে।—তেবু যাতি নেগল; হ্যাদি দ্যা, মোর কাঁদ ক্যাটে গেল, তেবু যাতি নেগল।

দ্বিতীয়। হ্যাঁ রা ও বেন্দা, বল্লি কতা কাণে করিস্ নে; মেজো তালুই যে ভুঁই দিতে বল্‌চে।—হুল্লা, টান্‌তি নেগল দ্যা।

তৃতীয়। দিতি চাস্ ভুঁই দে।—(লৌহ-পিঞ্জর ভূমিতে রাখিয়া)—কাঁদ ফুলে ঢিপিপানা হয়েচে; ভাল কাহারি কত্তি গিইলি; মুই বল্লাম চেড্‌ডেয় ঘাড়ে করিস্ নে; আট্টাতে হিমসিম খেয়ে যায়; মেজো তালুই এই কুঁদো চেড্‌ডেয় শ্বত্তি গেল।

চতুর্থ। হ্যাদি দ্যা, হ্যাদি দ্যা, স্মুন্দি খাড়া হয়ে দেঁড়িয়েচে। হ্যাঁ গা মেজো তালুই, এডা কি জানোয়ার কত্তি পারিস্?

প্রথম। কে জানে বাবু কি বলে,—সদাগর মশাই বল্লে—এই যে, দূর ছাই, মনেও আসে না—হাঁদোলের গুতো।

চতুর্থ। সমুন্দি হাঁদোলের গুতোই বটে।—পালে কনে গা?

প্রথম। আরে ও হল রাজার সদাগর; পাঁচ জায়গায় যাতি নেগেচে। কন্‌তে ধরে অ্যানেচে।

জল। (স্বগত) ভাগ্যে মুখশ দিয়েছিল, তা নইলে সকল লোক চিনে ফেল্‌ত। এখন একটু নাচি, কেঁউ কেঁউ করি, তা হলে লোকে

যথার্থই হোঁদোল কুঁৎকুঁতে বিবেচনা কর্‌বে। (নাচিতে নাচিতে) কেঁউ, কেঁউ, কঁউ, কেঁউ।

চতুর্থ। হ্যাদি দ্যা, হুল্লা, সুমুন্দি কুকুরির মত কেঁউ কেঁউ কত্তি নেগেচে।

প্রথম। হ্যাদে ও আর দিরি করিস্ নে; বোজা ওলাত্তি পাল্লিই খালাস। তুলে দে।

চতুর্থ। মেজো তালুই এট্টু দাঁড়া সুমুন্দির গায় গোটা দুই ঢ্যালা মারি।

[ছোট ছোট ইটের দ্বারা জলধরের পৃষ্ঠে প্রহার।

জল। (চীৎকার-শব্দে) উকু, কুউ, উকু, কুউ, কুউ, উকু, কুউ, কুউ, কুউ,।

[পিঞ্জরের চাল ধরিয়া ঝুলন।

তৃতীয়। সুমুন্দি বাজি কত্তি নেগ্‌ল।—মেজো তালুই, তোর হুঁচল নাটী গাচ্‌টা দে ত, সুমুন্দির গায় গোটা দুই খোঁচা লাগাই।

[যষ্টি গ্রহণ করিয়া খোঁচাপ্রদান।

জল। (চীৎকার-শব্দে) উকু কুউ, উকু কুউ, কুউ উকু, কুউ কুউ—খাব, মানুষ খাব, চারটে বেহারা খাব, হা করে চারটে বেহারা খাব, মাতাগুণ চিবিয়ে খাব।

প্রথম। তোরা [চেরো,—সুমুন্দিরি [দানোয় পেয়েচে,—চেরো, চেরো, খালে, খালে—

[চারিজন বাহকের বেগে প্রস্থান।

জল। বাবা! লাটীর গুতো হতে ত্রাণ পেলেম। আঃ, কি প্রেম করিচি; প্রেমের পিত্তি টেনে বার্ করিচি।

রতিকান্তের প্রবেশ।

রতি। বেহারা ব্যাটারা রাস্তায় ফেলে গিয়েচে।—মন্ত্রিমহাশয়, মালতী তোমায় ডেকেচে; আপনার কি অবসর হবে, একবার যেতে পার্‌বেন?

জল। তোর পায় পড়ি বাবা, আমারে ছেড়ে দে; আমি লাল দিগিতে গা ধুয়ে বাঁচি।

রতি। লাল দিগিতে যাবেন না, মাচ মরে যাবে; ও গুড় নয়, আলকাতরা।

জল। তুই আমার বাবা; তোর মালতী আমার মা, আমার চোদ্দ পুরুষের মা; তোর পায় পড়ি বাবা, আমারে ছেড়ে দে; আমি আর কখন কোন মেয়েকে কিছু বল্‌ব না; আমাকে ছেড়ে দাও, আমি খোঁচার হাত এড়াই।

রতি। তা হলে রাজার পীড়ার উপশম হয় কেমন করে?

জল। সে অনুমতি-পত্রখান ছিঁড়ে ফেল, আপদ্ যাক্।

রাজা, বিনায়ক ও মাধবের প্রবেশ।

মাধ। এ যে নতুন সদাগরি দেক্‌চি; এ কি জানোয়ার? এর নাম কি?

রতি। মহারাজের এই অনুমতি-পত্রে সকল ব্যক্ত হবে।

[অনুমতিপত্র-দান।

রাজা। আমার অনুমতি-পত্র!—বিনায়ক, পড় দেখি।

বিনা। (অনুমতি-পত্র-পাঠ)

সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রীরতিকান্ত সদাগর

কুশলালয়েষু

যেহেতু অপ্রকাশ নাই, যে, মহারাজ রমণীমোহন রাজ কার্য্য পরিহার-পুরঃসর সতত নির্জ্জনে ক্ষিপ্তের ন্যায় রোদন করেন। রাজ-কবিরাজ দক্ষিণ-রায় ব্যবস্থা দান করিয়াছেন, আরব-দেশোদ্ভব "হোঁদোল কুঁৎকুঁতে"র বাচ্ছার তৈল সেবন করিলে, মহারাজের রোগের প্রতীকার হইতে পারে। অপ্রকাশ নাই যে, আরব দেশ ভিন্ন অন্য স্থানে হোঁদোল কুঁৎকুঁতের বাচ্ছা পাওয়া যায় না। অতএব তোমাকে লেখা যায়, এই অনুমতি-পত্র প্রাপ্তিমাত্র তুমি আরব দেশে গমন করিবে; আর যত দিন

হোঁদোল কুঁৎকুঁতের বাচ্ছা না প্রাপ্ত হও, তত দিন রাজ্যে প্রত্যাগমন করিবে না। আগামী শনিবারে সূর্য্যাস্তের পর তোমাকে এ নগরে যদি কেহ দেখিতে পায়, তোমাকে রাজ-বিদ্রোহী বলিয়া গণ্য করা যাইবে ইতি।

রতি। মহারাজ, আমি অনেক পর্য্যটনে এই ধাড়ী হোঁদোল কুঁৎ-কুঁতে ধরে এনিচি, এইটী গ্রহণ করে আমাকে অব্যাহতি দেন।

রাজা। কি আশ্চর্য্য! এমত পাগলের অনুমতি-পত্রে আমার স্বাক্ষর হয়েচে!

মাধ। এ কিরূপ জানোয়ার কিছুই স্থির করিতে পার্‌তিচি না।—ডাক্‌তে পারে?

রতি। ডাক্‌তে পারে; মানুষের মত কথা কইতে পারে।

মাধ। সত্য নাকি? দেখি দেখি।

[যষ্টি দ্বারা গুতা-প্রহার।

জল। কোঁ, কোঁ, কোঁ, কোঁ,—(যষ্টির গুতা)—উকু, উকু, উকু, উকু—(যষ্টির গুতা) কুউ, কুউ, কুউ, কুউ।

মাধ। কথা কও, তা নইলে মুখের ভিতর লাটী দেব।

জল। কোঁ, কোঁ, কোঁ, কোঁ। (নৃত্য)

রাজা। যথার্থ জানোয়ার না কি?

মাধ। যথার্থ অযথার্থ গালে লাটী দিলেই জানা যাবে। (গালে লাটী দিয়া) বল্ কে তুই, বল্ কে তুই?

জল। আ—মি, আ—মি, আ—মি।

মাধ। আবার চুপ কল্লি। [লাটীর গুতা-প্রহার।

জল। আমি জল—আমি জলধর।

[সকলের হাস্য।

রাজা। এমন রসিক আর কে?

মাধ। আমি বলি একটা জালায় গুড় তুল মাখিয়ে এনেচে।—মন্ত্রি-বর, এরূপ রূপ ধারণ করেচেন কেন?

জল। আমি ধরি নি, ধরিয়েচে। এই বার আমার রসিকতা

বেরিয়ে গিয়েচে; মালতীর সহিত প্রেম কত্তে গিয়ে, মা বলে চলে এসিচি।—বাবা সদাগর, আমারে ছেড়ে দাও, আমি গা ধুয়ে বাঁচি।

রাজা। ইতিপূর্ব্বে তোমার রসিকতায় কোন রমণী বশীভূত হয়েছিল?

জল। শত শত।

রতি। এক বার জগদম্বাকে ডেকে আনি।

জল। সদাগর মহাশয়, তুমি আমার ধর্ম্ম-বাবা, আমারে রক্ষা কর; এর উপরে ঝ্যাঁটা হলে, আর আমি প্রাণে বাঁচ্‌ব না।

রাজা। তুমি যে বল, স্ত্রী-শাসনের প্রণালী কেবল তুমিই জান; তবে জগদম্বাকে ভয় কচ্চ কেন?

জল। মহারাজ, এখন পাঁচ রকম বলে, এ নরক হতে উদ্ধার হতে পাল্লে বাঁচি।

মাধব। তেল প্রস্তুত না করে ছাড়্‌বে কেমন করে?

জল। মাধব, আর রসান দিও না; আমার প্রাণ-বিয়োগ হল।

রাজা। ছেড়ে দাও।

মাধ। এস মন্ত্রিবর, বাইরে এস, কাম্‌ড়ো না।

রতি। তবে খুলি,—(পিঞ্জরের দ্বার মোচন, জলধরের বাহিরে আগমন এবং বেগে পলায়ন)।

মাধ। মার্, মার্, হোঁদোলকুঁৎকুঁতে পালাচ্চে, মার্।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

রাজা, মাধব, বিনায়ক, জলধর, গুরুপুত্র, ও পণ্ডিতগণ প্রভৃতির প্রবেশ।

গুরু। মহারাজ, আমাদিগের সকলের বাসনা, আপনি পুনর্ব্বার দার-পরিগ্রহ করিয়া পরমানন্দে রাজ্য করুন।

রাজা। যে বৃক্ষে একবার বজ্রাঘাত হয়, সে বৃক্ষ কখনই পুনঃ পল্লবিত

হয় না। আমি বিশাল বিটপীর ন্যায় সগৌরবে রাজ্য-অটবীতে বিরাজ করিতেছিলেম, আমার অঙ্গ, মনোহর শাখা প্রশাখায় রমণীয় কুসুম মুকুলে, সুশোভিত হয়েছিল; কিন্তু ফলের সময় বিফল হলেম; আমার মস্তকে বজ্রাঘাত হল, আমার ডাল পালা, ফুল মুকুল সকলি জ্বলিয়া গেল; আমি এ ক্ষণে দগ্ধ তরুর ন্যায় দণ্ডায়মান আছি, সত্বরে ধরাশায়ী হব। হে গুরুপুত্র, হে পণ্ডিতমণ্ডলি, হে সভাসদ্গণ, হে প্রজাবর্গ, আমি অতি নরাধম, মূঢ়, পাপাত্মা। পতিপ্রাণা বড় রাণী গর্ভবতী হলে, ছোট রাণী এবং জননী তাঁহাকে অতিশয় তাড়না করিলেন, আমি তাড়না রহিত করা দূরে থাকুক, বড়রাণীকে মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা দিতে উদ্যত হয়েছিলেম; সেই অভিমানে প্রাণেশ্বরী আমার বিরাগিণী হলেন। তাঁহাকে কেহ বধ করে নি।

গুরু। মহারাজ, রাজা রাজড়ার কাণ্ড, সকলে সকল ঘটনা প্রকৃত বুঝ্তে পারে না, নানারূপ কথা উত্তোলন করে; কেহ বলে বড় রাণী বিষ পান করে প্রাণত্যাগ করেচেন, কেহ বলে ছোট রাণী তাঁহাকে বিষ খাওয়াইয়ে হত্যা করেচেন।

প্রথম পণ্ডিত। রাজ্যের ভিতর জনশ্রুতি এই,—বড় রাণী অভিমানে ভোগবতী নদীতে ডুবে মরেচেন। এমন ঘটনা অনেক ঘটেচে; সে জন্য মহারাজের কাতর হওয়া উচিত নয়।

গুরু। মহারাজের পুণ্যের সংসার, এই সংসারে কি স্ত্রীহত্যা সম্ভব হয়? বিশেষ, স্বর্গীয় রাণীরে অতি ধর্ম্মশীলা, তাঁহারা এমন কর্ম্ম কথনই করিতে পারেন না।

মাধব। গুরুপুত্র মহাশয়ের মুখখানি বাজীকরের ঝুলি,—ফু উড়ে যা, কাজ্লে আক্ হ, ফু উড়ে যা, সিউলি পাতা হ।—আপনি সে দিন বলেচেন নিষ্ঠুর রাজমাতা এবং নির্দ্দয়া ছোট রাণী ধর্ম্মশীলা পতিপরায়ণা বড় রাণীকে বিনাশ করে বাড়ীতে পুতে রেখেচে, আজ্ বল্চেন স্বর্গীয় রাণীরে ধর্ম্মশীলা,—

রাজা। (দীর্ঘ নিশ্বাস) জগদীশ্বর!

প্রথম পণ্ডিত। মাধব, এমন কথা মুখে এন না।

দ্বিতীয় পণ্ডিত। মহারাজ, মাধব অমূলক কথা কিছুই বলে নি, সকল লোকে বলে থাকে—আপনারা গর্ভিণী বড় রাণীকে বধ করে বাড়ীতে পুতে রেখেচেন।

রাজা। হে সভাসদ্গণ, আমি রাজকার্য্য পরিহারপূর্ব্বক কল্য বনে গমন কর্‌ব ; এ ক্ষণে আমি যাহা ব্যক্ত কর্‌ব তাহা স্বরূপ। আমি বড় রাণীকে অতিশয় যন্ত্রণা দিয়েছিলেম, আমি তাঁহার যৎপরোনাস্তি অপমান করেছিলেম, আমি বিমূঢ় কাপুরুষের ন্যায় তাঁহার বিমল সতীত্ব স্ফটিককুম্ভে অঙ্ক-প্রদানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেম, সেই জন্যই তিনি রাজ-সিংহাসন পরিত্যাগ করে আত্মহত্যার উপায় কর্‌লেন। যদ্যপিও বড় রাণীকে আমি কিংবা অপর কেহ বধ করে নি, কিন্তু স্ত্রীহত্যা, পুত্রহত্যার যে পাতক তাহা আমার সম্পূর্ণ হয়েচে। বড় রাণী বাড়ীতেও মরেন নি, বনে গিয়েও মরেন নি। তাঁর প্রেরিত পত্রী আমি পাঠ করি, সভাস্থ লোক শ্রবণ কর। (সুবর্ণ কৌটা হইতে পত্রী গ্রহণপূর্ব্বক পাঠ)

প্রাণেশ্বর !

হতভাগিনীর প্রাণ হত হয় নি, জন্মদুঃখিনীর জীবন যমালয়ে যায় নি, শমন আগমন করেছিলেন, কিন্তু অধীনীর উদরে রাজপুত্রের অবস্থান দৃষ্টে—(দীর্ঘ নিশ্বাস)

বিনায়ক পাঠ কর (লিপি দান)

বিনা। (লিপি পাঠ)।

প্রাণেশ্বর !

হতভাগিনীর প্রাণ হত হয় নি, জন্মদুঃখিনীর জীবন যমালয়ে যায় নি ; শমন আগমন করেছিলেন, কিন্তু অধীনীর উদরে রাজপুত্রের অবস্থান দৃষ্টে তৎক্ষণাৎ রিক্তহস্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন ! প্রাণনাথ ! পতি পতিপরায়ণা কামিনীর প্রণয়মন্দিরের একমাত্র পরমারাধ্য দেবতা ; পতির চরণ-সেবা সতীর সুবর্ণ ভূষণ ; পতির পূজা সতীর জীবনযাত্রা ; পতির আদর সতীর

সুখসিন্ধু ; পতির প্রেম সতীর স্বর্গ। এমন সুখাবহ-স্বামিসুখ-বঞ্চিতা বনিতার বেঁচে থাকা বিড়ম্বনামাত্র। এই বিবেচনায় মর্ম্মান্তিক বেদনাতুর জীবন জীবনে বিসর্জ্জন দেওয়াই স্থির করেছিলেম ; আমার জীবনে আমার সম্পূর্ণ অধিকার ; যখন স্বামিসেবায় একবারে নিরাশ হলেম, তখন অপদার্থ জীবন রাখায় ফল কি ? কিন্তু আমার গর্ভস্থ রাজপুত্রের প্রাণের উপর আমার কোন অধিকার ছিল না ; অভাগিনীর অপকৃষ্ট প্রাণ বিনষ্ট করিতে গেলে রাজপুত্রের উৎকৃষ্ট প্রাণ বিনাশ হয়, সুতরাং প্রাণসংহারে বিরত হলেম।— সাত মাস কাঙ্গালিনী মলিনবেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলাম। আজ সাত দিন, যে রাজপুত্রের প্রাণানুরোধে জীবিত আছি, সেই রাজপুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন। প্রাণনাথ ! আমি পুত্র প্রসব করিয়াছি,—রাজপুত্র তোমার পুত্র, আমার প্রাণপতির পুত্র, আমার প্রিয় রমণীমোহনের পুত্র। তুমি যে নামটী অতি সুশ্রাব্য বলিয়া ব্যক্ত করেছিলে, পুত্রকে সেই নাম দিয়াছি। খোকা আমার কোল আলো করে বসে আছেন, আমার লতামণ্ডপে শত চন্দ্রের উদয় হয়েছে ; আমার প্রাণ আনন্দ-সলিলে অবগাহন করিতেছে। এমন ভুবনমোহন রূপ আমি কখন দেখি নি ; তোমার মত মুখ হয়েচে, তোমার মত হাত হয়েচে, তোমার পায়ের মত পা হয়েচে,—খোকা তোমার অবয়ব-অনুরূপ, যেমন প্রজ্বলিত প্রদীপ হইতে দীপ জ্বালিলে সম্পূর্ণ অনুরূপ হয়। আমার অন্তঃকরণ কৃতজ্ঞতারসে আর্দ্র হইতেছে। তুমি সপত্নীকে সোণা দিয়েচ, মুক্তা দিয়েচ, হীরক দিয়েচ, রাজসিংহাসন দিয়েচ ; কিন্তু তুমি আমায় অপার-আনন্দপ্রদ দেবতাদুর্ল্লভ পুত্ররত্ন দান করেচে ; সপত্নী যে পরিমাণে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে, তার শত গুণে আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা আবশ্যক। স্ত্রী-ভাগ্যে ধন, স্বামিভাগ্যে পুত্র ;—তোমার ভাগ্যে আমি এমন অমূল্য নিধি

কোলে পেয়েচি। প্রাণনাথ! আবার আমার হৃদয়ে আক্ষেপ-ক্ষীরোদ উথলিয়া উঠিতেছে, নয়ন দিয়া খেদপ্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে। আমার কাঁদিবার কারণ কি? আমি কি সপত্নীর একাধিপত্য-বিবেচনায় কাঁদিতেছি? আমি কি রাজসিংহাসন হইতে বিবর্জ্জিত হইয়াছি বলিয়া কাঁদিতেছি? আমি কি তোমার দুঃসহ দারুণ বিরহে কাঁদিতেছি? না নাথ! তা নয়। সে রোদন সাত মাস সংবরণ করিয়াছি। আমার নয়ন হইতে নব সলিল নিপতিত হইতেছে; আমি এমন অকলঙ্ক সোণার চাঁদ প্রসব করিয়াছি, প্রাণপতিকে দেখাইতে পারিলাম না;—আমি একবার জনমনোরঞ্জন নয়ননন্দন নবশিশু বক্ষে করিয়া তোমার সমক্ষে দাঁড়াইতে পেলেম না;—আমি সানন্দে, সগৌরবে, সহাস্যবদনে প্রাণ-পুত্রকে হাতে হাতে তোমার কোলে দিতে পেলেম না,—আমি একবার তোমার কাছে বসে প্রাণ-পুত্রকে স্তনপান করাইতে পার্‌লেম না;—এই জন্যে আমার সুখের সহিত বিষাদ হইতেছে। তোমায় ছেলে দেখাইতে আমার প্রাণ সাতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে: আমি ইচ্ছা করিতেছে, এই দণ্ডে প্রিয়পুত্র কোলে করিয়া তোমার নিকট গমন করি, কিন্তু সাহস হয় না। সপত্নী আমার পুত্রকে অনাদর করুন তাহাতে আমার হৃদয়ে ব্যথা জন্মিবে না, শাশুড়ী আমার পুত্রকে অনাদর করুন, সে দুঃখ অনেক ক্লেশে সহ্য করিতে পারিব, কিন্তু পাছে তুমি তাঁহাদের মনস্তুষ্টির জন্য এ আদরের ধনে অনাদর কর, তা হলে যে তদ্দণ্ডেই আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইবে, এই কারণে রাজভবনে গমন করিতে পরাঙ্মুখ হইলাম। প্রাণবল্লভ! রমণীর প্রেম বিপুল পয়োধি, অনাদর-নিদাঘ-তাপে শুষ্ক হইবার সম্ভাবনা নাই। যে হস্ত অসিলতা ধারণ করিয়া প্রাণসংহার করিতে যায়, সেই হস্ত গৃহপালিত কুরঙ্গিণী আনন্দে অবলেহন করে; সেইরূপ যে পদ দ্বারা প্রাণপতি প্রণয়িনীকে দলনা করেন, পতিপ্রাণা

প্রণয়িনী অবিচলিত-ভক্তি সহকারে সেই পদ-পুণ্ডরীক চুম্বন করে। প্রাণনাথ! ভবনে থাকি আর কাননে থাকি, আমি তোমারি দাসী। দাসীর জীবন প্রায় শেষ হইয়াছে; পতির বিরহে সতী ক দিন বাঁচে? কুলহারা কুলকামিনী, যূথহারা কুরঙ্গিণীর ন্যায়, অচিরাৎ ধরাশায়িনী হয়; সরোবর ছাড়িলে সরোজিনী সহসা স্পন্দহীন হয়। জীবিতেশ্বর! দাসীর সুখেরও শেষ নাই, দুঃখেরও শেষ নাই; দাসীর জন্যে দাসী কিছুমাত্র চায় না; যদি কালসহকারে করুণাময়ের কৃপায় আমার পুত্র তোমার সমক্ষে দাঁড়ায়, পুত্র বলে কোলে লইয়া মুখচুম্বন করো, দাসীর এই একমাত্র ভিক্ষা। ইতি

তোমার পতিরতা প্রমদা।

রাজা। হে সভাসদ্‌গণ, আমি বড় রাণীর এবং আমার প্রিয় পুত্রের ক্রমাগত ষোড়শ বৎসর অনুসন্ধান করিয়াছি; আমি পতিরতা প্রমদার অন্বেষণে নানা বনে, নানা নগরে, নানা রাজ্যে লোক প্রেরণ করিয়াছিলাম; কোথাও আমার প্রাণাধিকা প্রমদার সন্ধান পাওয়া গেলনা। অবশেষে হরিদ্বারে জনশ্রুতিতে জানা গেল, প্রমদা প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; প্রাণপুত্রকে পারস্য দেশে ক্রয় করিয়া লইয়া গিয়াছে। আমি আপন দোষে এমত পতিপ্রাণা নারীরত্নের অপচয় করিলাম; আমি আপন দোষে এমন পবিত্র পুত্র হইতে বঞ্চিত হইলাম। আমার কি আর সংসার আশ্রম সম্ভবে? আমি কি আর মনকে কিছু দিয়া তুষ্ট করিতে পারি? যে বন একদা আমার পুত্রের জ্যোতিতে আলোকময় হইয়াছিল, আমি সেই বনে গমন কর্‌ব। তোমরা এ নরাধমকে, এ স্ত্রীপুত্রহত্যাকারী পাপাত্মাকে, এ রাজ্যে থাকিতে অনুরোধ করো না।

গুরু। মহারাজ, আমাদিগকে একেবারে অনাথ করিয়া বনে গমন করা বিধি হয় না; আমাদিগের আর কেহ নাই; মহারাজ বনে গমন করিলে রাজ্য একেবারে ছার খার হয়ে যাবে।

বিজয়ের হস্তবন্ধন রজ্জু ধারণপূর্ব্বক দুই জন প্রহরী এবং বিদ্যাভূষণের প্রবেশ

বিদ্যা। দোহাই মহারাজের! দোহাই মহারাজের! হাঘরেদের উপদ্রবে আর কেহ মেয়ে লয়ে ঘর করিতে পারে না। মহারাজ, এই বেল্লিক ব্যাটা বিষম হাঘরে, আমার বাড়ীর সর্ব্বস্ব অপহরণ কর্‌তে প্রবৃত্ত হয়েচে।

মাধব। আহা! আহা! বিদ্যাভূষণ এমন কোমল করেও রজ্জুদান করেছ! (বন্ধন মোচন করিয়া) ইনি অতি পুণ্যাত্মা তাপস, ইনি কি কাহারো দ্রব্য অপহরণ করেন।

বিদ্যা। মহারাজ, দশ দিন বারণ কারচি, আমার বাড়ীর দিকে গমন করিস্‌নে; বেল্লিক ব্যাটা যেটা বারণ করি সেইটী অগ্রে করে। কাল্ আমার মেয়েকে ভুলায়ে লয়ে গিয়েচে, তাই ওর হাতে দড়ী দিয়ে রাজসভায় লয়ে এসিচি।

মাধব। আপনার মেয়ের কি করেচেন?

বিদ্যা। সে বালিকা, তার বোধ কি?

মাধব। আপনারা বামন জাত্, 'কুকুর মারেন, হাঁড়ী ফেলেন না'।

রাজা। বিদ্যাভূষণ, তুমি এমন নবীন তাপসকে কি জন্য পীড়ন করিতেছ? আহা! বাছার মুখ দেখ্‌লে স্নেহে হৃদয় পরিপূর্ণ হয়। কি অলৌকিক রূপ! যেন সুমিত্রা-নন্দন জটাবল্কল পরিধান করে রাজসভায় দাঁড়িয়েচেন

বিদ্যা। মহারাজ, হাঘরেরা এক্ষণে ঐরূপ বেশ করে, দেশ লণ্ডভণ্ড কর্‌তেচে; আপনি দেশপালক, এই ব্যাটাকে দ্বীপান্তর করে আমার বাড়ী নিষ্কণ্টক করিয়া দেন।

রাজা। কি অপরাধে এ নিদারুণ দণ্ড বিধান করি?

বিদ্যা। মহারাজ, আমার কামিনীকে এই ব্যাটা হাঘরে যাদু করেচে। কামিনী রাজসিংহাসন অবজ্ঞা করে, হাঘরের গৃহিণী হতে উন্মত্তা হইয়াছে। তার অঙ্গুলে মন্ত্রপূত করে একটা অঙ্গুরী দিয়াছে, তাহাতেই কামিনী একেবারে পাগল হয়ে গিয়েচে। আমি গোপনে দাঁড়ায়ে দেখিচি, কামিনী সেই অঙ্গুরী চুম্বন করে, আর, হা তপস্বিন!

হা তপস্বিন্! বলিয়া রোদন করে। মহারাজ এই হাঘরে ব্যাটাকে দ্বীপান্তর করুন, নচেৎ বিদ্যাভূষণ মহারাজের সমক্ষে গলায় ছুরি দিয়ে মর্‌বে।

রাজা। আচ্ছা, স্থির হও। হে নবীন তপস্বিন্, তোমার যদ্যপি কিছু বক্তব্য থাকে, তবে এই সময় বল।

বিদ্যা। মহারাজ, ও আর বল্‌বে কি? ওরে বলুন ও সেই অঙ্গুরীটে ফিরে লউক, সেই আংটিটে যাদু-মাখা।

মাধব। দেখ, যেন তোমার বিদ্যাভূষণীকে ছোঁয়ায় না।

রাজা। তোমার কন্যা কামিনী কি তপস্বিনীর সহিত গমন করেচেন?

বিদ্যা। মহারাজ, কামিনী ছেলে মানুষ, বালিকা, কৌতুকাবিষ্ট হয়ে এই বেল্লিক ব্যাটার মাকে দেখ্‌তে গিয়েচে। সে মাগী হাঘরের শেষ, কারো সহিত কথা কয় না, কেবল রাত্রিদিন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, কার সর্ব্বনাশ কর্‌ব, এই চিন্তা করে।

রাজা। বিনায়ক, তুমি দুই-জন ব্রাহ্মণী সমভিব্যাহারে তপস্বিনীর ঘরে গমন কর; তপস্বিনীকে এবং কামিনীকে রাজসভায় আনয়ন আবশ্যক, নতুবা যথার্থ বিচার হয় না। [বিনায়কের প্রস্থান।

বিদ্যা। সে হাঘরে মাগী কখনই এ খানে আস্‌বে না; আমি আজ্ দশ দিনের মধ্যে তার সহিত একবার সাক্ষাৎ কর্‌তে পার্‌লেম না।

রাজা। হে তপস্বিন্, বোধ করি তোমার মনোহর রূপলাবণ্যে স্বরূপা কামিনী বিমোহিত হইয়া, তোমায় পতিত্বে বরণ করেচেন; তোমা কর্ত্তৃক কুলকামিনী কৌশলে অপহরণ সম্ভবে না।

বিজ। মহারাজ, আমি তপস্বী, বনবাসী, কন্দমূলফলাশী—

মাধব। ওহে বাবাজি, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,—বলি ফল মূলে পেট ভরে ত?

বিজ। মহারাজ, তপস্বীরা পরম সুখী;—ভার্য্যার ভাবনা ভাবিতে হয় না, সন্তানের ভাবনা ভাবিতে হয় না, চোরের ভয় নাই, দস্যুর ভয় নাই, রোগের ভয় নাই, শোকের ভয় নাই। তাহারা পরমানন্দে অনুত্যক্তচিত্তে পরম ব্রহ্মের ধ্যান করে। সহসা কোন ব্যক্তি এমন পবিত্র

ব্যবসায়কে সহস্র-শোক-সমাকুল সংসারাশ্রমের সহিত বিনিময় করে না। আমি সরলা কামিনীকে সোণার চক্ষে দেখ্‌লেম; মন বিমোহিত হয়ে গেল; কামিনীর জন্যে তপস্বিবৃত্তি পরিত্যাগ করে সংসারী হতে প্রবৃত্ত হইচি। মহারাজ, কামিনীও আমাকে শুভদৃষ্টিতে দর্শন করেচেন; তিনি একদিন নির্জ্জনে তপস্বিনীর বেশ ধারণ করে জগদীশ্বরের ধ্যান করিতেছিলেন, আমি তাহা দর্শন করে তাঁর মনের ভাব বুঝ্‌তে পার্‌লেম এবং বিবাহের কথা ব্যক্ত কর্‌লেম। কামিনীর জননী সম্মতি দান করিয়াছেন; এক্ষণে কামিনীর পিতা মত দিলেই পরম-সুখে পরিণয় হয়।

বিদ্যা। সব মিথ্যা, সব মিথ্যা, সব মিথ্যা; ব্রাহ্মণীকেও যাদু করেচে।

গুরু। তোমার মাতার মত্ হয়েচে?

বিজ। মহাশয়, আমার সপ্তদশ বৎসর বয়স্ হইয়াছে, আমি ইহার মধ্যে আমার চিরদুঃখিনী জননীর মুখে কখন হাসি দেখি নি; কিন্তু মিষ্টভাষিণী কামিনীকে ক্রোড়ে করে তাঁহার বিরস বদনে সরস হাসির উদয় হয়েচে; তিনি কামিনীকে পেয়ে পরম-সুখী হয়েচেন।

রাজা। তোমার নাম কি?

বিজ। আমার নাম বিজয়।

বিদ্যা। মহারাজ, হাঘরের মিষ্ট কথায় ভুল্‌বেন না; ঐ দেখুন, বেল্লিক ব্যাটার হস্তে আলতা মাখা।

রাজা। (বিজয়ের হস্ত ধারণ করিয়া) কই, কই? (দীর্ঘ নিশ্বাস)।

গুরু। মহারাজ, সিংহাসনে উপবেশন করুন।—এ কি! এ কি! মহারাজের শরীর রোমাঞ্চিত হয়েচে, বদনমণ্ডল মলিন হয়েচে,—

রাজা। হা জগদীশ্বর!—বিদ্যাভূষণ, যদ্যপি তোমার ব্রাহ্মণীর এবং কামিনীর মত্ হইয়া থাকে, তবে এমন সুপাত্রে কন্যা দান কত্তে অমত করা কখন উচিত নয়।

বিদ্যা। মহারাজ, বলেন কি; ও কখন তপস্বী নয়, ও হাঘরের ছেলে; বিবাহের নাম করে হাঘরে মাগী কামিনীকে লয়ে যাবে, তার পরে কোন সহরে গিয়ে বিক্রয় কর্‌বে।

রাজা। আমার বিবেচনায় কামিনী যেমন পাত্রী, বিজয় তেমনি পাত্র; কামিনী যদি আমার কন্যা হত, আমি বিজয়কে দান কত্তেম।

বিদ্যা। মহারাজ বলেন কি, আপনাকেও যাদু কল্লে না কি? আপনি হাঘরের হস্ত স্পর্শ করে ভাল করেন নি। হা পরমেশ্বর! এমন আশা দিয়ে নিরাশ কল্লে।—হয়েচে, আমার রাজশ্বশুর হওয়া হয়েচে!

রাজা। বিদ্যাভূষণ, আমি স্ত্রী-পুত্র হত্যা করিচি, আমি সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হেতু কল্য বনে গমন কর্‌ব; সংসার করা দূরে থাকুক, সংসারে আর ফিরে আস্‌ব না। আমি বড় রাণীর বিরহে ব্যাকুল হইয়াছি, আমি আর জনসমাজে থাকব না। আমার পরামর্শ গ্রহণ কর, কামিনীকে এই মনোহর পাত্রে সম্প্রদান কর।

বিদ্যা। কখন হবে না, কখন হবে না, দোহাই মহারাজের! হাঘরের ছেলে কামিনীর পাণিগ্রহণ কখন কর্‌তে পাবে না।—

বিনায়কের সহিত কামিনী ও আবৃতমুখী তপস্বিনীর প্রবেশ।

আমি বলি হাঘরে মাগী আস্‌বে না; মাগী কি একটা নূতন অভিসন্ধি করেচে। মহারাজ, ঐ দেখুন কামিনী সেই আংটি হাতে দিয়ে রেখেচে।

রাজা। দেখি মা কামিনী, তোমার হাতের আংটি দেখি। (কামিনীর নিকট হইতে অঙ্গুরীয়-গ্রহণ)। তোমায় এ আংটি কে দিয়েচে?

কামি। বিজয়—তপস্বী দিয়েচেন।

রাজা। (তপস্বিনীর চরণ অবলোকনপূর্ব্বক অঙ্গুরীয় চুম্বন করিয়া) এ আমার অঙ্গুরী। (তপস্বিনীর চরণ ধরিয়া) প্রেয়সি, অপরাধ ক্ষমা কর, প্রেয়সি, অপরাধ ক্ষমা কর, প্রেয়সি, অপরাধ ক্ষমা কর; প্রেয়সি, তোমার বিরহে আমি বনবাসী হতেছিলাম—

তপ। (মুখাচ্ছাদন মোচনপূর্ব্বক রাজার হস্ত ধরিয়া) প্রাণনাথ!—হৃদয়বল্লভ!—জীবিতেশ্বর!—আমি কি তোমায় দেখ্‌তে পেলেম? দাসী কি আবার পাদপদ্মে স্থান পাবে? ওঠ, ওঠ, প্রাণনাথ, ওঠ!

সকলে। (উচ্চ-স্বরে) বড় রাণী, বড় রাণী!

রাজা। প্রাণেশ্বরি, হে পতিব্রতে প্রমদে, হে সতীত্বময়ি, তোমার অকৃত্রিম-প্রগাঢ়-পবিত্র-প্রণয়ানুরোধে এ পাপাত্মার অপরাধ ক্ষমা কর, মূঢ়মতির নৃশংস আচরণ বিস্মৃত হও।

গুরু। মহারাজের অতিশয় ঘর্ম্ম হচ্চে, মূর্চ্ছিতপ্রায় হয়েচেন; মা, বাতাস দেন।

তপ। (বল্কল দ্বারা বায়ু সঞ্চালন করিতে করিতে) প্রাণনাথ, দাসীর কোন কথা মনে নাই। এত কাল দাসীর আর কোন চিন্তা ছিল না; কেবল এইমাত্র কামনা ছিল, কত দিনে কি প্রকারে তোমার পদ সেবায় অধিকারিণী হবে। হৃদয়বল্লভ, তোমার মুখমণ্ডল দেখে আমার দগ্ধ দেহ শীতল হল; আমার মৃত প্রাণ সজীব হল; আমার সমক্ষে চক্ষের জল ফেল না। আমি আপন শরীরে সকল ক্লেশ সহ্য করিতে পারি, আমি তোমার মুখ মলিন দেখ্‌তে পারি নে; তোমার কোন ক্লেশ হলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়।

রাজা। ধিক্ আমার জীবনে, ধিক্ আমার বিবেচনায়, ধিক্ আমার রাজত্বে। আমি এমন সরলা সুশীলা ধর্ম্মপরায়ণা ধর্ম্মপত্নীকে অবমাননা করিয়াছি; আমি এমন পতিপ্রাণা বিশুদ্ধাচারিণী পাটরাণীর অনাদর করিয়াছি; আমি এমন শান্তস্বভাবা সুলক্ষণা রাজলক্ষ্মীকে অলক্ষ্মীর ন্যায় অবহেলা করিয়াছিলাম। আহা! আহা! প্রাণ আমার ওষ্ঠাগত হল, অনুতাপ-অনলে হৃদয় দগ্ধ হয়ে গেল! প্রাণাধিকে, আমি আর এ পাপ দেহ রাখ্‌ব না; আমি আর আমার অপবিত্র হস্ত দ্বারা তোমার পবিত্র চরণ দূষিত কর্‌ব না। (চরণ ছাড়িয়া) আমি যে মানসে আজ্ রাজসভা করিয়াছি সেই মানসই সমাধান করব, আপনাকে আপনি নির্ব্বাসন কর্‌ব

তপ। (জানু ভর করিয়া উপবেশনানন্তর রাজার হস্ত ধারণপূর্ব্বক) জীবিতনাথ, ধৈর্য্য অবলম্বন কর; দাসীর বিনতি রক্ষা কর; সেবিকার বচনে কর্ণপাত কর। প্রাণেশ্বর, আমি তোমার মুখকমল মলিন দেখে দশ দিক্ অন্ধকার দেখিতেছি; আমার প্রাণ বিয়োগ হয়ে যাইতেছে! আমি সতের বৎসর মলিনবেশে দেশে দেশে পথের কাঙ্গালিনী হয়ে বেড়াইতে-

ছিলাম, তাতে আমার এত ক্লেশ হয় নি, তোমার মুখচন্দ্র বিবর্ণ দেখে যত ক্লেশ হচ্চে। প্রাণকান্ত, শান্ত হও, আর রোদন করো না; চক্ষের জলে বুক ভেসে যাচ্চে। প্রাণনাথ, চক্ষের জল মোচন কর; দাসীকে গ্রহণ কর, দাসীকে পদসেবায় নিযুক্ত কর, দাসীর মনোরথ পূর্ণ কর।

রাজা। প্রাণাধিকে, স্নেহময়ি, আমার দোষের কি মার্জ্জনা আছে? তবে, তোমার প্রেম বিপুল পয়োধি, তোমার স্নেহের সীমা নাই, এই বিবেচনায় জীবিত থাক্‌তে বাসনা হচ্চে। আমি তোমায় যার পর নাই অসুখী করিচি, কিন্তু তুমি সুখময়ী; তোমার চিত্ত নির্ম্মল, তোমার আত্মা পবিত্র; তুমি সতত আমার সুখ অনুসন্ধান করেচ; তুমি অতঃপরও আমায় সুখী করবে তার আর সন্দেহ কি?

বিজয়। (রাজার চরণ ধরিয়া) পিতঃ রোদন সংবরণ করুন, বাবা আর কাঁদ্‌বেন না। গাত্রোত্থান করুন, রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হউন; আমি পরমানন্দে মনের সুখে আপনার চরণ সেবা করি। বাবা, আপনার পাদপদ্ম দর্শন করে আমার জন্ম সফল হল; আমার প্রাণ প্রফুল্ল হল। শিশুকালে যদি কোন দিন আধ বোলে বাবা বল্‌তেম, আমার চিরদুঃখিনী জননীর চক্ষে অমনি শত ধারা বহিত; শ্যামা আমার মুখ হাত দিয়ে চেপে ধর্‌ত, এমন স্নেহপূর্ণ বিমল বাবা শব্দ আমায় বল্‌তে দিত না। আজ্ আমার শুভ দিন, আজ্ আমার জীবন সার্থক, আজ্ আমি প্রেমাস্পদ পরম উপাস্য পিতার পাদপদ্ম দর্শন কর্‌লেম। আর আমি অনাথ নই, আর আমি বনবাসী নই, আর আমি কাঙ্গালিনীর ছেলে নই; আমি পুত্রগতপ্রাণ পিতাকে প্রাপ্ত হইচি।

রাজা। (বিজয়কে আলিঙ্গনপূর্ব্বক মুখ চুম্বন করিয়া) আহা! যার পুত্র আছে সেই জানে পুত্রমুখ চুম্বন করিলে কি লোকাতীত পরম প্রীতি জন্মায় (বিজয়ের মুখচুম্বন)। আহা! পুত্রের মুখাবলোকন করিলে চক্ষের পল্লব পড়ে না, ইচ্ছা হয় যাবজ্জীবন স্থির-নেত্রে মুখচন্দ্রমা নিরীক্ষণ করি। জগদীশ্বর! তোমার অনন্ত মহিমা, তোমার করুণার শেষ নাই; হে করুণ নিধান, দয়াসিন্ধো, মঙ্গলময়, আমার হারা ধন বিজয়কে চিরজীবী কর,—

তুমিই আমার বিজয়ের গৃহধর্ম্মে, রাজকর্ম্মে,প্রজাপালনে উপদেষ্টা হও। হে অনাথনাথ, তুমিই আমার বিজয়কে এত দিন ভয়াবহ অরণ্যে রক্ষা করিয়াছ,তুমিই আমার বিজয়কে বাঘের মুখ হইতে বাঁচায়ে রেখেচ,তুমিই আমার বিজয়কে দুর্গম বনে আহার দিয়াছ; হে পতিতপাবন, পাপাত্মার বক্ষে বিজয় এসেচে বলে বিজয়কে কুপথে পাতিত করো না। আহা! আমি কি পাষাণ-হৃদয়, কি নিষ্ঠুর! আমার জীবনসর্ব্বস্ব পুত্ররত্ন গহন বনে ভ্রমণ করে বেড়াইতেছিল, আমি সচ্ছন্দে রাজঅট্টালিকায় বাস করিতেছিলাম; আমার জীবনাধার অনাহারে দিনপাত করিতেছিল,আমি পরমানন্দে উপাদেয় ভক্ষ্য ভক্ষণ করিতেছিলাম; আমার নবনীর পুতুল পাতা পেতে শুয়ে থাকৃত, আমি কনক-পর্য্যঙ্কে নিদ্রা যেতেম। রে প্রাণ, ধিক্ তোরে; প্রাণ, তুই পোড়ামাটী,তোতে অণুমাত্র স্নেহরস নাই; তা থাক্‌লে কি তুই নিশ্চিন্ত থাক্‌তিস্; যে দিন পতিপ্রাণা প্রমদা পুত্র প্রসব করিছিলেন, সেই দিন আমায় বনে লয়ে যেতিস্,আমি স্বর্ণলতায় মুক্তাফলদেখে চরিতার্থ হতেম।

তপ। প্রাণকান্ত, ক্ষান্ত হও, আর বিলাপ করো না; দাসীর মুখপানে চাও; অনেক দিনের পর তোমার মুখ দেখে প্রাণ জুড়াই; তোমার মুখ এক বার দেখ্‌লে দাসীর দশ হাজার বৎসরের বনবাসযাতনা দূর হয়। মুখ তোল, (হস্ত ধরিয়া) ওঠ, ওঠ, প্রাণেশ্বর, গাত্রোত্থান কর; পরমানন্দে প্রাণপুত্র পুত্রবধূকে ক্রোড়ে লও।

রাজা। প্রাণেশ্বরি, তুমি আমার রাজ্যেশ্বরী, রাজলক্ষ্মী; তোমার আগমনে আমার নিরানন্দ ভবন আনন্দময় হল; তুমি উপবাসীর মুখে অমৃতদান কল্লে। বাবা বিজয়,—(আলিঙ্গনপূর্ব্বক)—আমার বড় সাধের নাম,—আমি বিজয় নাম ভালবাসি বলে প্রমদা তোমার বিজয় নাম দিয়েচেন। (কামিনীর হস্ত ধরিয়া) মা কামিনি, তুমি আমার স্বর্ণলক্ষ্মী। এমন লক্ষ্মী বধূকে প্রমদা কি বলে পর্ণকুটীরে রেখেছিলেন! তোমরা দুই জনে রাজসিংহাসনে বস,আমার এবংপতিরতাপ্রমদার চক্ষু সার্থক হউক।

[রাজা, তপস্বিনী, বিজয় এবং কামিনীর সিংহাসনে উপবেশন—নেপথ্যে হুলুধ্বনি।

তপ। বিজয় আমার কামিনীর জন্য অতিশয় ব্যাকুল হয়েছিলেন; বিজয় কামিনীকে রাজসিংহাসনে বসায়ে পুলকে পূর্ণিত হলেম, বাবা কামিনীকে কিসে সুখী কর্‌বেন এই চিন্তায় চিন্তিত ছিলেন। কামিনী আমার বিজয়ের সুখে পরমসুখী হয়েছিলেন; পর্ণকুটীর মার রাজসিংহাসন বোধ হয়েছিল।

রাজা। প্রেয়সি, বিজয় আমার যেমন পুত্র, কামিনী আমার তেমনি পুত্রবধূ। জগদীশ্বর আমার মনোরথ পূর্ণ কর্‌লেন। কামিনীর লোকাতীত রূপলাবণ্যের কথা শুনে মনে মনে আক্ষেপ করিতেছিলাম, যদ্যপি পতিপ্রাণা প্রমদার গর্ভজাত পুত্র থাকৃত, কামিনীর সহিত বিবাহ দিতাম; আমার সে আশা আজ পূর্ণ হল।—হে সভাসদ্‌গণ, আজ্ আমার আনন্দের সীমা নাই, আমার রাজলক্ষ্মী আলয়ে আগমন করেচেন, পুত্র পুত্রবধূ সমভিব্যাহারে এনেচেন। আজ্ সকলে পরমানন্দে আমোদ প্রমোদ কর; আমাকে কেহ আজ্ রাজা বিবেচনা করো না, আমাকে সকলে প্রিয়বয়স্য ভাব, আমাকে সকলে অভিন্নহৃদয় প্রিয় বন্ধু গণ্য কর। হে প্রজাবর্গ, আমার প্রাণাধিকা প্রমদার পুনরাগমনের স্মরণ-চিহ্ন-স্বরূপ অদ্যাবধি আয়সম্বন্ধীয় করের নিরাকরণ কর্‌লেম।

তপ। প্রাণবল্লভ, লবণ-ব্যবসায় রাজার একায়ত্ত হেতু দীন প্রজাগণের যে ক্লেশ, অধীনী কাঙ্গালিনী-অবস্থায় তাহা বিশেষরূপ অনুভব করেচে; অধীনীর প্রার্থনায় এ নিদারুণ নিয়ম খণ্ডন করে, দীন প্রজাসমূহের অসহনীয় দুঃখভার হরণ কর।

রাজা। প্রেয়সি, তুমি অতি ধন্যা, অতি বিহিত প্রস্তাব করেচ।—হে প্রজাবর্গ, তোমাদের সহৃদয়া দয়াময়ী রাজমহিষীর প্রার্থনায়, বিজয়-কামিনীর প্রকাশ্য পরিণয়ের অধিবাসস্বরূপ, অদ্যাবধি লবণ-ব্যবসায় সাধারণাধীন কর্‌লেম; আজ্ হতে এ অকলঙ্ক রাজ্যশশাঙ্কের অঙ্ক-স্বরূপ নিদারুণ লবণ-নিয়মের অপনয়ন হল। তোমরা মুক্তকণ্ঠে জগদীশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর, আমার বিজয়-কামিনী দীর্ঘজীবী হউন, পরমানন্দে ধর্ম্মে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করুন।

দ্বিতীয় পণ্ডিত। মহারাজ, রাজা ও রাজমহিষীর কৃপায় আজ প্রজার আনন্দের পরিসীমা নাই, প্রজার সুখসাগর উচ্ছলিত হল ; আমরা সকলে সর্ব্বশক্তিমানের নিকটে অকপট-চিত্তে প্রার্থনা করি, রাজা, রাজমহিষী, বিজয়, কামিনী চিরজীবী হউন, পরমসুখে রাজ্যভোগ করুন। আমাদের এ রাজ্য রামরাজ্য, এই রাজ্য যেন চিরস্থায়ী হয়। জয়, বিজয়-কামিনীর জয়।

সকলে। জয়, বিজয়-কামিনীর জয়।

বিদ্যা। আমি হতবুদ্ধি হইয়াছি, আমার বোধ হয় নিশাতে নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখিতেছি।

রাজা। বৈবাহিক মহাশয়, বোধ হয় হাঘরে মাগী তোমাকে যাদু করেচে।

বিদ্যা। যাকে যাদু করে সুখী হবেন, তাকেই যাদু করেচেন।

তপ। ব্যাই মহাশয়ের অতিশয় ভয় ছিল, পাছে সোণা বলে পিতল বেচে যাই।

বিদ্যা। ব্যান ঠাকুরুণ, সে বিষয়ে আর কসুর কল্লেন কি? যাদুর জোরে মহারাজকে পতি কল্লেন, তপস্বিনীর পুত্রকে রাজপুত্র কল্লেন, আমার জীবন-সর্ব্বস্ব কামিনীকে পুত্রবধূ কল্লেন। যে মহিলা মুহূর্ত্তমধ্যে পতি-পুত্র-পুত্রবধূ-বেষ্টিতা হয়ে রাজসিংহাসনে বসিতে পারে, সে যাদু জানে তার সন্দেহ কি।

মাধ। রাম বল, আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়্‌ল ; বনে যেতে হবে না। উদর, আনন্দে নৃত্য কর, ছানাবড়া রসগোল্লার বিরহ-যন্ত্রণা তোমার ভোগ করিতে হবে না। আঃ, বড় রাণীর আগমনে পেট ভরে খেয়ে বাঁচ্‌ব।

তপ। মাধব, এত দিন কি উপবাস করেছিলে?

মাধ। উপবাস না হক্‌, উপবাসের বৈমাত্র ভ্রাতা হয়েছিল। এ সকল উদরে গুণে মণ্ডা দেওয়া উপবাসের বৈমাত্র ভাই অর্থাৎ প্রায় উপবাস। আগোণা মণ্ডা ব্যতীত এ উদরের মনও ওঠে না, টোলও ওঠেনা।

জল। যখন হোঁদল কুঁৎকুঁতের বাচ্ছা ধরা পড়েচে, তখনি আমি জানি মহারাজের শুভ দিন উপস্থিত।

রাজা। কই জলধর ছোঁদল কুঁৎকুঁতের বাচ্ছা ত ধরা পড়ে হোঁদল কুঁৎকুঁতের ধাড়ী ধরা পড়েছিল।

জল। মহারাজ, মেঘ চাইতে জল ; একজন হারায়ে তিনজন পেলে

শ্যামার প্রবেশ।

শ্যামা। মহারাজ আশীর্ব্বাদ করুণ।

রাজা। কি শ্যামা, আজো বেঁচে আছ; তুমি কি প্রমদার সঙ্গিনী হয়েছিে

শ্যামা। তা নইলে কি আপনার স্ত্রী পুত্র জীবিত পেতেন ; আ কত কষ্টে বিজয়কে বাঁচিয়েচি।

তপ। প্রাণেশ্বর, শ্যামার ধার কিছুতেই পরিশোধ হবে না।

রাজা। প্রেয়সি, শ্যামা যাকে ভালবাসে, যে শ্যামাকে মাধবীল নাম দিয়েচে, শ্যামা তাকে পাবে ; শ্যামাকে পরমসুখী কর্‌ব ; আম প্রিয় মাধবের সহিত শ্যামার বিয়ে দেব ; শ্যামা প্রকৃত মাধবীলতা হে মাধব "মাধবীলতা-বিরহে মরে ভূত হয়ে আছে"।

[সলাজে শ্যামার প্রস্থান

মাধব। লোকের পাতা-চাপা কপাল, আমার পাতর-চাপা কপা অনেক দিন পরে পাতরখানি প্রস্থান কল্লেন।—মন্ত্রিমহাশয়, দে দেখি, আমার কপালটা চিক্ চিক্ কচ্চে বটে।

শুষ্ক তরু মঞ্জরিল, গুঞ্জরিল অলি ;
সরভাজা, মতিচুর, শামলী, ধবলী।

বিদ্যা। আপনারা অন্তঃপুরে আগমন করুন, আপনাদের দর্শন ক আমার স্বর্ণপ্রতিমা সুরমা চরিতার্থ হউন।

তপ। চল নাথ, প্রাণনাথ, অন্তঃপুরে যাই,
সুরমা বিয়ানে হেরে জীবন জুড়াই।

[সকলের প্রস্থান

(যবনিকা-পতন।)